প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার
শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্যমন্তক

নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত।

রাজা সত্রাজিত করলেন সূর্য্যের তপস্যা, লাভ করলেন 'স্যমন্তক মণি'। জরাসন্ধ-কন্যা অস্থির আত্মহত্যার চেষ্টা ও সত্রাজিত কর্তৃক মণির সাহায্যে উদ্ধার। স্যমন্তক লাভের জন্য জরাসন্ধের দ্বারকা আক্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত যুদ্ধ। সত্যভামার বিবাহে যৌতুকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি দান। তারপর কি হলো তা নাটকেই দেখতে পারেন। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
"তারা-আর্ট প্রেস"
৮২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

উৎসর্গ

নিউ গণেশ অপেরার সুযোগ্য ম্যানেজার

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়

করকমলেষু

———

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত যুগোপযোগী নাটকের তালিকা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
নবস্বর্গ
ভুট্টয়া অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত
সাধক রামপ্রসাদ
আর্য্য অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ভারতনারী
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
নরদেবতা
সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—২॥০

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
জয়মাল্য
মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত—২॥০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
নরদানব
বাণী নাট্যবীথিতে অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
হিন্দুমুসলমান
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বাণীশক্তি
নারায়ণ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত
সিরাজের স্বপ্ন
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্তনিশান
ভুট্টয়া অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
জেলের মেয়ে
রামসীতা অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
গোধূলি
নিউবাসন্তী অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
মাটির মায়া
গণেশ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
তাপসনন্দিনী
বাসন্তী অপেরায় অভিনীত—২॥০

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত
কংসবধ
ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত—২৲

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
ধর্ম্মপথ
মথুরানাথ সাহারদলে অভিনীত—২॥০

গোড়ার কথা

"পরিচয়" একখানি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটক; এতে কারও কোন বাস্তব জীবনের ছায়া নেই। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে দমন করতে আর্য্য-ঋষিগণ যে সমাজ-শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন মানব-শরীরের সেই দুর্জ্জয় আদিম প্রবৃত্তিকে নিয়েই এই **"পরিচয়"** নাটক। এই নাটক লেখার সময় যাত্রা-সম্প্রদায়ের প্রতিভাশালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত অভয়কুমার হালদার আমাকে বহু সাহায্য করেছেন। জনপ্রিয় নট শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ প্রতিভায় এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রকে স্পষ্ট সরল ক'রে তুলতে বহু পরিশ্রম করেছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভাতেই "পরিচয়" একখানি নূতন ধরণের মর্ম্মস্পর্শী করুণ নাটক। এই নাটক অভিনয়ের জন্য নিউ গণেশ অপেরার প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্তবাবু গোষ্ঠবিহারী ঘোষ মহাশয় যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ।

ইতি—

আনন্দময়

অভিনেতাগণ

শিবসিংহ		শ্রীমণী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণী বিদ্যাবিনোদ
নারায়ণসিংহ	...	„ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্যামরাও	..	„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রাজীবরাও	...	, বিজয়কুমার মজুমদার
রাঘবরায়	..	„ অভয়কুমার হালদার
চণ্ডসিংহ	...	„ মুকুন্দলাল ঘোষ
বীরবল	...	„ রাধারমণ পাল
ধীরে ঠাকুর		. আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও মন্মথ চট্টোঃ
রোঘো	...	„ বলাইচাঁদ হালদার
বাঘা	..	„ ফণীভূষণ গাঙ্গুলী
বিশু	..	„ মাঃ বটু ধাড়া ও প্রফুল্ল সাঁবুই
ধনপতি	...	„ গুরুদাস ধাড়া
শিরোমণি	...	„ মন্মথ চট্টোপাধ্যায় ও বলাই দাস
বিষ্ণুশর্ম্মা	...	„ বীরেনদেব নাথ
সৈনিক	..	„ শৈলেন ঘোষ
রাজ্যেশ্বরী	...	„ ছবি রায়
মায়াবতী	...	„ সন্তোষ বসু
কল্যাণী	...	„ বনফুল ও মোহন মালা
রূপালী	...	„ বিমল মুখোপাধ্যায়

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষগণ

শিবসিংহ	...	...	শ্রীপুরের রাজা।
নারায়ণসিংহ	...	..	ঐ পুত্র।
শ্যামরাও	.	..	ঐ শ্যালক।
রাজীবরাও	..		ঐ দেওয়ান।
রাঘবরায়	..	...	নারায়ণসিংহের বন্ধু।
গুহসিংহ	.	...	অবন্তিপুরের রাজা।
বীরবল	...	...	ঐ শ্যালক ও সেনাপতি।
ধারে ঠাকুর	...	..	শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী।
বোঘো	...	..	ডাকিনী শ্মশানের চাঁড়াল।
বাঘা	..	...	জঙ্গলী সর্দ্দার।
বিশু	...	...	ঐ পুত্র।
ধনপতি	...	...	ভবঘুরে, পরে যুবরাজের বন্ধু।
শিরোমণি	...	.	কৃষ্ণপুরের সমাজপতি।
বিষ্ণুশর্ম্মা	...	...	রাজেশ্বরীর পিতা।

চাঁড়াল-বালকগণ, সৈনিক, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

রাজেশ্বরী	...	...	বিষ্ণুশর্ম্মার বিধবা কন্যা।
কল্যাণী	...	...	রাজীবরাওয়ের কন্যা।
মায়াবতী	...	..	শিবসিংহের স্ত্রী।
রূপালী	...	...	বাঘার কন্যা।

পুরনারী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত যুগোপযোগী নাটকের তালিকা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
উমাতারা
নবাঙ্গ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মনের পথে
রামসীতা অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
মা
নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মায়ের দান
সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মিলন শঙ্খ
মিনার্ভা অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ভদ্রার্জ্জুন
সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত—২॥০

পূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
সতীর সাধনা
ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ব্রতচারী
মুকুন্দ দাসের দলে অভিনীত—২৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
রক্ততর্পণ
ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কবিরঞ্জন প্রণীত
অহিংসা
নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
শোণিত-উৎসব
অন্নপূর্ণা অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মুক্তিস্নাত
শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
দশভূজা
নিউ স্বরাজ অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
মায়াশক্তি
ভুটুয়া অপেরায় অভিনীত—২॥০

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
বিল্বমঙ্গল
এমেচার পার্টিতে অভিনীত—২৲

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
নিমাই সন্ন্যাস
নট্ট অপেরায় অভিনীত—২৲

পরিচয়

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ডাকিনীর শ্মশান।

গীতকণ্ঠে চণ্ডাল-বালকগণ কাঠ লইয়া আসিল।

গীত।

চণ্ডাল-বালকগণ।—

চল্ রে চল্, ঘরে ফিরে চল্।
আকাশে বিজলী জ্বলে,
জলে জলে ভাসিবে ধরণীতল।
কালো মেঘে ছেয়েছে আকাশ,
মহারবে গর্জ্জিছে বাতাস,
বিশ্ব কাঁপায়ে বজ্র হানে,
বেধেছে তুমুল রণ সৃষ্টি সনে,
এলো রে—প্রলয় এলো রে,
তাই বুঝি ধরা করে টলমল॥

দ্রুত রোঘোর প্রবেশ।

রোঘো। যা রে, যা; সব ঘরে যা। ভীষণ মেঘ করেছে, এখুনি জল-ঝড় আস্‌বে।

১ম বালক। সর্দ্দার! আমাদের কাঠ বওয়ার পয়সা?

রোঘো। জল-ঝড় থামলে সব হিসেব ক'রে নিয়ে যাস্। যা—যা, এখন সব ঘরে যা।

বালকগণ। ওরে বাবা রে, কি ভীষণ ঝড়! চল্—চল্, পালিয়ে চল্। [বালকগণের প্রস্থান।

রোঘো। কি বিপদেই পড়্লুম রে বাবা! পাঁচ ছ'টা 'শ' জল্‌ছে, একটু জল পড়্লেই সব নিভে যাবে।

একটি সদ্যোজাত শিশু লইয়া রাজীবরাওয়ের প্রবেশ।

রাজীব। ওই যাঃ! দম্‌কা ঝড়ে মশাল নিভে গেল! এই হাবিলদার! সেপাই! মশালচি! সব পালিয়েছে। ধীরে ঠাকুর কোথায়? ধীরে ঠাকুর!

রোঘো। কে ডাকে গো?

রাজীব। আমি দেওয়ান রাজীবরাও। ঠাকুর কোথায়?

রোঘো। ঠাকুর মায়ের পুজো কর্‌ছে।

রাজীব। ডাক্, শীগ্‌গির ঠাকুরকে ডাক্।

রোঘো। আপনার হাতে ওটা কি হুজুর?

রাজীব। একটা মরা ছেলে। মহারাজ শিবসিংহের স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছেন।

রোঘো। আপনি এই দুর্য্যোগের সময় এটাকে রাখ্‌তে এলেন?

রাজীব। হ্যাঁ। তুই একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা ক'রে দে বাবা! মহারাজের আদেশ, আমায় এখুনি ধীরে ঠাকুরকে বেঁধে নিয়ে রাজবাড়ী যেতে হবে।

রোঘো। ঠাকুরকে ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু জল-ঝড়ের সময় তাড়াতাড়ি হবে না হুজুর! আপনাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

রাজীব। না বাবা! আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। দমকা ঝড়ে মশালগুলো নিভে গেছে, লোকগুলো কে কোন্‌দিকে পালিয়েছে। মড়া পোড়াতে এসে শেষে কি নিজেই মড়া হ'য়ে যাবো?

রোঘো। জল-ঝড় না থামলে কিছু হবে না হুজুর!

রাজীব। আচ্ছা, তুই ধীরে ঠাকুরকে ডাক্‌, তারপর হয় কিনা দেখ্‌ছি। আজ ঠাকুরের পাগলামো ছুটে যাবে।

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। কেন গো, পাগলামো ছুটে যাবে কেন?

রাজীব। আজ তোমার বুজরুকি ঘুচে যাবে। মহারাণীকে তুমি কিসের ওষুধ দিয়েছিলে?

ধীরে। কোন্ মহারাণী বল তো?

রাজীব। আমাদের শ্রীপুরের মহারাণী মায়াবতীকে।

ধীরে। ও, তাঁকে তো ছেলে হবার ওষুধ দিয়েছিলুম।

রাজীব। ওষুধ দিয়েছিলে তো মরা ছেলে হ'লো কেন?

ধীরে। মরা ছেলে! অসম্ভব! হ'তেই পারে না।

রাজীব। এই দেখ, মহারাণী মৃত সন্তান প্রসব ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে আছেন।

ধীরে। সেকি! আমি যে মায়ের চরণামৃত মিশিয়ে মহারাণীকে ওষুধ দিয়েছিলুম! শেষে মরা ছেলে হ'লো! মা! একি হ'লো মা! তোর চরণামৃত কোনদিন তো ব্যর্থ হয় না। আজ কি তুই মিথ্যে হ'য়ে গেলি?

রাজীব। ওসব পাগলামো তোমার শিকেয় তুলে রাখ। তোমার ওষুধে মরা ছেলে হয়েছে,তাই মহারাজ তোমায় বেঁধে নিয়ে যেতে বলেছেন।

ধীরে। কি বল্লি মা? ··ওহো, রাণীমার যে কঠিন ব্যামো রয়েছে, তাই এতদিন তাঁর সন্তান হয়নি। মায়ের চরণামৃত মেশানো ওষুধেই ছেলে হয়েছিল, কিন্তু রাণীমার ব্যামোর জন্যই ছেলে পেটে ম'রে গেল।

বোঘো। উঃ! কি ভীষণ ঝড়! হুজুর! আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না। শীগ্‌গির বাবাঠাকুরের চালায় গিয়ে উঠুন।

রাজীব। এ মড়ার কি হবে?

ধীরে। মড়া—মড়া এখানে রেখে যাও। আমি মাকে একবার ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করি।

রাজীব। এই মড়া এখানে থাক্‌লো, ঝড় থাম্‌লেই মড়া পুড়িয়ে তোমায় পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাবো।

[মড়া রাখিয়া প্রস্থান।

ধীরে। একি হ'লো রোঘো?

রোঘো। আমি তার কি জানি? রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যেমন বুজরুকি কর্‌তে গেছ, তার ফল ভোগ কর।

ধীরে। মা—মা! একি করলি মা! মহারাণীর যদি ব্যামো রয়েছে, আমাকে দিয়ে তুই ওষুধ দেওয়ালি কেন? আর ওষুধ দেওয়ালি যদি, ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিলি না কেন? না পেয়ে যে তারা ভাল ছিল। পেয়ে হারানোর জ্বালা কোনদিনই তারা ভুল্‌তে পারবে না। এ তুই কি করলি মা? কি করলি?

রোঘো।—

ইচ্ছাময়ি! ইচ্ছা তোমার কেউ জানে না।
কারে রাখ, কারে মার, কেউ কিছু তার বল্‌তে পারে না।

মানুষ ভাবে করি আমি,
তিনি বলেন কর্ম্মী তুমি,
কর্ম্মফলে যাওয়া আসা, এই তো মায়ের খেলা,
কর্ম্ম যদি খারাপ থাকে, ভুগতে হবে শতেক জ্বালা,
যতই করি ডাবিজুবি, কিছুই শেষে টিকবে না॥

[প্রস্থান।

ধীরে। মা! এ তুই কি করলি মা? আমি তো নিজের ইচ্ছায় কিছু করি না; তুই আমাকে দিয়ে যা করাস্, আমি তাই করি। রক্ষা কর মা, তোর মহিমা তুই রক্ষা কর্, তা না হ'লে তুই মিথ্যা হ'য়ে যাবি—আমি মিথ্যা হ'য়ে যাবো—জগৎ-সংসার সব মিথ্যা হ'য়ে যাবে। রক্ষা কর্ মা—রক্ষা কর্।

একটি সদ্যোজাত শিশু লইয়া ধীরে ধীরে
রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। (শিশুটিকে মাটিতে রাখিতে গেলে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল) ওঃ! ভগবান্!

ধীরে। কে? কে কথা বল্লে?

রাজ্যেশ্বরী। (পলাইয়া যাইতেছিল)

ধীরে। দাঁড়াও।

রাজ্যেশ্বরী। না—না, আমি দাড়াতে পারবো না।

ধীরে। পালাবার চেষ্টা ক'রো না, পারবে না। এসো, এগিয়ে এসো।

রাজ্যেশ্বরী। আপনি কে?

ধীরে। আমি একজন সন্ন্যাসী। লোকে আমায় ধীরে পাগলা ব'লে ডাকে। তুমি কে?

রাজ্যেশ্বরী। আমি একজন হতভাগিনী—

ধীরে। এখানে কি চাও?

রাজ্যেশ্বরী। না, কিছু চাই না।

ধীরে। ওকথা বল্‌লে আমি বুঝ্‌বো না। এই দারুণ দুর্য্যোগে মানুষ এক পাও এদিক-ওদিক যেতে পারছে না, আর তুমি একা স্ত্রীলোক যখন রাতের অন্ধকারে ডাকিনীর শ্মশানে আসতে পেরেছ, তখন নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু কারণ আছে। বল, কি চাও?

রাজ্যেশ্বরী। বলেছি তো, কিছু চাই না।

(বিদ্যুৎ জ্বলিল)

ধীরে। ওকি! তোমার বুকে ওটা কি?

রাজ্যেশ্বরী। এ কিছু নয়।

ধীরে। বল, ওটা কি?

রাজ্যেশ্বরী। এ—এ আমার সন্তান।

ধীরে। পুত্র না কন্যা?

রাজ্যেশ্বরী। পুত্র।

ধীরে। জীবিত না মৃত?

রাজ্যেশ্বরী। জীবিত।

ধীরে। জীবিত সন্তান নিয়ে এই দুর্য্যোগে রাতের অন্ধকারে তুমি ডাকিনীর শ্মশানে এসেছ কেন? সত্য বল, নইলে বিপদে পড়্‌বে।

রাজ্যেশ্বরী। আমি সেকথা বল্‌তে পার্‌বো না।

ধীরে। তোমার কোন ভয় নেই মা! আমিও মায়ের সন্তান, তুমিও আমার মা। বল মা, কেন এই শিশুকে শ্মশানে নিয়ে এসেছ?

রাজ্যেশ্বরী। এই অভিশপ্ত শিশুকে শ্মশানে ফেলে দিতে এসেছি।

ধীরে। মা হ'য়ে তুমি ছেলেকে মেরে ফেল্‌তে চাও?

রাজ্যেশ্বরী। চেয়েছিলুম; কিন্তু মমতার কশাঘাতে পারিনি বাবা! তাই আপনার কাছে ধরা প'ড়ে গেলুম।

ধীরে। একটা ছেলের জন্য কত সংসার হাহাকার করছে, আর তুমি সেই অমূল্য সম্পদ্ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এই মানবশিশুকে মেরে ফেল্‌তে চাও?

রাজ্যেশ্বরী। এ অবৈধ শিশুর যে বেঁচে থাক্‌বার কোন অধিকার নেই বাবা!

ধীরে। কে বলেছে?

রাজ্যেশ্বরী। সমাজ।

ধীরে। মানুষকে মেরে ফেলা যদি সমাজের বিধান হয়, সে সমাজ মানুষের জন্য নয়, পশুর জন্য।

রাজ্যেশ্বরী। কিন্তু দশমাসের মধ্যে এর জন্মদাতাকে যখন ফিরে পেলুম না, তখন একে নিয়ে আমি সমাজের সাম্‌নে দাড়াই কি ক'রে?

ধীরে। তাই ব'লে ওকে তুমি মেরে ফেল্‌তে চাও?

রাজ্যেশ্বরী। না—না, মেরে ফেল্‌তে পার্‌বো না। আপনি একে নিন, আপনি একে রক্ষা করুন।

ধীরে। আমি কেউ নই; ওকে রাখ্‌তে হয় মার্‌তে হয়, যা-কিছু কর্‌বে আমার মা। হ্যাঁ, তোমার বাড়ী কোথায়?

রাজ্যেশ্বরী। কৃষ্ণপুরে।

ধীরে। বাপের নাম কি?

রাজ্যেশ্বরী। বিষ্ণুশর্ম্মা।

ধীরে। তুমি কুমারী না বিধবা?

রাজ্যেশ্বরী। বিধবা।

ধীরে। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

রাজ্যেশ্বরী। অনেকদূর। কুলীনের কুলরক্ষা করতে পাঁচ বছর বয়সে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। দশ বারো বছর বয়সে একদিন শুনলুম, আমার স্বামী মারা গেছেন—আমি বিধবা।

ধীরে। এ শিশুর পিতা কে মা?

রাজ্যেশ্বরী। এক রাজপুত্র।

ধীরে। রাজপুত্র! তোমার শিশু রাজবংশধর?

রাজ্যেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা!

ধীরে। কোথাকার রাজপুত্র বল্‌তে পার?

রাজ্যেশ্বরী। তা আমি জানি না, বাবা জানেন। আমি লজ্জায় সেকথা কোনদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি।

ধীরে। আচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার দেখা হ'লো কোথায়?

রাজ্যেশ্বরী। এমনি একদিন দুর্য্যোগের রাতে সেই রাজপুত্র শিকারে এসে শ্রান্ত হ'য়ে পথ হারিয়ে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন; বাবা তাঁকে আশ্রয় দেন। আমাকে তাঁর পরিচর্য্যা কর্‌তে ব'লে বাবা পাড়ায় অতিথি সৎকারের আয়োজন কর্‌তে যান। আমার মা নেই, বাড়ীতে আমি একা, এমন সময় সেই লম্পট সবলে আমায় আকর্ষণ করেন। আমি প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁর শক্তির কাছে আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

ধীরে। তুমি তাকে ছেড়ে দিলে কেন?

রাজ্যেশ্বরী। সেই লম্পট ব'লে গেল, আবার আস্‌বো—তোমায় বিয়ে ক'রে আমার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবো। তারপর তিন চার মাস কেটে গেল, আর এলেন না।

ধীরে। তুমি এতদিন বাড়ীতে ছিলে?

রাজ্যেশ্বরী। না; প্রায় পাঁচ-ছ'মাস বাড়ী থেকে চ'লে এসেছি।

ধীরে। এতদিন ছিলে কোথায় ?

রাজ্যেশ্বরী। তাঁকে খোঁজবার জন্য আমার গহনা বেচে তীর্থে গিয়েছিলুম।

ধীরে। তার কোন জিনিষপত্র তুমি পাওনি ?

রাজ্যেশ্বরী। তিনি একটা আংটি দিয়ে গেছেন।

ধীরে। সে আংটি তোমার কাছে আছে ?

রাজ্যেশ্বরী। আছে; তাতে তাঁর নাম লেখা আছে। আমি লজ্জায় সেটা কাউকে দেখাইনি। আমিও লেখাপড়া জানি না।

ধীরে। দেখি—দেখি আংটিটা।

রাজ্যেশ্বরী। (আংটি দেখাইল) এই যে বাবা!

ধীরে। একি! (চমকিয়া উঠিল)

রাজ্যেশ্বরী। ওকি! আংটি দেখে আপনি চমকে উঠ্‌লেন কেন ? এঁকে কি আপনি চেনেন ?

ধীরে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চিনি। ও রাজপুত্র নয়, রাজা। ওরই অত্যাচারে আজ আমি সর্ব্বহারা শ্মশানবাসী ভিখারী।

রাজ্যেশ্বরী। কে এই লম্পট পিশাচ ? কোথায় তার বাড়ী ?

ধীরে। ওই দেখ, আবার সব ভুলে যাচ্ছি। মাথাটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে।

রাজ্যেশ্বরী। ওই লম্পট পিশাচের পরিচয় ?

ধীরে। আগে তোমার ছেলেকে বাচাই, তারপর সব বল্‌বো। এখন ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে রেখে তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চ'লে যাও।

রাজ্যেশ্বরী। এই দুর্য্যোগ রাতের অন্ধকারে আমার খোকাকে মাটিতে ফেলে রেখে যাবো ?

ধীরে। তুমি তো মা জ্যান্ত ছেলেটাকে শ্মশানে মেরে ফেল্‌তে এসেছিলে, এখন রেখে যেতে অত ভাব্‌ছো কেন ?

রাজ্যেশ্বরী। ভাবিনি বাবা! ভেতরের মাতৃস্নেহটা ডুকরে কেঁদে উঠ্‌ছে, তাই একটু মায়া হ'চ্ছে।

ধীরে। অত যদি মায়া হয়, ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।

রাজ্যেশ্বরী। না—না, সে আমি পার্‌বো না। বামুনের ঘরের বালবিধবা হ'য়ে এই পরিচয়হীন সন্তানকে নিয়ে সমাজের সামনে দাঁড়াতে পার্‌বো না; তাই আমার এই নাড়ীছেঁড়া সম্পদ্ আমি আপনার পায়েই ফেলে দিয়ে গেলুম, আপনি আজ থেকে এর শুভাশুভের ভার গ্রহণ করুন। (ওরে অভিশপ্ত সন্তান! বাঘিনীরাও নিজের ছেলেকে এইভাবে ফেলে পালাতে পারে না, আর আমি মানবী মা হ'য়ে সমাজের ভয়ে এই অন্ধকার রাতে তোকে শ্মশানে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছি। তোর হতভাগিনী মাকে তুই অভিশাপ দে।)

ধীরে। এখন তুমি কোথায় যাবে ?

রাজ্যেশ্বরী। বাড়ীতে বাবার কাছে ফিরে যাবো।

ধীরে। পাঁচ-ছ'মাস বাড়ীতে না থাকার জন্য সমাজ যদি তোমায় বাড়ীতে আশ্রয় না দেয়, তুমি তোমার এই পাগলা ছেলের কাছে ফিরে এসো; সমাজের গণ্ডির বাইরে ডাকিনীর শ্মশানের উন্মুক্ত আশ্রম-দ্বার চিরদিনই তোমার জন্য খোলা থাক্‌বে।

রাজ্যেশ্বরী। আস্‌বো বাবা—নিশ্চয়ই আস্‌বো। এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতের ডাকিনীর মহাশ্মশানকে আমি কোনদিনই ভুল্‌তে পার্‌বো না।

ধীরে। তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও।

রাজ্যেশ্বরী। এ অভাগিনী মায়ের আশীর্ব্বাদ ওর কোন কাজে লাগ্‌বে না বাবা!

ধীরে। ওরে বেটি! মায়ের আশীর্ব্বাদ চিরদিনই সন্তানকে জয়-যুক্ত করে।

রাজ্যেশ্বরী। মায়ের আশীর্ব্বাদ সন্তানকে জয়যুক্ত করে?

ধীরে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মায়ের আশীর্ব্বাদই সন্তানের জীবন পথের একমাত্র পাথেয়। আশীর্ব্বাদ কর—

রাজ্যেশ্বরী। আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি বাবা, ও যেন রাজা হয়—ও যেন রাজা হয়।

[প্রস্থান।

ধীরে। কি রে, রাজা হবি? হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তোকে রাজাই করবো। রোঘো—রোঘো, ওরে, ও রোঘো—

রোঘোর পুনঃ প্রবেশ।

রোঘো। আবার অত ডাকাডাকি কেন গা বাবা?

ধীরে। শীগ্গির আয় ব্যাটা, শীগ্গির আয়।

রোঘো। কেন গো, মদ ফুরিয়ে গেছে নাকি?

ধীরে। না রে ব্যাটা, না। মহারাজ শিবসিংহের এই মরা ছেলেটাকে টপ্ ক'রে নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। আর রাজার দেওয়ানকে বল্বি, ঝড় থেমে গেছে—বাবাঠাকুর তোমায় ডাক্ছে।

রোঘো। ও হরি, এই কাজ! আমি মনে করি, বাবার মদ ফুরিয়ে গেছে ব'লে বুঝি বাবা চেঁচাচ্ছে।

ধীরে। এর ভেতর মজা আছে রে ব্যাটা! যা—যা, তুই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যা।

রোঘো। (তুলিয়া লইয়া) এই তো, এখুনি একে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিচ্ছি।

ধীরে। ওরে ব্যাটা, কাপড়গুলো রেখে শুধু ছেলেটাকে নিয়ে যা।

বোঘো। (কাপড় রাখিয়া) তুমি বাবা বড় গোলমেলে লোক। কেবল ব'সে ব'সে হাঁড়ি হাঁড়ি মদ গিলবে, আর গোলমাল পাকাবে। আমি এই মরা ছেলে নিয়ে চল্লুম। ওদিকে সব 'শ' নিভে গেছে, আর এদিকে আস্‌তে পারবো না। [প্রস্থান।

ধীরে। মা! এর জন্যই কি তুই ওটাকে মেরে ফেল্‌লি? মার্ —মার, যাকে খুসী মেরে ফেল্, শুধু এই শিশুকে তুই বাঁচিয়ে রাখ্ মা! আমার পিতৃ-পিতামহের বংশরক্ষা কর্।

রাজীবরাওয়ের পুনঃ প্রবেশ।

রাজীব। আমায় ডাকছো বাবাঠাকুর?

ধীরে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ডাকছি। তোমরা কিরকম লোক বল তো?

রাজীব। কেন? আমরা তো কোন অন্যায় করিনি।

ধীরে। জ্যান্ত ছেলেটাকে পুড়িয়ে মারাই বুঝি তোমাদের ন্যায়নীতি?

রাজীব। জ্যান্ত ছেলে! সেকি! আমরা যে সকলে দেখলাম, ছেলে ম'রে গেছে। রাজবৈদ্য দেখে বল্‌লেন, তবে ওকে শ্মশানে নিয়ে এসেছি।

ধীরে। ম'রে গেছে যদি, ছেলে নড়ছে কেন? আকাশে তো চাঁদ উঠেছে, ভাল ক'রে দেখ দেখি ছেলে বেঁচে আছে কিনা।

রাজীব। (দেখিয়া) সত্যই তো! ছেলে যে বেঁচে রয়েছে! এ কি ক'রে সম্ভব হ'লো ঠাকুর? আমরা যে মরা ছেলে শ্মশানে নিয়ে এসেছি। এ মড়া বাচলো কি ক'রে?

ধীরে। দূর পাগল! মড়া কখনো বাঁচে নাকি? পেট থেকে প'ড়ে কেমন হ'য়ে গিয়েছিল, এখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় খেলা করছে?

রাজীব। না বাবা, আমার মনে হ'চ্ছে তুমিই মন্ত্রবলে একে বাঁচিয়ে দিয়েছ ?

ধীরে। আমি বাঁচাইনি—আমার মা ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমি ক্ষুদ্র জীব, মড়া বাঁচাবার শক্তি আমি কোথায় পাবো ? যাও—যাও, একে শীগ্‌গির রাজবাড়ীতে নিয়ে যাও, মহারাণীর জ্ঞান হবার আগেই একে তাঁর কোলে পৌছে দাও। জ্ঞান হবার পর তিনি যেন জান্‌তে না পারেন যে তিনি মরা ছেলে প্রসব করেছিলেন।

রাজীব। মহারাজ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্‌বো ?

ধীরে। বল্‌বে মায়ের দয়ায় তাঁর ছেলে বেঁচে গেছে।

রাজীব। না বাবা ! আমি বল্‌বো তোমার মন্ত্রশক্তিতে তাঁর মরা ছেলে বেঁচে গেছে।

ধীরে। তুমি যতই আমার আত্ম-প্রশংসা শোনাও, ওতে আমি সুখী হবো না।

রাজীব। ওকথা ব'লে তুমি আর নিজেকে ছোট করতে পারবে না বাবা ! আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি মন্ত্রসিদ্ধ।

ধীরে। দূর—দূর, আমি কেউ নই—কিছু নই। আমি সৃষ্টির অনুপরমাণুর চেয়েও ছোট। আমি জানি, মা-ই আমার ইহপরকাল, মা-ই আমার সর্ব্বশক্তির মূলাধার ; তাই ছেলে যত বড়ই হোক্, মায়ের কাছে সে সেই সূতিকাগারের শিশুই থাকে।　　　　[প্রস্থান।

রাজীব। তুমি যাই বল, আর নিজেকে ছাই চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পারবে না। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল ডাকিনীর শ্মশানের সন্ন্যাসী একটা পাগল। আজ বুঝ্‌তে পার্‌লাম তুমি মহাশক্তির সাধক—শক্তিমান্ তান্ত্রিক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুশর্ম্মার বাড়ী।

শিরোমণির প্রবেশ।

শিরোমণি। শর্ম্মা ভায়া বাড়ীতে আছ নাকি? ওহে শর্ম্মা ভায়া—

বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি! আসুন—আসুন শিরোমণি মশাই! বসুন—

শিরোমণি। বস্‌বো বই কি! নিশ্চয়ই বস্‌বো! তুমি হ'চ্ছো আপনার জন। এসেছি যখন, দুটো সুখ-দুঃখের কথা না ক'য়ে কি যেতে পারি? তারপর তোমার ব্যামো হয়েছে শুন্‌লাম। এখন আছ কেমন?

বিষ্ণুশর্ম্মা। মাঝে মাঝে বুকে বড় যন্ত্রণা হয়, তাই বড় কষ্ট পাই। এখন একটু ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?

শিরোমণি। আমার কথা আর কেন বল ভায়া! বাতের ব্যামোটা আমায় বড় কাবু ক'রে ফেলেছিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা। এখন আছেন কেমন?

শিরোমণি। এখন বাতটা সেরেছে, কিন্তু বায়ুটা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তাই গিন্নিঠাকরুণ বল্‌লেন, "রাতদিন বাড়ীতে ব'সে না থেকে একটু ঘুরে এসো"। তাই তোমার বাড়ীতে এলুম।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আপনাদের গিন্নিঠাকরুণ আছেন, তাই রোগের তদ্‌বির হ'চ্ছে। আমাদের তিনি বহুদিন গত হয়েছেন, তাই রোগে প'ড়ে প'ড়ে ভাঙ্গা ঘরের কড়িকাঠ গুন্‌ছি?

শিরোমণি। তোমার অবস্থা দেখে আমরা প্রায় বলাবলি করি—তুমি যদি একটি বিয়ে কর, বড় ভাল হয়।

বিষ্ণুশর্ম্মা। না দাদা! এ বয়সে আর বিয়ে করা ভাল দেখায় না।

শিরোমণি। বয়স! তোমার কি এমন বয়স হয়েছে যে, তার জন্য তুমি বিয়ে করতে পারবে না? আমার প্রপিতামহ কুলীনের কুল রক্ষা করতে গঙ্গাযাত্রার দিনও পাঁচটি বিয়ে ক'রে গেছেন। তুমি রাজী হ'য়ে পড় ভায়া!

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমি রাজী হ'লেই বা আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কে? একে এই বুড়ো বয়েস—তার উপর বুকে ব্যথা।

শিরোমণি। বিয়ে হ'লে দেখবে গিন্নি তেল মালিশ ক'রে ক'রে তোমার বুকের ব্যথা সারিয়ে দেবে। তুমি মত ক'রে ফেল। আমার একটি ডাগোর-ডোগর শালি আছে, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা হ'চ্ছি তোমার আপনার লোক। আমরা থাকতে তুমি রোগ-শয্যায় অনাথার মত প'ড়ে থাকবে, হাত পুড়িয়ে বেঁধে খাবে, এ আমরা চোখে দেখ্‌তে পারবো না।

বিষ্ণুশর্ম্মা। দিনকতক একটু অসুবিধা হ'চ্ছে বটে, তবে আমার রাজু-মা তীর্থদর্শন ক'রে ফিরে এলেই আবার আমার সোনার সংসার হ'য়ে যাবে।

শিরোমণি। তোমার রাজু-মা আর ফিরবে না ভায়া—

বিষ্ণুশর্ম্মা। কি বল্‌লেন, আমার রাজু-মা ফিরে আস্‌বে না?

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। বাবা—

বিষ্ণুশর্ম্মা। কে?

রাজ্যেশ্বরী। আমি রাজ্যেশ্বরী। তোমার মেয়ে রাজু—

বিষ্ণুশর্ম্মা। দেখুন শিরোমণি মশাই! আমার রাজু-মা ফিরে এসেছে।

রাজ্যেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা! তোমার আশীর্ব্বাদে আমি ফিরে এসেছি। (প্রণাম করিতে উদ্যত)

শিরোমণি। ফিরে এলেও ওকে আর তুমি ঘরে স্থান দিতে পারবে না ভায়া!

রাজ্যেশ্বরী। জ্যাঠামশাই!

বিষ্ণুশর্ম্মা। কি বল্ছেন শিরোমণি মশাই! রাজু যে আমার একমাত্র মাতৃহারা সন্তান।

শিরোমণি। আহা, কি কর্বো বল? একথা বল্তে আমারই বুকটা ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু কি করি বল ভায়া, সমাজের বিধান তো আর অমান্য কর্তে পারি না!

বিষ্ণুশর্ম্মা। সমাজের কাছে এমন কি অপরাধ করেছে, যার জন্য রাজু-মা গৃহে স্থান পাবে না?

শিরোমণি। অপরাধ যে কিছু করেনি, সে তো আমি জানি। কিন্তু ওই ছ'মাস বাইরে ঘোরা মেয়ে আর ঘরে থাকতে পারে না। তাই বল্ছি ভায়া, ওকে তোমায় ত্যাগ কর্তেই হবে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওকে ত্যাগ ক'রে আমি কি নিয়ে বাচবো শিরোমণি মশাই?

শিরোমণি। কেন? আমার সর্ব্বসুলক্ষণা শালিটিকে নিজের লোক ক'রে ঘরে নিয়ে এসো; সেই আবার তোমার আঁধার ঘর আলো ক'রে দেবে।

রাজ্যেশ্বরী। আমায় তাড়িয়ে দিয়ে আপনার শালির সঙ্গে আমার বাবার বিয়ে দিতে চান্?

শিরোমণি। না চেয়ে কি করি বল? তুমি যখন তোমার বাপকে দেখ্‌লে না, তখন ওর সেবা-যত্নের একজন লোক চাই তো?

রাজ্যেশ্বরী। আপনার শালিটিকে পার করবার জন্যই বুঝি আমায় তাড়াবার ষড়যন্ত্র করেছেন? কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন জ্যাঠামশাই, আমি ভিটেতে থাকতে সে সুবিধা আপনার হবে না।

শিরোমণি। ভিটের তো দূরের কথা, তুমি আর এ গাঁয়েই স্থান পাবে না।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমার মেয়ে গাঁয়ে স্থান পাবে না?

শিরোমণি। মেয়ে তোমার খাঁটি হ'লে স্থান পেতো ভায়া! পাঁচ ছ'মাস বাইরে ঘোরা মেয়ে—সমাজের চক্ষে ও ভ্রষ্টা হ'য়ে গেছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমার রাজু-মা ভ্রষ্টা! তাই ওকে আমায় ত্যাগ করতে হবে?

শিরোমণি। শুধু তাই নয় ভায়া! তোমার বাইরে ঘোরা মেয়ে এ বাড়ীতে পদার্পণ করেছে ব'লে তোমায় মাথা মুড়িয়ে চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

রাজ্যেশ্বরী। আমি বাড়ী এসেছি ব'লে আমার বাবাকে যদি চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাহ'লে আপনাকেও পাঁচ সাতবার মাথা নেড়া হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শিরোমণি। কেন, আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন?

রাজ্যেশ্বরী। আপনার বিধবা বোনের কথা ভেবে দেখুন না! আপনার শালিটীকে কেন অনুগ্রহ করেন, একথা সকলেই জানে।

শিরোমণি। কি, যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমার পবিত্র বংশে কলঙ্ক দিতে চাস্? বেরো—বেরো হারামজাদি!

রাজ্যেশ্বরী। আমার বুড়ো বাবাকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না।

শিরোমণি। যাবি না? তবে আজ তোকে মেরেই তাড়াবো! বেরিয়ে যা! (প্রহার)

রাজ্যেশ্বরী। বাবা—

বিষ্ণুশর্ম্মা। না—না, মারবেন না—মারবেন না শিরোমণি মশাই! পথশ্রমে মেয়েটার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। এখনো মুখে হাতে জল দেয়নি। তার উপর আর মারবেন না। (পায়ে ধরিল)

শিরোমণি। স'রে যাও ভায়া! ওকে তাড়িয়ে আজ তোমার বিয়ে দিয়ে তবে আমার অন্য কথা! পা ছেড়ে দাও।

বিষ্ণুশর্ম্মা। না, ছাড়বো না—

শিরোমণি। স'রে যাও। (পদাঘাত করিল)

বিষ্ণুশর্ম্মা। আঃ—(পড়িয়া গেল)

রাজ্যেশ্বরী। বাবা, কি হ'লো বাবা! তুমি অমন করছো কেন?

বিষ্ণুশর্ম্মা। মাথাটা ঘুরে গেল মা! তাই আর উঠতে পারছি না! আমায় একটু ধর তো মা!

শিরোমণি। এই যে আমি ধরছি ভায়া! (ধরিল)

রাজ্যেশ্বরী। কি হয়েছে বাবা, তুমি কাঁপছো কেন?

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমি আর দাড়াতে পারছি না। বুকে ভীষণ যন্ত্রণা হ'চ্ছে? আমায় তুলসীতলায় নিয়ে চল্। আমার জপের মালা গঙ্গাজল—

শিরোমণি। চল ভায়া, আমি তোমায় তুলসীতলায় রেখে তোমার জপের মালা গঙ্গাজল এনে দিচ্ছি। (বিষ্ণুশর্ম্মাসহ প্রস্থানোদ্যোগ)

রাজ্যেশ্বরী। বাবা!

বিষ্ণুশর্ম্মা। (ফিরিয়া) ওরে মা! সমাজ তোকে ত্যাগ করলেও আমি তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি।

[শিরোমণির সাহায্যে প্রস্থান।

রাজ্যেশ্বরী। আমার জন্য শিরোমণি মশাই বাবাকে লাথি মারলেন? বাবা, আমি এখনি এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি। তুমি শুধু একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাও বাবা!

শিরোমণির পুনঃ প্রবেশ।

শিরোমণি। তোমার বাবা আর নেই—

রাজ্যেশ্বরী। কি বল্লেন? বাবা নেই? বাবা!—

শিরোমণি। তোমার বাবা মারা গেলেন।

রাজ্যেশ্বরী। বাবা! বাবা! (প্রস্থানোদ্যত)

শিরোমণি। (বাধা দিয়া) আ-হা-হা, তুমি আর ওদিকে যেও না। তুমি ছুঁয়ে ফেল্লে তোমার বাবার দেহ আর দাহ হবে না—ঘরেই পচ্‌বে।

রাজ্যেশ্বরী। আমি ছুঁলে বাবার দেহ দাহ হবে না?

শিরোমণি। ছোঁয়া তো দূরের কথা, তুমি তুলসীতলার কাছে গেলে এ গাঁয়ের ব্রাহ্মণগণ আর কেউ ও মড়া ছোঁবে না।

রাজ্যেশ্বরী। আমি এমন কি অপরাধ করেছি, যার জন্য আমার মরা বাবার পায়ের ধূলো নিতে পার্‌বো না?

শিরোমণি। অপরাধ অন্য কিছু নয়, তুমি যে ঘরছাড়া—অপবিত্রা।

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। না—না, মায়ের জাতি কোনদিন অপবিত্রা হয় না।

শিরোমণি। কে তুমি?

রাজ্যেশ্বরী। বাবা, আপনি এসেছেন?

ধীরে। না এসে থাক্‌তে পার্‌লুম না মা! তোকে ছেড়ে দিয়ে মা কালীর সামনে ব'সে নাম জপ কর্‌ছিলুম; জপে ব'সে যতবারই

মা কালীব মুখের দিকে চেয়ে দেখেছি, ততবারই দেখেছি তোব ওই মলিন মুখখানি ! তাই বাপেব বাড়ীতে কেমন আছিস্ দেখ্তে এলুম ।

রাজ্যেশ্বরী । আমাব বাবা মারা গেলেন ।

ধীরে । তোমার বাবা মারা গেছেন ! যাক্, ভালই হয়েছে । বাধন কেটে গেছে । ওর জন্য দুঃখ করিস্‌নি । জগতে ওই খাটি সত্য, জন্মালেই মরতে হয় ।

শিরোমণি । তুমি আবার কে হে ?

ধীরে । আমি একজন পাগল । শ্মশানে মশানে প'ড়ে থাকি ।

শিরোমণি । আমাদের রাজু বুঝি তোমারই মনের মানুষ হয়েছে ?

ধীরে । না ব্রাহ্মণ ! ও আমার মা হয়েছে । জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর যে নির্জ্জীব মুর্ত্তির আপনারা পূজা করেন, ও তারই জীবন্ত মুর্ত্তি ।

শিরোমণি । বাহবা ! কথা বলার বেশ কায়দা আছে দেখ্‌ছি ।

ধীরে । কি করবো বলুন ? আপনাদের মত জোচ্চুরি বাটপাড়ি মিথ্যাকথা না শিখে সত্য কথাগুলোই শিখে ফেলেছি ।

শিরোমণি । যা ব্যাটা, যা । ছাই-ফাই মেখে শ্মশানে মশানে ব'সে থাক্‌গে যা ।

ধীরে । আপনাদের এই শয়তানির সংসারের চেয়ে শ্মশান অনেক ভাল ।

রাজ্যেশ্বরী । ওর সঙ্গে বেশী কথা বল্‌বেন না বাবা—আমার মত আপনাকেও চাবুক খেতে হবে ।

ধীরে । কে তোকে চাবুক মেরেছে মা ?

শিরোমণি । আমি মেরেছি । কেন, হয়েছে কি ?

ধীরে । হবে আবার কি ? বেশ করেছেন মেরেছেন । আপনাদের মত মহাপুরুষেরাই তো মাতৃজাতির উপর বীরত্ব দেখায় ।

শিরোমণি । ও যদি এখুনি গাঁ থেকে চ'লে না যায়, আমি মেরে ওর ঘাড় ভেঙ্গে দেবো । (প্রহারোদ্যোগ)

ধীরে । (বাধা দিয়া) আহা, আর এগুবেন না । তাহ'লে যে হাত দিয়ে মারবেন, সেই হাতখানাই হয়তো ভেঙ্গে যাবে ।

শিরোমণি । কি ! এত সাহস তোমার—আমার গাঁয়ে এসে আমায় মেরে যাবে ? দাঁড়াও ব্যাটা, গাঁয়ের ছোঁড়াদের ডেকে এনে তোমায় মজা দেখাচ্ছি । (প্রস্থানোদ্যোগ)

রোঘোর প্রবেশ ।

রোঘো । ঠাকুরকে মজা দেখাতে হ'লে তোমাকেও চোখে সর্ষেফুল দেখতে হবে !

শিরোমণি । ও, তোমরা মারামারি করবার জন্য তৈরী হ'য়ে এসেছ ?

ধীরে । না, পাষণ্ডের হাত থেকে নির্য্যাতিতা মাতৃজাতিকে রক্ষা করতে এসেছি ।

শিরোমণি । আমাদের গাঁয়ের মেয়েকে আমরা শাসন করবো, তোমাদের বাধা দেবার কি অধিকার আছে ?

রোঘো । আমিও যদি এই লাঠি দিয়ে তোমায় ঘা-কতক পিটে দিয়ে যাই, তোমারই বা বাধা দেবার কি অধিকার আছে ?

শিরোমণি । থাম্ ব্যাটা ছোটলোক কোথাকার—

রোঘো । আরে, যে ভদ্রলোকেরা মা-জাতের গায়ে হাত তোলে, তারা তো আমাদের চেয়েও ছোট ।

ধীরে । রোঘো—

রোঘো । এই, কথার পিঠে কথা হ'চ্ছে বাবা !

ধীরে। আর কোন কথার দরকার নেই। আয় মা, আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

শিরোমণি। আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের গাঁয়ের মেয়েকে নিয়ে যেতে দেবো না।

বোধো। বাধা দিলেও আটকে রাখতে পারবে না।

শিরোমণি। তবু একবার চেষ্টা ক'রে দেখবো—

বোধো। চেষ্টা করবার সুযোগই দেবো না।

শিরোমণি। সাবধান।

বোধো। ওঃ, দিন নেই—কুলোপানা চক্র দেখ।

ধীরে। আয় মা—

রাজেশ্বরী। তুলসীতলায় যে আমার বাবার মৃতদেহ প'ড়ে থাকলো বাবা।

ধীরে। থাকলেই বা। ওতে তোর বাবা আর নেই, শুধু শূন্য দেহটা প'ড়ে আছে। এখন গাঁয়ে যারা বাস করবে, ইচ্ছা হয় তারা দাহ করবে, না হয় না করবে। তুই যখন এখানে থাকবি না, তখন ওই মৃতদেহের সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধও থাকবে না।

বোধো। কি ঠাকুর, আর দাঁড়িয়ে কেন? লোকজন ডেকে মড়া তোলার ব্যবস্থা কর। তা না হ'লে পচা মড়ার গন্ধে তোমাদের গাঁশুদ্ধ লোক ওলাউঠো হ'য়ে মরবে।

শিরোমণি। এই যে যাচ্ছি, মড়া তোলার আগে তোমাদের উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থা করছি।

[প্রস্থান।

বোধো। যাও—যাও, তুমি ব্যবস্থা করবার আগেই আমরা এখান থেকে হাওয়া হ'য়ে যাবো।

রাজ্যেশ্বরী। বাবা! আমাকে ওরা তোমায় ছুঁতে দিলে না, তাই দূর থেকেই আমি তোমায় প্রণাম ক'রে যাচ্ছি। (উদ্দেশে প্রণাম করিল)

ধীরে। চল্ রোঘো, মাকে নিয়ে আমরা আশ্রমে ফিরে যাই চল্।

রাজ্যেশ্বরী। চলুন বাবা! এ বিশ্বের সংসার থেকে স'রে আপনার আশ্রমে গিয়ে আমার খোকাকে দেখেই শান্তি পাবো।

ধীরে। তোর খোকা আমার আশ্রমে নেই মা!

রাজ্যেশ্বরী। কি বল্‌লেন বাবা! আমার খোকা আপনার আশ্রমে নেই? তবে সে কোথায়?

গীত।

রোঘো।—

সে আছে আপন ঘরে—
মায়ের কোলে চুম্বনে আর আদরে।
ঘর-দালানের মাঝখানে
খেলছে সে শতেক খেলা, খেলনা নিয়ে,
কিছুই তাহার অভাব নেই—
তবু কেন জল পড়ে গো তোমার চোখ দিয়ে,
যত তুমি ভাব্‌লে তারে,
বুকটা তোমার ভর্‌বে শুধু হাহাকারে।

[প্রস্থান।

রাজ্যেশ্বরী। আমার খোকাকে কোথায়—কার কাছে রেখেছেন?

ধীরে। সে রাজবাড়ীতে আছে।

রাজ্যেশ্বরী। রাজবাড়ী! কোথাকার রাজবাড়ী?

ধীরে। পরে জান্‌তে পারবে।

রাজ্যেশ্বরী। কেমন আছে সে ?

ধীরে। সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে।

রাজ্যেশ্বরী। আমি একবার তাকে দেখ্‌তে যাবো বাবা !

ধীরে। এখন নয়, পরে।

রাজ্যেশ্বরী। এখুনি আমি তাকে দেখ্‌তে চাই।

ধীরে। এখন দেখ্‌তে চাইলে তাকে লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য যে পণ্ড হ'য়ে যাবে।

রাজ্যেশ্বরী। আমার ছেলেকে আমি দেখ্‌তে পাবো না ?

ধীরে। তোমার ছেলেকে তো তুমি ডাকিনীর শ্মশানে ফেলে দিয়ে এসেছ।

রাজ্যেশ্বরী। তবু আমি তার গর্ভধারিণী মা। আপনার দয়ায় সে যখন বেঁচে আছে—তখন একবার তাকে আমায় দেখিয়ে দিন। আমি কোন কথা বল্‌বো না, পরিচয় দেবো না, শুধু দূর থেকে একবার চোখের দেখা দেখে আসবো।

ধীরে। তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না মা, সময় হ'লে আমি নিজেই তোমায় দেখিয়ে দেবো।

রাজ্যেশ্বরী। কবে সে সময় হবে ?

ধীরে। আজ থেকে বিশবছর পরে।

রাজ্যেশ্বরী। না—না, বিশবছর আমি অপেক্ষা করতে পার্‌বো না। আপনি যদি দেখিয়ে না দেন, আমি নিজেই তাকে খুঁজে নেবো।

ধীরে। খুঁজতে পার, তবে তোমার ছেলে ব'লে তুমি তাকে চিন্‌তে পার্‌বে না। তুমি স্নেহান্ধ ! আমি যতদিন না তোমার চোখ ফিরিয়ে দেবো, ততদিন তুমি অন্ধই থাক্‌বে—দেখ্‌তে আর পাবে না।

রাজ্যেশ্বরী। বাবা—

ধীরে। এ আমার কথা নয় মা! আমার মুখ দিয়ে আমার মা এই কথা বলিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলময়ী মা, তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান।

রাজ্যেশ্বরী। বাবা—বাবা!…কি ব'লে গেল? আমার খোকাকে দেখ্‌বার জন্য বিশবছর অপেক্ষা করতে হবে? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই করবো! খোকাকে দেখ্‌বার জন্য আমি বিশবছর ব'সে থাক্‌বো। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখ্‌বার জন্য কৌশল্যা চৌদ্দবছর অপেক্ষা করেছিল। শবরী কত যুগ বসেছিল রামচন্দ্রের দর্শন আশায়। আর আমি খোকাকে দেখ্‌বার জন্য সামান্য বিশবছর অপেক্ষা করতে পারবো না? খুব পারবো। আমি যে মা, ছেলের জন্য খাবারের থালা সাজিয়ে ব'সে থাকাই যে মায়ের কাজ। ছেলে যখন খুসী আস্‌বে, তার জন্য মায়ের চঞ্চল হ'লে চল্‌বে না। হা রে অভাগি, মা হওয়া কি মুখের কথা? হ্যাঁ, মা হওয়া তো মুখের কথা নয়! আমার খোকাকে দেখ্‌বার জন্য আমি বিশবছর অপেক্ষা ক'রেই ব'সে থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

বিশ বছর পরে

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ।

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। যাক্ বাবা, এতদিন ঘুরে বোনাই মশায়ের দয়ায় একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। বাপের যা-কিছু ছিল, দিনকতক মদ আর মেয়েমানুষের তদ্‌বির কর্‌তে গিয়েই সব ফুঁকে গেল। বোনাই মশায় দয়া না কর্‌লে একটু মদের জন্য রাস্তায় প'ড়ে দম ছুটে ম'রে যেতাম; এখানে আর সে ভয় নেই। শুধু একটা মুখের কথা খসালেই সব হাজির। কই গো সুন্দরীগণ! এদিকে এসো, তোমাদের একবার ভাল ক'রে দেখি।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

সকলে। নমস্কার মামাবাবু!

শ্যামরাও। আরে, না—না, মামাবাবু নয়; তোমরা আমায় তোমাদের মনের মানুষ মনে ক'রে শুধু বাবু ব'লে ডাক্‌বে।···ও, নূতন লোক দেখে তোমাদের লজ্জা করছে বুঝি? ঠিক আছে, একখানা নাচগান হ'য়ে যাক্, আমি তোমাদের সব লজ্জা ভেঙ্গে দিচ্ছি। লাগাও—লাগাও।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

এ ভরা বসন্ত সাঁঝে—
সখি, কার ছোঁয়া প্রাণে লাগে।
এলো রে এলো রে নব অতিথি,
যার লাগি মনে আনন্দ জাগে॥
কত নিশি বিফলে গেল,
তবু সখা নাহি এলো,
কে গো মোর পরশন মাগে॥

শ্যামরাও। (মদ্যপান) আহা, আর কোন ভয়-ভাবনা নেই। আমি যখন এসে গেছি, তোমাদের নাচিয়ে গাইয়ে গায়ে-গতরে ব্যথা ধরিয়ে দেবো। এটা কাটখোট্টার রাজ্য; তোমাদের মর্য্যাদা এরা কি বুঝবে বল? গুণী না হ'লে কি গুণের সম্মান দিতে পারে? নাও—নাও, আর একখানা ভাল দেখে আরম্ভ কর।

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। না, নাচগান বন্ধ কর।

শ্যামরাও। মহারাজ! (বোতলটি পকেটে রাখিয়া) আহা! একেবারে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। একেবারে বাড়া ভাতে ছাই প'ড়ে গেল!

শিবসিংহ। তোমরা যাও, বাগানবাড়ীতে বিশ্রাম কর। আমার বিনা আদেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। যাও—

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শ্যামরাও। মহারাজ! ওরা—মানে—একটু—

শিবসিংহ। ওদের কথা থাক, তোমার কথা ধর। তোমায় এখানে কেন আনা হয়েছে জান?

শ্যামরাও। জানি মহারাজ! নারায়ণসিংহের মতিগতির পরিবর্ত্তন ঘটাবার জন্য আমায় ডেকে এনেছেন।

শিবসিংহ। সেই আসল কাজ ভুলে গিয়ে তুমি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মশগুল হ'য়ে আছ, কেমন?

শ্যামরাও। আজ্ঞে না; আসল কাজ ঠিকই চল্‌ছে। ব্যাপার কি জানেন, আপনার ওই কাঠগোঁয়ার ছেলেকে বশে আন্‌তে হ'লে এইসব সরস বস্তুর একটু প্রয়োজন হবে।

শিবসিংহ। মোটেই নয়। মদ আর মেয়েমানুষ—দুটো জিনিষকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। যুবরাজের মনোরঞ্জনের জন্যই আমি ওই নর্ত্তকীদের আনিয়েছিলাম, সে ওদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যামরাও। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না মহারাজ! দিনকতক একটু গোলমাল কর্‌তে পারে, তারপর ভাগ্নেকে আমি ঠিক ক'রে নেবো।

শিবসিংহ। তুমি নিজেই যদি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে থাক, আসল কাজ কর্‌বে কখন?

শ্যামরাও। আমি যাই করি না কেন, কাজ আমি কখনও ভুলি না মহারাজ।

শিবসিংহ। যুবরাজের মাসোহারার হিসাব তৈরী করেছ?

শ্যামরাও। আজ্ঞে, আমি অঙ্কই জানি না, তার হিসাব কর্‌বো কি ক'রে?

শিবসিংহ। সেকি! তোমার দিদি যে বল্লেন, তুমি বহুদিন গুরু-গৃহে যাতায়াত করেছ?

শ্যামরাও। আজ্ঞে হ্যাঁ; বই বগলে ক'রে দিনকতক যাতায়াত করেছি বটে, কিন্তু লেখাপড়া আমি মোটেই শিখিনি।

শিবসিংহ। সেকি হে! তুমি মোটেই লেখাপড়া জান না? অথচ আমি তোমায় পণ্ডিত মনে ক'রে যুবরাজের পার্শ্বচর নিযুক্ত করেছি।

শ্যামরাও। আজ্ঞে, ভুল করেছেন মহারাজ! আমাকে বিশুদ্ধ মুখ্যু মনে ক'রে পাল্‌টে নিযুক্ত ক'রে আপনার ভুল সংশোধন ক'রে নিন।

শিবসিংহ। তুমি শিকার করতে জান?

শ্যামরাও। দেখুন মহারাজ, শিকার করতেই যদি জান্‌বো, তবে বোনের বাড়ীতে ভাত খেতে আস্‌বো কেন? বনে-জঙ্গলে গিয়ে বাঘ মেরেই খেতে পারতাম।

শিবসিংহ। লেখাপড়া না হয় নাই শিখ্‌লে, শিকার করতে শিখ্‌লে না কেন?

শ্যামরাও। ফুরসুৎ পেলাম না মহারাজ! লেখাপড়া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একদল মেয়ে এসে জুটে গেল। আপনি আমার ভগ্নীপতি, আপনার কাছে বল্‌তে কোন লজ্জা নেই; সেই মেয়েগুলের খাতির খোসামোদ করতেই কোন্‌দিক দিয়ে দিনগুলো কেটে গেল, আমি তার হদিশ পেলাম না।

শিবসিংহ। বুঝ্‌তে পারছি, তুমি একটি খাঁটি অপদার্থ।

শ্যামরাও। আজ্ঞে না, অতটা ভেবে নেবেন না। আপনার কথামত কাজ করতে না পারলেও একটা কাজ আমি খুব ভাল পারি।

শিবসিংহ। কি কাজ?

শ্যামরাও। এই মেয়েদের তদ্‌বির তদারক করা। মেয়েদের আমি

এমন মন যোগাতে পারি যে, কিছুতেই তারা আমায় ছাড়া আর বাঁচতে পারবে না।

শিবসিংহ। যুবরাজ এই মেয়েদের মোটেই দেখতে পারে না। তাই সে ওই নর্ত্তকীদের তাড়িয়ে দিয়ে বন্দুক-তলোয়ার নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।

শ্যামরাও। আচ্ছা, ভাগ্নেকে কি আপনি অনেক লেখাপড়া শিখিয়েছেন?

শিবসিংহ। লেখাপড়ায় সে এ রাজ্যের একজন সুপণ্ডিত।

শ্যামরাও। ওই লেখাপড়া শিখিয়েই আপনি তার মাথাটি খেয়ে বসেছেন।

শিবসিংহ। তাইতো দেখ্‌ছি। শ্যামরাও! আমার একমাত্র সন্তান যদি উদাসীন হ'য়ে যায়, আমার এত পরিশ্রমে রাজ্যরক্ষা করা যে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়াবতী। হ্যাগা, ছেলেটা সকাল থেকে কোথায় গেল, খবর নিলে না?

শিবসিংহ। নারায়ণসিংহ আজ এখনও ফেরেনি?

মায়াবতী। ফিরে এলে কি আর তোমার কাছে মাথা খুঁড়তে আস্‌তাম? সেই কোন্ সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, এখনও মুখে জল দেয়নি। আমি এখন কি করি বল দেখি?

শ্যামরাও। আর কোন ভয় নাই দিদি! আমি যখন এসে গেছি, তখন সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

মায়াবতী। ও ছেলেকে তুই কি বশে আন্‌তে পার্‌বি ভাই?

শ্যামরাও। পারবো মানে? আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার ছেলে আমার বশে এসে গেছে।

শিবসিংহ। তাকে কি মদ ধরিয়ে বশ করবে নাকি?

শ্যামরাও। আরে ছি-ছি! কি যে বলেন আপনারা! একটি ডাগর-ডোগর টুকটুকে ক'নে ঠিক ক'রে রাখুন, আমি ছেলেকে ফিরিয়ে আন্‌ছি।

মায়াবতী। হা আমার বরাত! সে চেষ্টা করেছি ভাই! দেওয়ান রাজীবরাওয়ের মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে আমি তার বিয়ের সব ঠিক ক'রে রেখেছি। ছেলে যে বিয়ের নাম শুনেই সাত হাত লাফিয়ে ওঠে।

শ্যামরাও। বিয়ে না দিয়ে ছেলের সাম্‌নে বিয়ে করবি বিয়ে করবি করলে ছেলে তো লাফিয়ে উঠ্‌বেই। বিয়েটি আগে ধ'রে বেঁধে দিয়ে দাও। তারপর দিনকতক বৌমাটির পায়ে নূপুর পরিয়ে হরদম বাবাজীর সাম্‌নে ঘোরাও; দেখ্‌বে, ছেলে বন্দুক-তলোয়ার ফেলে দিয়ে বৌমার সামনে ব'সে ব'সে "দেহি পদপল্লবমুদারম্‌" করছে।

মায়াবতী। এমন ভাগ্য কি আমার হবে ভাই?

শ্যামরাও। হবে কি গো দিদি, হ'য়ে ব'সে আছে। ওই পরের মেয়ে এমন বস্তু যে, তোমার নিজের ছেলেকেও পর ক'রে দেবে। তার সাক্ষী এই দেখ না, শ্রীপুরের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা যে মহারাজ শিবসিংহের নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, সেই রাজাধিরাজকেও তোমার কথামত কাণ ধ'রে ওঠ-বোস করতে হয়। আ-হা-হা, হাস্‌বার কথা নয়; এ হ'চ্ছে সংসারের খাঁটি সত্য কথা। বৌ হ'চ্ছে আপন জন, তার তুলনায় নেইকো ধন।

মায়াবতী। শ্যামরাও—

শ্যামরাও। কোন ভয় নেই দিদি! কোনরকমে চার হাত এক

ক'রে দাও, তোমার নিজের ছেলেও পর হ'য়ে যাবে। আচ্ছা, হয় না হয় তুমি মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর। মহারাজ! ব্যাপারটা দিদিকে একবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। (মদ্যপান করিয়া) বউ হ'চ্ছে আপন জন, তার তুলনায় নেইকো ধন।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। আমরাও মুখ্যু হ'লে কি হবে, ওর কথাগুলো বড় সত্য।

মায়াবতী। তোমার জন্যই ছেলেটা আমার ব'য়ে গেল।

শিবসিংহ। আমি কি ছেলের ভাল করবার চেষ্টা কবিনি?

মায়াবতী। সময় বইয়ে দিয়ে চেষ্টা করলে আর ছাই হবে! পেট থেকে প'ড়েই ছেলেটা মাইদুধ খেতে পেলো না ব'লে ওইরকম হ'য়ে গেল।

শিবসিংহ। প্রসবের সময় তোমার কঠিন ব্যামো হ'লো, রাজবৈদ্য দেখলে, কোন ফল হ'লো না। শেষে ডাকিনীর শ্মশানের পাগলা ঠাকুরের দৈব ওষুধে তুমি ভাল হ'লে। সেই ঠাকুর ছেলেকে মাই-দুধ খাওয়াতে নিষেধ করেছিল ব'লেই আমি তোমায় বারণ করেছিলাম।

মায়াবতী। মায়ের হাজার অসুখ থাকতে পারে, তাই ব'লে ছেলে মাইদুধ খেতে পাবে না, এমন কথা কখনও শুনিনি। কথায় বলে "মা হওয়া কি মুখের কথা"। বুকের রক্ত নিংড়ে ছেলের মুখে ঢেলে দিয়ে তবে মা হ'তে হয়। সেই ছেলেকে মাইদুধ দিতে না পারলে ছেলের কাছে মা যে কতখানি ছোট হ'য়ে যায়, তা তোমার ধারণা নেই।

শিবসিংহ। সে যা হবার হ'য়ে গেছে। আমার ভুল বা তোমার ভ্রান্তিতে সে অতীত চ'লে গেছে। তারপর বাল্যকালে তুমি যখন তার উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় পেলে, তখন তুমি তাকে শাসন করলে না কেন?

মায়াবতী। প্রাণভরে যাকে লালন-পালন করতে পারলাম না, শাসন করি তাকে কোন্ অধিকারে ?

শিবসিংহ। তোমার ওই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই ছেলেটা জেদী হ'য়ে গেল।

মায়াবতী। আমার জন্য নয় মহারাজ! তোমার দুর্ব্বলতার জন্যই আমার একমাত্র সন্তান নির্ম্মম পাষাণ হ'য়ে গেল। আজ কাউকে তার ভাল লাগে না। তার জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যদি তাকে শাসন করতে, আজ সে এতখানি স্বাধীন হ'তে পারতো না।

শিবসিংহ। আমি তাকে শাসন করিনি ব'লে, সে অবাধ্য হ'য়ে গেছে? বেশ, আজই আমি নারায়ণসিংহকে শাসন ক'রে দিচ্ছি।... না—না, সে আমি পারবো না। তার জন্ম-মুহূর্ত্তের সেই করুণ কাহিনী আজও আমি ভুলতে পারিনি! যখনই তার উপর রাগ হয়, তখনই সেই অতীত ছবি আমার সব রাগ গলিয়ে জল ক'রে দেয়।

মায়াবতী। কি সে অতীত কাহিনী? কি সে অতীত ছবি?

শিবসিংহ। না, সে এমন কিছু নয়।

মায়াবতী। আমার কাছে তুমি কিছু গোপন ক'রো না মহারাজ!

শিবসিংহ। এ আর গোপন করবার কি আছে? প্রসবের পর বহুক্ষণ তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে। ছেলেটা তোমার কোল না পেয়ে বড় কেঁদেছিল কিনা—তাই তার উপর বড় মায়া হয়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি এখনি তাকে খুঁজতে পাঠাচ্ছি।

মায়াবতী। যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি আর এক প্রহর তার জন্য অপেক্ষা করবো। এই এক প্রহরের মধ্যে আমি যদি ছেলেকে ফিরে না পাই, আজই তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হ'য়ে যাবে।

শিবসিংহ। ভুলে যেও না মায়াবতি—তুমি শুধু মা নও, তুমি, এ রাজ্যের রাণী। এতখানি অধৈর্য্য হওয়া তোমার উচিত নয়।

মায়াবতী। মায়ের কাছে রাজত্বের চেয়ে মাতৃত্বই বড়। অতল অপার মহাসমুদ্রের তল আছে—পার আছে, কিন্তু মাতৃস্নেহ-সমুদ্রের পারাপার নেই। মাতৃস্নেহ-সমুদ্র সীমাহীন—অনন্ত—অসীম।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। ছেলেকে আমি শাসন করি কি ক'রে? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমি যাকে মৃত সন্তান ব'লে শ্মশানে দাহ করতে পাঠিয়েছিলাম, তাকে শাসন করতে যাই কোন্ অধিকারে?

রাজীবরাওয়ের প্রবেশ।

রাজীব। মহারাজ!

শিবসিংহ। কে? দেওয়ান রাজীবরাও! বড় সুসময়ে এসেছ বন্ধু! মনে মনে আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। আচ্ছা, যুবরাজের জন্মসময়ে যা ঘটেছিল, কারও কাছে একথা প্রকাশ করনি তো?

রাজীব। না মহারাজ! যেকথা একবার প্রকাশ করবো না ব'লে আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার জীবন গেলেও সেকথা আমার মুখ দিয়ে কোনদিনই প্রকাশ হবে না মহারাজ!

শিবসিংহ। তোমাকে আমি জানি দেওয়ান! তাই সবার চেয়ে আমি তোমায় বেশী বিশ্বাস করি।

রাজীব। মহারাজ বলেছিলেন যুবরাজের সঙ্গে আমার কন্যা কল্যাণীর বিবাহ দেবেন—

শিবসিংহ। আমার কথা আমি রাখ্‌বো দেওয়ান। শুধু যুবরাজের মতিগতির একটু পরিবর্তন হ'লেই তোমার কন্যার সঙ্গে আমি তার বিবাহ দিয়ে দেবো।

রাজীব। সেই জংলী সর্দার বাঘার সাহায্যে আপনি যুবরাজের

মনের পরিবর্ত্তন ঘটাবেন স্থির করেছেন, অবন্তিপুর রাজ্যের পলাতক আসামী ব'লে মহারাজ চণ্ডসিংহ তাকে ফেরৎ চেয়ে আপনাকে পত্র লিখেছেন।

শিবসিংহ। না রাজীববাবু, বাঘাকে আমি ফেরৎ দিতে পারি না। বাঘাকে ফেরৎ দেবো না ব'লেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্রয় দিয়েছি। তা ছাড়া সে আমার একমাত্র পুত্রের জঙ্গলের বন্ধু। যুবরাজ সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই ক'রে বেড়ায়। রাজ্যের কেউ তার সঙ্গে যেতে সাহস করে না। এমন কি তার বাল্যবন্ধু রাঘববাও নয়। রাজ্যের মধ্যে ঐ বাঘাকেই যুবরাজ বেশী ভালবাসে। সেই বাঘাকে ফিরিয়ে দিলে আমি হয়তো যুবরাজকেও হারিয়ে ফেল্‌বো।

রাজীব। তাহ'লে মহারাজ চণ্ডসিংহের পত্রের উত্তর—

শিবসিংহ। তাকে লিখে দাও—বাঘাকে আমরা ফিরিয়ে দেবো না।

রাজীব। তাতে যদি মহারাজ চণ্ডসিংহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন ?

শিবসিংহ। তিনি যত ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। যাও, এখুনি তার পত্রের উত্তর দিয়ে দাও।

রাজীব। দিচ্ছি মহারাজ! হ্যা, মেয়ে আমার বড় হয়েছে, এখন তার বিবাহ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। তাই বল্‌ছিলাম আর বেশী দেরী না ক'রে শুভকাজ শীঘ্র শেষ ক'রে ফেল্‌লেই ভাল হয়।

শিবসিংহ। আচ্ছা, এ বিষয় আজই আমি মহারাণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তোমায় জানাবো।

রাজীব। মহারাজের অনুকম্পায় আমি ধন্য।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। প্রতিমুহূর্ত্তে আমি ছেলেকে বাধতে চাই, কিন্তু সে

যে বাঁধন পরতে চায় না। যুবরাজকে ফেরাবার জন্য আমি চারিদিক দিয়ে লোক নিযুক্ত করেছি, আজ পর্য্যন্ত তার কিছুই হ'লো না। তার মন যে কি চায়, আর কি না চায়, আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

গীতকণ্ঠে ধনপতির প্রবেশ।

গীত।

ধনপতি।—

ওরে মন, কারে চাও—কারে না চাও,
কিছুই তুমি জান না।
ভাবের ঘোরে ঘোর তুমি
হদিস কিছুই পাও না।
নয়ন তোমায় যা দেখায়,
তাই দেখে তুমি বিভোর হও,
আপনভাবে দেখ দেখি
জগতমাঝে তুচ্ছ নও
জীবের সেবা মানব জনম,
হেলায় তারে হারিও না॥

শিবসিংহ। বাঃ! তোমার গান বড় চমৎকার! কে তুমি?

ধনপতি। আমি বর্ত্তমানে আপনার রাজ্যের একজন দীন প্রজা।

শিবসিংহ। তোমার নাম কি বাবা?

ধনপতি। আমার এক কপর্দ্দকও পুঁজি নেই, তবুও কি মজা দেখুন, বাপ-মা আমার নাম রেখে গেছেন ধনপতি।

শিবসিংহ। কি কাজ কর তুমি?

ধনপতি। কিছুই নয়, বেকার। সারাদিন ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াই।

শিবসিংহ। এখানে কি চাও?

ধনপতি। আমি কিছুই চাই না মহারাজ। পথের ধারে ব'সে গান গাইছিলাম, ডাকিনীর শ্মশানের পাগলা ঠাকুর আমার গান শুনে আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। ব'লে দিলেন, আমার নাম করলেই রাজবাড়ীতে তোর চাকরী হ'য়ে যাবে!

শিবসিংহ। ও—ডাকিনীর শ্মশানের সন্ন্যাসী তোমায় আমার কাছে পাঠিয়েছেন? ঠিক আছে, তুমি এখানে চাকরী পাবে। আচ্ছা, বনের পশুপাখীও কি মানুষের গান শোনে?

ধনপতি। আমি শুনেছি মহারাজ, ফাঁকা মাঠে ব'সে কেউ যদি ভাল গান গায়, বিষধর সাপও সেই গান শুনে গায়কের সামনে এসে ফণা দুলিয়ে নাচে। গান শেষ হ'য়ে গেলে আবার মাথা নিচু ক'রে চ'লে যায়।

শিবসিংহ। ঠিক আছে, আজ থেকে তোমার কাজ হবে যুবরাজকে গান শোনানো। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিন্তু তোমায় যুবরাজের চাবুক খেতে হবে।

ধনপতি। মহারাজ কি দয়া ক'রে আমায় চাবুক খাবার চাকরী দিলেন?

শিবসিংহ। প্রথম প্রথম দু'একদিন হয়তো তোমায় চাবুক খেতে হবে। তারপর বিষধর সাপের মত তুমিও যদি যুবরাজকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতে পার, আমি তোমায় আশাতীত পুরস্কার দেবো।

ধনপতি। সত্য বলছেন আমায় পুরস্কার দেবেন?

শিবসিংহ। যুবক! রাজা শিবসিংহ যাকে কথা দেয়, সে কথার

আর নড়চড় হয় না। আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনো ভুলবো না।

[প্রস্থান।

ধনপতি। যাক্! অনেকদিন ঘুরে ঘুরে পাগলা বাবার দরায় বরাত ফেরাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু মাঝে মাঝে চাবুক খেতে হবে যে! তা হোক্, চাবুক খেয়ে যদি পয়সা পাওয়া যায়—বেকার জীবনের চেয়ে সে অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মীরপুর-জঙ্গল—বাবার কুটির।

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। আহা, কুমার বাহাদুরকে কি সুন্দর দেখতে! রং যেন একেবারে ফেটে পড়ছে। ওকে যদি বিয়ে করতে পারি, তবেই এ জীবনে বিয়ে করবো। তা যদি না হয়, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা ক'রে ম'রে যাবো।

একটি ফুলহস্তে রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। কি রে রূপালি, কেমন আছিস্?

রূপালী। ভাল আছি! আন, দাও! (ফুলটা কাড়িয়া লইল)

রাঘব। আজ হঠাৎ আমার হাত থেকে ফুল কেড়ে নিয়ে বসতে ব'লে আমায় যে অনেক খাতির ক'রে ফেললি। ব্যাপার কি?

রূপালী। কিছু নয়, এম্‌নি! হ্যাঁ রে, তোকে সেদিন মেরেছিলুম, তোর লেগেছিল নাকি ?

রাঘব। না—মারলে লাগ্‌বে কেন ? আমার গায়ে যে গণ্ডারের চামড়া আছে!

রূপালী। এখনো গায়ে ব্যথা আছে ?

রাঘব। কেন, আর ঘাকতক দিয়ে সারিয়ে দিবি নাকি ?

রূপালী। তুই যে বড় দোষ করিস্, তাইতো আমার হাতে মার খেয়ে মরিস্। লোক নেই—জন নেই, পথে-ঘাটে আমাকে দেখ্‌লেই অমনি প্রেম করতে আসিস্।

রাঘব। তোর হাতের কিল চড় খেয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছি, এবার থেকে তোকে দেখ্‌লেই দূর থেকে পেন্নাম কর্‌বো।

রূপালী। তুই ভদ্রলোকের ছেলে হ'লে কি হবে—তোর মাথায় গোবর ভরা!

রাঘব। আমার মাথার জন্য তোর মাথাব্যথা কেন ?

রূপালী। তোকে আমার একটু ভাল লাগে ব'লেই বল্‌ছি—

রাঘব। আমাকে তোর যা ভাল লাগে, স আমি তোর কিল চড় খেয়েই বুঝে নিয়েছি।

রূপালী। তোদের ভদ্রলোকদের ওই কেমন স্বভাব! দোষও করবি, চোখও রাঙাবি! দেখ্, প্রেম করতে হ'লে অনেক ঘুরতে হয়, অনেক মন যোগাতে হয়, তবে ভালবাসাবাসি হয়। তোকে না দেখে আমি কাঁদবো, আমাকে না দেখে তুই কাঁদবি, তবে তো প্রেম জমবে ভাল।

রাঘব। অনেকদিন তোর পেছু পেছু ঘুরলুম, তুই তো আমায় মোটেই আমল দিস্‌নি। আর কবে ভালবাসাবাসি হবে ?

রূপালী। এইবার হবে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, আমার সঙ্গে

প্রেম ক'রে তুই যদি অন্য মেয়ের পিছু পিছু হ্যাংলা কুকুরের মত ঘুরিস্—আবার আমার হাতে মার খেয়ে মরবি।

রাঘব। আরে, না—না, এই আমি তোর গা-ছুঁয়ে দিব্বি করছি। (গায়ে হাত দিতে গেল)

রূপালী। (সরিয়া গিয়া) আহা, একেবারে অতটা নয়। একটু তফাৎ যা।

রাঘব। বা বাবা! এই বল্লি আমার সঙ্গে প্রেম করবি, তবে গায়ে হাত দিতে গেলে কেউটে সাপের মত ফোঁস্ ক'রে উঠ্লি কেন?

রূপালী। তুই আর কোন মেয়েকে ভালবাসিস্ কিনা, না পরখ ক'রেই কি আমি তোর সঙ্গে জমতে পারি?

রাঘব। আচ্ছা, কি করলে তুই আমায় বিশ্বাস করবি বল?

রূপালী। আমায় যদি এত ভালবাসিস, ওই কল্যাণী মেয়েটাকে রাজবাড়ী থেকে সরিয়ে দে না!

রাঘব। ওরে বাবা! সে যে দেওয়ানের মেয়ে, আমি তাকে সরাবো কি ক'রে?

রূপালী। তা জানি না। আমার সঙ্গে প্রেম করতে হ'লে ওই কল্যাণীকে সরাতে হবে। আচ্ছা, কুমার বাহাদুর কল্যাণীকে খুব ভালবাসে—নয়?

রাঘব। কুমার বাহাদুর ভালবাসে না, ওই কল্যাণীই কুমার বাহাদুরকে ভালবাসে।

রূপালী। তাই হোক, কল্যাণীকে সরালেই কুমার বাহাদুর পাগল হ'য়ে যাবে। সেই সময় আমাদের এখানে মদ খেতে এলে একটু বুনো বিষ মিশিয়ে তার খেল্ খতম ক'রে দেবো। তারপর ছেলের শোকে

বুড়ো রাজাও মরবে. তখন তুই হবি এ রাজ্যের রাজা. আমি হবো তোর রাণী, কেমন মজা ? (রাঘবের চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিল)

রাঘব । হায়—হায়—

কপালী । তুই কুমার বাহাদুরের বন্ধু । রাজবাড়ীতে তোর যাতায়াত আছে । যা, চট্ ক'রে কাজটা সেরে ফেল্ ।

রাঘব । ঠিক আছে । আমি এখুনি জগ্যা ব'লে লেগে পড়্ছি । একেবারে যদি সরাতে না পারি ?

কপালী । তবে আগে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে তার বে'টাই ভেঙ্গে দে ।

রাঘব । আচ্ছা, আমি চলি । হ্যাঁ, তোর সঙ্গে কিন্তু কথা পাকাপাকি থাক্লো ।

কপালী । নিশ্চয়ই. তুই যদি কল্যাণীকে সরাতে পারিস্, আমার গা ছোঁয়া দূরের কথা, আমি নিজেই তোর গলা জড়িয়ে ধ'রে মনের মানুষ হ'য়ে যাবো ।

রাঘব । তুই যদি গোড়া থেকে আমায় এইরকম আমল দিতিস্, এতদিনে আমি দুনিয়া উল্টে দিতে পারতুম । তোর ওই মিষ্টি হাসি আর মধুর কথায় আজ থেকে আমি তোর কেনা গোলাম হ'য়ে গেলুম ।

কপালী । সেদিন তোর বৌ হ'য়ে গলা জড়িয়ে ধর্বো—

রাঘব । সেদিন তোর গা-চেটেই আমি তোর কিল্ চড় গুঁসির শোধ নিয়ে নেবো ।

[প্রস্থান ।

কপালী । ছোঁড়াটা একেবারে পা-চাটা ! দূর দূর, ওরকম পুরুষ আমার দু'চক্ষের বিষ । আমার উপর ওর খুব লোভ । ওকে হাতে রাখ্তেই হবে । ওকে দিয়েই কল্যাণীকে সরিয়ে আমি হবো কুমার বাহাদুরের বৌ ।

বিধুর প্রবেশ।

বিধু। দিদি! শিগ্‌গির আয়—শিগ্‌গির আয়। দেখবি আয়, কুমার বাহাদুর ইয়া বড় একটা বাঘ মেরেছে।

কপালী। কুমার বাহাদুর আজ শিকারে এসেছে?

বিধু। এসেছে মানে? তিনি তো সেই ভোর থেকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কপালী। কই, আমি তো তাকে একবারও দেখ্‌তে পাইনি।

বিধু। চোখ থাক্‌লে তো দেখ্‌বি—

কপালী। কেন, আমি কি কাণা নাকি?

বিধু। কাণা হবি কেন? কুমার বাহাদুরকে ভেবে ভেবে তুই অন্ধ হ'য়ে গেছিস্।

কপালী। যা—যা, বাজে বকিস্‌নি—

বিধু। তুই যতই কুমার বাহাদুরকে ভাবিস্ দিদি, সে গুড়ে বালি! সে রাজার ছেলে, তুই জংলী মেয়ে, তোর সঙ্গে তার বে হ'তেই পারে না।

কপালী। বে হয় না হয় আমি বুঝবো। তুই এখন যা।

বিধু। আমি গেলেও হবে না, থাক্‌লেও হবে না। তোর ওই ভাবাই সার।

কপালী। তবে রে হতভাগা, মার্‌বো এক চড়। (মারিতে উদ্যত)

বিধু। (সরিয়া গিয়া)

গীত।

কেন মিছে রেগে মরিস্
এ যে কভু হবার নয়।
রাজার ছেলের রাজ-কনেবৌ
এ তো শুনি সবাই কয়।

সোনার বরণ রং হবে তার
কুমার হবে তারই বর,
জংলা বনের জংলী মেয়ে
শুধুই তুই হবে মর,
পিরীত ক'রে বাজিয়ে নিয়ে
করিস্ যদি বিয়ে,
কেঁদে কেঁদে মরবি শেষে
সারা জীবনময়॥

কপালী। এই বিধু, শোন্—একটা কথা বলি।

বিধু। বল্ না, এই তো শুনতে পাচ্ছি।

কপালী। অতদূর থেকে কি বলা যায়, কাছে আস্‌বি তো—

বিধু। ও, বুঝ্‌তে পেরেছি, আদর ক'রে কাছে ডেকে নিয়ে তুই আমার কাণ মুলে দিবি।

কপালী। না রে—না, কাণ মুলে দেবো না। শোন্—

বিধু। সত্যি বল্‌ছিস কাণ মুলে দিবি না? (অগ্রসর)

কপালী। না—না—(ধরিতে গেল)

বিধু। এই র বাবা, আর একটু হ'লেই ধ'রে ফেলেছিল!

[পলায়ন।

কপালী। আরে, কথাটাই শুনে যা—

বিধু। কি বল্‌বি দূর থেকেই বল্। আমি তোর কাছে যাবো না।

কপালী। কুমার বাহাদুর কোথায় রে?

বিধু। ওই হোথা গাছতলায় ব'সে আছে।

কপালী। এখানে একবার ডেকে আন্‌তে পারিস্?

বিধু। খুব পারি।

কপালী। কি ব'লে ডাক্‌বি ?

বিধু। বল্‌বো, দিদি আপনাকে ডাক্‌ছে।

কপালী। দূর হতভাগা, ওকথা বল্‌তে আছে ?

বিধু। দূর মুখপুড়ি, ওকথা বল্‌তে পারো কেন ?

কপালী। তবে কি ব'লে ডাক্‌বি ?

বিধু। আমি কিছুই বল্‌বো না। তার জলতেষ্টা পেলে সেই আমায় ডাক্‌বে, আর আমি তাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দেবো।

কপালী। তিনি যদি তোকে সন্দেহ করেন ?

বিধু। এমনভাবে বল্‌বো যে, কুমার বাহাদুর তো ছেলেমানুষ, তার বাবাও আমায় সন্দেহ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

কপালী। একা যে একটা বাঘ মারতে পারে, সে তো মস্তবড় শিকারী। আচ্ছা, কুমার বাহাদুর যে সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, ওর কি খিদে তেষ্টা ব'লে কিছুই নেই ?

বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। কে আছ, আমায় একটু জল দাও। আমি বড় পিপাসিত।

কপালী। ভিতরে আসুন, দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

বীরবল। বাঃ! বনের ভিতর সুন্দর সব ঘর বেঁধেছে তো! শত শত বিঘে জঙ্গল কেটে আবাদী জমি করেছে। এরা কারা ? এরাই কি আমাদের অবন্তিপুরের জংলী প্রজারা নাকি ? তা যদি হয়, তাহ'লে এখানে নিশ্চয়ই বাবার মেয়ে কপালী আছে। যাই হোক্, জল খেয়ে ভাল ক'রে চারিদিক্ একবার খুঁজতে হবে।

রূপালীর পুনঃ প্রবেশ।

রূপালী। এই নিন্ জল খান।

বীরবল। দাও। আরে রূপালী যে, কেমন আছিস? বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছিস্ তো?

রূপালী। আপনাদের অত্যাচারে অবন্তিপুরের সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে উঠে এসে আমরা এইখানেই বাস করছি। নিন, জল খেয়ে নিন।

বীরবল। হ্যাঁ, এই যে খাচ্ছি। (পান করিয়া) আঃ! পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল; তোর দেওয়া জলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'লো।

রূপালী। আর একটু জল আন্‌বো?

বীরবল। না, আর দরকার নেই। তুই একটু দাড়া না যাইবি। অনেকদিন তোকে দেখিনি—মনের সুখে কথা বল্‌তে পাইনি। আজ প্রাণখুলে তোর সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে যাই।

রূপালী। অবন্তিপুরের মত এখানেও যদি আমায় জালাতন করেন, আপনাকে বিপদে পড়্‌তে হবে।

বীরবল। তা হয় হবে। ভাল মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বল্‌তে হ'লে একটু আধটু বিপদে পড়্‌তেই হয়।

রূপালী। আচ্ছা, আপনি তো দিনরাত একগাদা মেয়েমানুষ নিয়ে প'ড়ে থাকেন, তবু আমায় ভুলতে পারছেন না কেন?

বীরবল। সেটা তুই বুঝতে পারবি না। যে পুরুষের চোখ মেয়েমানুষ চেনে—সে তোর মত জোয়ানীকে দেখ্‌লে আর চোখ ফেরাতে পারে না। ভগবান তোকে এমনি গড়ে পিঠে তৈরী করেছেন যে, তোকে দেখ্‌লে আর ভোলা যায় না। আয়, এদিকে আয়।

কপালী। আমি যাবো না, মার খাবার সখ থাকলে আপনি এদিকে আস্থন।

বীরবল। তোর হাতে মার খাওয়া ভাগ্যের কথা।

কপালী। আচ্ছা, আপনারা কি মনে করেন, ছোটলোকের মেয়েদের কোন ইজ্জৎ নেই?

বীরবল। ভদ্রলোকের ছেলেদের মন যোগালেই ছোটলোকের মেয়েদের ইজ্জৎ বেড়ে যায়।

কপালী। না ভদ্রলোক মশাই। জান্‌বেন—মেয়েদের ইজ্জৎ একবার গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না।

বীরবল। দূর, ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে তুই এখন আমার সঙ্গে আয়। (হাত ধরিল)

কপালী। খাঁটি ভদ্রলোকের বাচ্ছা হ'লে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কথা বল্‌বেন।

বীরবল। তোর জন্য এত কষ্ট ক'রে এতদূর এসে কি তোকে ছেড়ে যেতে পারি? আয়—আমার সঙ্গে চ'লে আয়।

কপালী। তবে রে! (গালে চড় মারিল)

বীরবল। ও তুই যত পারিস্ মার্। পেটে খেলে পিঠে স'য়ে যাবে।

নারায়ণসিংহের প্রবেশ।

নারায়ণ। চাব্‌কে পিঠের ছাল তুলে দিলে সইতে পার্‌বে তো?

(চাবুক মারিল)

বীরবল। আঃ! কে রে?

নারায়ণ। হাতটা ছেড়ে দিয়ে কথা বল্।

বীরবল। কে তুমি?

কপালী। উনি এ রাজ্যের কুমার বাহাদুর।

নারায়ণ। আর তোমার যম। কি, প্রেম জমেছে, না আর একটু জমিয়ে দেবো?

বীরবল। তুমি তো বড় অসভ্য লোক দেখ্‌ছি। বলা নেই—কওয়া নেই, ফস্‌ ক'রে ভদ্রলোকের গায়ে চাবুক মার্‌লে কেন?

নারায়ণ। তুমি ভদ্রলোক নাকি? মেয়েদের হাত ধ'রে যারা টানাটানি করে, আমি তো জানি, তারা ইতরের চেয়েও ছোটলোক।

বীরবল। কি অভদ্রের মত যা-তা বল, তার ঠিক নেই। জান আমি কে?

নারায়ণ। তুমি আমার শালা-সম্বন্ধী নও, তাই তোমার কুশল-সমাচার নিয়ে আমি সময় নষ্ট কর্‌তে চাই না।

কপালী। উনি অবন্তিপুর রাজ্যের সেনাপতি। মহারাজ চণ্ড-সিংহের শালা।

নারায়ণ। ও, তাই নাকি? তাহ'লে তো উনি আমাদের মহামান্য অতিথি। সুতরাং অতিথিসৎকারের রীতিমত আয়োজন করা উচিত।

বীরবল। এই, সাবধান! মনে থাকে যেন, আমার কাছেও অস্ত্র আছে।

নারায়ণ। ও অস্ত্রে বেশ ভাল ক'রে শাণ দেওয়া আছে, না ভোঁতা? যদি ভোঁতা হয় তো বল, আমি না হয় একখানা অস্ত্র ধার দিচ্ছি।

বীরবল। খবরদার! একবার মেরেছ সে না হয় ক্ষমা কর্‌তে পারি, ফের যদি গোলমাল কর, তোমায় বিপদে পড়্‌তে হবে।

নারায়ণ। আমি বাঘ-ভালুক নিয়ে সর্ব্বদাই বিপদে প'ড়ে আছি। আমায় বিপদের ভয় দেখিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না।

বীরবল। যাও, তোমায় দয়া ক'রে ক্ষমা কর্‌লুম, এখান থেকে স'রে পড়।

নারায়ণ। আমি স'রে যাবো, আর তুমি এই মেয়েটাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে? তোমার এতখানি বর্ব্বরতার প্রশ্রয় আমি দেবো না বন্ধু!

বীরবল। কি, যাবে না? তবে মর—(আক্রমণ ও নারায়ণসিংহ সহ যুদ্ধে বীরবল পরাজিত হইল)

নারায়ণ। কি বীরবর! অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালে কেন?

বীরবল। আমি পরাজিত। তুমি আমায় বন্দী করতে পার।

নারায়ণ। তোমার যুক্তি নিয়ে আমি কিছু করবো না। (বীরবলের অস্ত্র কুড়াইতে গেল)

বীরবল। তোমায় আর কিছু করতে দেবো না। (ছুরিকাঘাতে উদ্যোগ)

রূপালী। কুমার বাহাদুর! শয়তান।

নারায়ণ। (ছুরি কাড়িয়া লইয়া) তবে রে শয়তান! রূপালি! দড়ি নিয়ে আয়, শয়তানটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলি। এতদিন বনের জানোয়ার নাচিয়ে এসেছি, আজ মানুষ-জানোয়ারকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চাবুক মেরে নাচিয়ে দেখ্‌বো কেমন মজা পাওয়া যায়। যা—দড়ি নিয়ে আয়।

রূপালী। ওকে ছেড়ে দিন কুমার বাহাদুর! ও যাই হোক্ একটা রাজ্যের সেনাপতি; ওকে মার্‌লে অবন্তিপুররাজের সঙ্গে শ্রীপুরের যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

নারায়ণ। বাধুক্। যুদ্ধের ভয়ে আমি একটা নারী-লোলুপ

শয়তানকে ছেড়ে দেবো না। আমি আজ ওকে বাঁদর-নাচ নাচিয়ে ছাড়্বো।

কপালী। আপনি যুদ্ধের জন্য ভয় পেতে না পারেন, কিন্তু যুদ্ধ বাধলে আপনার পিতার ক্ষতি হ'তে পারে, শ্রীপুর রাজ্যের প্রজাদের ক্ষতি হ'তে পারে।

নারায়ণ। ও, যুদ্ধ বাধলে বাবার ক্ষতি হ'তে পারে?

কপালী। হ্যাঁ ; তাই বল্ছি, ওকে ছেড়ে দিন।

নারায়ণ। আচ্ছা, তোর কথাই থাক্। (বীরবলকে) তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তবে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

বীরবল। কি কাজ?

নারায়ণ। মানুষ হ'য়ে যার উপর পশুর মত অত্যাচার করতে এসেছিলে, তাকে তোমায় মা ব'লে প্রণাম করতে হবে।

বীরবল। আমার জীবন থাকতে একটা জংলী মেয়েকে আমি প্রণাম করতে পারবো না।

নারায়ণ। আমার এই চাবুক দিয়ে তোমায় প্রণাম করিয়ে নেবো।

(চাবুক আঘাত)

বীরবল। কি অসভ্যের মত একশবার চাবুক মার তার ঠিক নেই।

নারায়ণ। (ঘাড় ধরিয়া) মাথা নিচু ক'রে বল, মা।

বীরবল। আরে, লাগে যে, একটু আস্তে ধর না।

নারায়ণ। বল—মা।

বীরবল। আচ্ছা, মা! (প্রণাম করিল)

নারায়ণ। যাও, যে পথে এসেছিলে, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাও। ভুলেও যেন আর কোনদিন এ রাজ্যে এসো না।

বীরবল। (অস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া) আমায় হাতে পেয়ে যে অপমান

করলে, একথা আমি কোনদিন ভুলবো না। আমি যদি ক্ষত্রিয় হই, এর সুদ সমেত আদায় ক'রে নেবো।   [প্রস্থান।

রূপালী। আমার জন্যই বুঝি আপনি ওই মানী লোকটাকে অপমান করলেন ?

নারায়ণ। ঠিক তোর জন্য নয়, অন্যায় সহ্য করতে পারি না ব'লেই আমি মানুষকে চাবুক মারি।

রূপালী। আজ বুঝতে পারলুম, সত্যই আপনি আমায় ভালবাসেন।

নারায়ণ। এ্যাঁ! ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোকে আমি ভালবাসি রূপালি! ঠিক মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাসি।

রূপালী। না কুমার বাহাদুর! সে ভালবাসা নয়—

নারায়ণ। ভালবাসা আবার কত রকমের হয় রে ?

রূপালী। বনের শুক-সারীর মত ভালবাসার কথা বলছি—

নারায়ণ। তার মানে ?

রূপালী। মানে আপনি হবেন আমার সোয়ামী—

নারায়ণ। খবরদার—(চাবুক আঘাত)

রূপালী। আঃ—

নারায়ণ। ওকথা আর একবার উচ্চারণ করলে আমি তোর জিভ ছিঁড়ে নেবো।

রূপালী। এই বুঝি আপনার মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাসা হ'চ্ছে ?

নারায়ণ। হ্যাঁ; ছোট বোন অন্যায় করলেই বড় ভাইয়ের হাতে তাকে মার খেতে হয়।

রূপালী। আপনি যদি আমায় বোনের মত ভালবাসেন, তবে আমার দিকে চেয়ে শিস্ দিয়ে হাসেন কেন ?

নারায়ণ। ওটা ভাই-বোনের মধুর রসিকতা। এতদিনে তাও যদি না বুঝে থাকিস্, এই চাবুক দিয়ে আরও ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কপালী। না—না, মারবেন না, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

নারায়ণ। বুঝতে পেরেছিস্ তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, শোন্, মধু খেতে আমি ভালবাসি। আমার জন্য জঙ্গল থেকে মৌচাকের মধু এনে রাখ্‌বি। কাল সকালে শিকারে যাবার আগে যদি মধু না পাই, তাহ'লে আবার তোকে চাবুক খেতে হবে।

কপালী। ওঃ! ভারী একেবারে ইয়ে! উনি আমায় কথায় কথায় চাবুক মারবেন, আর আমি মৌমাছির কামড় সহ্য ক'রে জঙ্গল থেকে ওনার জন্য মধু ভাঙ্গতে যাবো!

নারায়ণ। ও, মধু ভাঙ্গতে পারবি না?

কপালী। না, আমি পারবো না—

নারায়ণ। আচ্ছা, যাস কিনা দেখ্‌ছি! (চাবুক দেখাইল)

কপালী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি যাবো—আমি মধু ভাঙ্গতে যাবো—

নারায়ণ। হ্যাঁ, এই চাবুক মনে থাকে যেন। হাবিলদার, মেরি তাজি ঘোড়ে তৈয়ার কর। আচ্ছা, আজ চলি। কাল সকালে আবার আস্‌বো—কেমন?

[প্রস্থান।

কপালী। আমাকে দিয়ে জঙ্গল থেকে মধু ভাঙ্গাবে, আর কল্যাণীর সঙ্গে প্রেম করবে, সে আমি সহ্য করবো না। আগে বাঘকে দিয়ে কল্যাণীকে রাজবাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলি, তারপর তোমায় পাই কিনা দেখে নেবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অবন্তিপুর—প্রাসাদ।

ছিন্ন মলিনবেশে রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—খোকা! পাগলা বাবা বলেছে, খোকা রাজবাড়ীতে আছে। এই তো রাজবাড়ী। এইখানেই আমার খোকা আছে। খোকা—খোকা!

চণ্ডসিংহের প্রবেশ।

চণ্ডসিংহ। রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের মধ্যে চিৎকার করছে কে? কে তুমি?

রাজ্যেশ্বরী। আমি একজন ভিখারিণী।

চণ্ডসিংহ। রাত্রে ভিক্ষা পাওয়া যায় না, একথা জান না?

রাজ্যেশ্বরী। জানি—

চণ্ডসিংহ। একথা জেনেও রাত্রে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছ কেন?

রাজ্যেশ্বরী। আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি।

চণ্ডসিংহ। মিথ্যাকথা! রাতের অন্ধকারে তুমি প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে প্রাসাদে চুরি করতে এসেছ।

রাজ্যেশ্বরী। না—না, আমি চুরি করতে আসিনি। পাগলা বাবা বলেছিলেন—"আমার খোকা রাজবাড়ীতে আছে; বিশ বছর পরে তুমি তার দেখা পাবে"। আমি বিশ বছর ধ'রে তাকে দেখ্‌বার জন্য দড়িতে গেরো বেঁধে রেখেছি। গুণে গুণে দেখেছি, বিশ বছর পার

হ'য়ে গেছে। তাইতো আমি তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এই রাজবাড়ীতে এসেছি।

চণ্ডসিংহ। চুরি করতে এসে ধরা প'ড়ে গিয়ে এখন পাগলামি হ'চ্ছে? পাগল সিধে করতে আমি জানি। এই, কে আছ? আমার চাবুক। রাত্রে চুপি চুপি প্রাসাদে চুরি করতে আসার মজা দেখাচ্ছি।

চাবুক লইয়া প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। হুজুর। চাবুক—

[চাবুক দিয়া প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। (চাবুক লইয়া) বল, কেন তুমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছ?

রাজ্যেশ্বরী। আপনি বিশ্বাস করুন—আমি চুরি করতে আসিনি। আমি মা, আমার হারানো ছেলেকে খুঁজতে এসেছি।

চণ্ডসিংহ। ও—এখনো মিথ্যাকথা। (চাবুক আঘাত)

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—খোকা! (পড়িয়া গেল)

চণ্ডসিংহ। এখনও বলছি সত্যকথা বল? সত্যকথা না বললে চাবুকে তোমার পিঠের ছাল তুলে নেবো। (পুনঃ চাবুক আঘাত)

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। সাবধান মহারাজ! তোমার চাবুক আর একবার যদি এই নারীর পিঠে পড়ে, তোমার রাজ্যটাই আমি শ্মশান ক'রে দেবো।

চণ্ডসিংহ। তুমি আবার কে?

রাজ্যেশ্বরী। বাবা! আমি এখানে এসেছি, আপনি জানলেন কি ক'রে?

ধীরে। তুই কখন কোথায় যাস—দেখবার জন্য আমি বিশ বছর ধ'রে ছায়ার মত তার পাশে পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

চণ্ডসিংহ। ও, তুমিই দলের সর্দার? মেয়ে গোয়েন্দা দিয়ে সন্ধান নিয়ে তুমি আমার প্রাসাদে ডাকাতি করতে চাও? তুমি ডাকাত।

ধীরে। ডাকাত আমি নই, তুমি।

চণ্ডসিংহ। আমি?

ধীরে। হাঁ, তুমি। রাজকরের নামে গরীব প্রজাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পয়সা কেড়ে নিয়ে—তাদের রক্ষা না ক'রে যারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তারাই তো পৃথিবীর সেরা ডাকাত।

চণ্ডসিংহ। জান, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছ?

ধীরে। খুব জানি। নারী-নির্যাতনকারী লম্পট পিশাচ অবন্তি পুররাজ চণ্ডসিংহের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

চণ্ডসিংহ। সাবধান ভণ্ড সন্ন্যাসি!

ধীরে। গায়ের জোরে মানুষ মারা যায়, সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না।

রাজ্যেশ্বরী। ওসব কথা থাক্ বাবা! আমার খোকা কোথায়?

ধীরে। তোর খোকা এখানে নেই মা—

রাজ্যেশ্বরী। আপনি যে বলেছিলেন, আমার খোকা রাজবাড়ীতে আছে।

ধীরে। সে রাজবাড়ী এখানে নয়—শ্রীপুরে।

রাজ্যেশ্বরী। শ্রীপুর! আমি শ্রীপুরেই চল্লুম বাবা—

চণ্ডসিংহ। দাঁড়াও। তোমরা আমার বিনা আদেশে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছ, সেই অপরাধে তোমরা আমার বন্দী। এই, কে আছ?

প্রহরীর প্রবেশ।

চণ্ডসিংহ। এই ভণ্ড সন্ন্যাসী আর নারীকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিয়ে যাও।

প্রহরী। (বন্দী করিতে উদ্যত হইল।)

রোঘোর প্রবেশ।

রোঘো। (বাধা দিয়া) এই! আমি থাকতে তুই বন্দী করবি কি রে? তুই তোর কাজে যা।

প্রহরী। মহারাজ!

চণ্ডসিংহ। আচ্ছা, তুমি যাও। (প্রহরীর প্রস্থান) এই, তুমি এদের বন্দী কর।

রোঘো। কি দিয়ে বন্দী করবো মহারাজ?

চণ্ডসিংহ। এদের লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী ক'রে কারাগারে নিয়ে যাও।

রোঘো। এদের লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী ক'রে কারাগারে রাখা যাবে না মহারাজ! এদের ফুলের মালা দিয়ে বন্দী ক'রে মন্দিরে রাখ্‌তে হয়।

চণ্ডসিংহ। কে—কে তুমি?

রোঘো। আমি মায়ের চাঁড়াল ছেলে।

চণ্ডসিংহ। ও, ভোজবিদ্যাবলে তোমরা আমায় যাদু ক'রে পালাতে চাও? পারবে না সন্ন্যাসি! আমার এই চাবুকেই আমি তোমায় শরাশায়ী ক'রে দেবো।

রাজ্যেশ্বরী। না—না, ওনাকে চাবুক মারবেন না, তাহ'লে আপনার সর্ব্বনাশ হবে। আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি, যত ইচ্ছা মারুন।

ধীরে। ওরে মা! ছেলের সামনে মাকে চাবুক মারতে পারে,

এমন শক্তিমান পুরুষ আমি এ রাজ্যে দেখ্তে পাই না! স্নেহে অন্ধ হ'য়ে তুই যেখানে সেখানে ছুটে যাস্, তাইতো বাধ্য হ'য়ে আমায় এইসব অমানুষদের সাম্নে আস্তে হয়।

চণ্ডসিংহ। আমি অমানুষ?

ধীরে। তুমি অমানুষ কিনা নিজেই একদিন বুঝ্তে পার্বে। আজ যে নারীকে চাবুক মেরেছ, একদিন তোমাকে তারই পায়ের তলায়···না—না, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমাদের অনধিকার প্রবেশের জন্য আমরাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

রাজ্যেশ্বরী। আমি ভুল ক'রে এখানে এসেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ। আর আমি কখনো এখানে আস্বো না। আমার খোকা শ্রীপুরে আছে, আমি সেই শ্রীপুরেই যাবো। খোকা!

[প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। না—না, ও নারীকে আমি যেতে দেবো না। আমিই ওকে বন্দী কর্বো।

ধীরে। সাবধান মহারাজ! আর এক পা অগ্রসর হ'লে এইখানেই তোমার সব পাপের চরম মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

চণ্ডসিংহ। সন্ন্যাসি—

ধীরে। ওকি! তোমার মুখখানা অমন শুকিয়ে গেল কেন মহারাজ? আমার দিকে চেয়ে কি জিজ্ঞাসা কর্ছো? তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর, সেইখানেই উত্তর পাবে। মায়ের দয়ায় মানুষের মনের অগোচরে কোন পাপ থাকে না।

[প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। ওকি সত্যই সন্ন্যাসী? না—না, ও যাদুকর। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমায় যাদু ক'রে চ'লে গেল। আমি ওকে যেতে দেবো না।

ওই ছলনাময়ী নারীকে বন্দী ক'রে রাখ্লেই ওকে আস্তে হবে। তাই আগে ওই নারীকে বন্দী করতে হবে।

গীত।

যোগে।—

সাবধান।
জীবনের মায়া থাকে যদি তব
হ'য়ো নাকো আগুয়ান।
মহাশক্তির সাধকপ্রবর
ঘিরিয়া রয়েছে যারে,
কোন্ শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে
তুমি বাঁধিবে তারে,
মায়ের দয়ায় তব অযুত সেনার অভিযান
নিমেষে দলিবে মায়ের সন্তান॥

[প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। কিসের অন্যায়—কিসের পাপ? পিতার শেষ আদেশ অমান্য ক'রে ভাই ধীরসিংহকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি ব'লে সেই বুঝি ওই যাদুকর সন্ন্যাসীর কাছে আশ্রয় নিয়েছে? না—না, সে তো বহুকাল চ'লে গেছে। তবে কি—না, ওসব কিছু নয়। সব ভোজবাজী।

বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। মহারাজ!

চণ্ডসিংহ। একি! সেনাপতি? এত রাত্রে—কি সংবাদ?

বীরবল। শ্রীপুররাজ আপনার পত্রের উত্তর দিয়েছেন।

চণ্ডসিংহ। কি লিখেছেন?

বীরবল। লিখেছেন, তিনি আমাদের পলাতক প্রজা বাঘাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

চণ্ডসিংহ। কারণ?

বীরবল। কারণ শ্রীপুররাজ বলেন যে, দুদিন পরে অবন্তিপুর রাজ্যটাই তাঁদের হ'য়ে যাবে, তখন ক'টা দিনের জন্য আর বাঘাকে ফিরিয়ে দেবো কেন?

চণ্ডসিংহ। আমি বেঁচে থাকতে শ্রীপুররাজের সে আশা পূর্ণ হবে না।

বীরবল। আপনি যে বেঁচে আছেন, তার প্রমাণ কোথায়? শ্রীপুররাজ বাঘার জংলী ভাইদের সাহায্যে আপনার সীমান্তের শীরপুর জঙ্গল কেটে আবাদী জমিতে পরিণত ক'রে নিচ্ছে।

চণ্ডসিংহ। তোমরা বাধা দিলে না কেন?

বীরবল। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলুম. কিন্তু তার সেই গোয়ার ছেলেটা ছুটে এসে আমার ঘাড়টা ধ'রে আড়াই পাক ঘুরিয়ে দিলে।

চণ্ডসিংহ। তোমার না আছে বীরত্ব—না আছে দেহে বল। তোমার নাম বীরবল কে রেখেছিল বল ত?

বীরবল। দিদিমা।

চণ্ডসিংহ। দিদিমা?

বীরবল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ভবিষ্যতে একজন বীরপুরুষ হবো বুঝতে পেরে আগে থেকে আমার নাম রেখেছিল বীরবল।

চণ্ডসিংহ। তুমি একটি অপদার্থ, তাই শ্রীপুরের যুবরাজের হাতে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এলে।

বীরবল। আগে থেকে রেগে যাচ্ছেন কেন? ব্যাপারটা আগে

বিবেচনা ক'রে দেখুন। পিছন থেকে এসে কেউ যদি ভদ্রলোকের ফস্ ক'রে ঘাড় ধ'রে ফেলে, সে কি করতে পারে, বলুন ?

চণ্ডসিংহ। তোমার অস্ত্র দিয়ে তুমি তার মাথাটা কেটে ফেল্‌তে পার্‌লে না ?

বীরবল। সে চেষ্টাও করেছিলাম, না পার্‌লে কি কর্‌বো ?

চণ্ডসিংহ। তোমার সঙ্গে সৈন্য ছিল না ?

বীরবল। ছিল। তারা একটু দূরে গাছতলায় ব'সে হাওয়া খাচ্ছিল।

চণ্ডসিংহ। তোমাকে পাঠানোই আমার ভুল হয়েছে।

বীরবল। যাকেই পাঠান, ঘাড়ে ভাল ক'রে তেল মালিশ ক'রে যেতে বল্‌বেন। ফস ক'রে আড়াই পাক ঘুরিয়ে দিলে যেন ঘাড়ের খিল খুলে না যায়।

চণ্ডসিংহ। এবার আমি নিজে যাবো।

বীরবল। ব্যাস্—ব্যাস্। তবে তো আর কোন চিন্তা নেই! একেবারেই যা হয় একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাবে।

চণ্ডসিংহ। আমার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশকারী উদ্ধত শ্রীপুর-রাজকে এমন সাজা দেবো, যা দেখে তার প্রজাগণ ভয়ে শিউরে উঠ্‌বে।

বীরবল। আর তার সেই গোয়ার ছেলেটাকেও ধ'রে আনতে হবে।

চণ্ডসিংহ। না, তাকে শ্রীপুরের মাটিতেই বলি দিয়ে আস্‌বো। আর তার পিতাকে বন্দী ক'রে শ্রীপুর রাজ্যটাকে আমি শ্মশান ক'রে দেবো।

[প্রস্থান।

বীরবল। উঃ! ছোঁড়ার কি কড়া হাত রে বাবা! ঘাড়টা এখনো টন্‌টন্ করছে। বাড়ীতে গিয়ে গিন্নীকে দিয়ে ভাল ক'রে তেল মালিশ ক'রে নিতে হবে। হায়-হায়, এবারটা বাজে বাজেই ঘাড়ধাক্কা খাওয়া

হ'লো—একটাও মেয়ে ধ'রে আনতে পারলুম না। যাক্, আবার যাবো—আশা ছাড়বো না।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ ।

কল্যাণীর প্রবেশ ।

কল্যাণী। যুবরাজকে দেখ্‌লে চোখ ফেরানো যায় না! এত যার রূপ, তার ভিতরটা অত কঠিন হয় কি ক'রে? আমার মনে হয়—ওঁর মনে কোথাও ক্ষত আছে। আমি—হ্যাঁ, আমি ওঁর ক্ষত সারাবার ভার নেবো।

রাঘবরায়ের প্রবেশ ।

রাঘব। নারায়ণসিংহ আছ? নারায়ণসিংহ—

কল্যাণী। না, তিনি এখনও আসেননি।

রাঘব। আরে, কল্যাণী যে! তুমি হঠাৎ একেবারে যুবরাজের খাস্ কামরায় ঢুকে পড়েছ—ব্যাপার কি?

কল্যাণী। আজ যুবরাজের জন্মোৎসব, রাণীমা বল্‌লেন যুবরাজের ঘরটা গুছিয়ে দিতে, তাই এসেছি।

রাঘব। ও! তুমি বেশ ক'নের মত সেজেছ দেখ্‌ছি, আজই তোমাদের বিয়ে নাকি?

কল্যাণী। না—

রাঘব। তবে এত সাজগোজ কেন?

কল্যাণী। রাণীমা সাজিয়ে দিয়েছেন।

রাঘব। তা বেশ করেছেন। হ্যাঁ, তোমাদের বিয়েটা হ'চ্ছে কবে?

কল্যাণী। আমি ওসব জানি না।

রাঘব। যা বাবা, যার বিয়ে তার খোঁজ নেই, পাড়া পড়শির ঘুম নেই। না—না, ওসব লজ্জা-সরম ভাল নয়। রাণীমাকে ব'লে ক'য়ে শুভকাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেল।

কল্যাণী। আমার হ'য়ে আপনি না হয় রাণীমাকে ব'লে আসুন না।

রাঘব। দেখ, তোমার নিজের কথা নিজে বলাই ভাল। যুবরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ের যখন ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে, তখন শুভকাজটা মিটে গেলেই ভাল হয়। একেই তো যুবরাজ গোঁয়ারগোবিন্দ লোক, তার উপর জংলী বাবার মেয়েটাকে নিয়ে যেরকম মাতামাতি সুরু করেছে, শেষ পর্য্যন্ত না তাকেই বিয়ে ক'রে ফেলে।

কল্যাণী। সেকি! শ্রীপুরের রাজকুমার একটা জংলী মেয়েকে বিয়ে করবে?

রাঘব। তবে আর বল্‌ছি কি? পিরীত এমন জিনিষ যে, কোন জাত-বিচার মানে না। সেই জংলী মেয়েটা যুবরাজকে এমন বশ করেছে যে, তাকে না হ'লে যুবরাজের একমুহূর্ত্তও চলে না। আমি কেবল ভাবছি, রূপালী রূপালী ক'রে যুবরাজ শেষ পর্য্যন্ত না পাগল হ'য়ে যায়।

কল্যাণী। যুবরাজ কি রূপালীকে ভালবেসেছে?

রাঘব। ভালবেসেছে কি না তুমি নিজেই বুঝে দেখ না! আজ যুবরাজের পুণ্য জন্মদিন, সারা রাজধানীতে হৈ-চৈ ব্যাপার, অথচ তার নিজেরই দেখা নেই। সে এখন সব ভুলে রূপালীর ঘরে প'ড়ে আছে।

কল্যাণী। আপনি যুবরাজের বাল্যবন্ধু। আপনি তাকে একটু বুঝিয়ে বল্‌তে পারেন না?

রাঘব। অনেক বুঝিয়েছি, কিছুতেই তাকে কায়দা করতে পারিনি। তাই তোমায় বল্‌ছি—তুমি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। তুমি আমাদের যুবরাজকে ফিরিয়ে আন।

কল্যাণী। আমি কি ক'রে ফেরাবো তাকে?

রাঘব। তোমার প্রেম দিয়ে তুমি যুবরাজকে বশ ক'রে ফেল।

কল্যাণী। ছিঃ-ছিঃ, ওকি কথা বল্‌ছেন? এখনও যে আমাদের বিয়ে হয়নি!

রাঘব। বিয়ের আগে বর যদি বেহাত হ'য়ে যায়, তুমি বিয়ে করবে কাকে? তাই বল্‌ছি—যুবরাজকে যদি বিয়ে করতে চাও, বিয়ের আগে ডগ্‌গা ব'লে তার সঙ্গে তুমি জ'মে পড, নইলে শেষ পর্য্যন্ত তোমায় পস্তাতে হবে।

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। নারায়ণসিংহ! নারায়ণসিংহ—

কল্যাণী। তিনি আজ এখনও ফেরেননি।

শ্যামরাও। ও, আচ্ছা! হ্যাঁ, এ ভদ্রলোকটিকে তো বেশ চিন্‌তে পারছি না।

রাঘব। আমি যুবরাজের বন্ধু। আমার নাম রাঘবরায়। আপনি?

কল্যাণী। উনি যুবরাজের মামা। এখানে এই প্রথম এসেছেন।

রাঘব। ও, যুবরাজের মামা? নমস্কার মামাবাবু!

শ্যামরাও। নমস্কার। কিন্তু তোমার শেষের কথাটি বাদ দাও।

রাঘব। কেন মামাবাবু?

শ্যামরাও। মামা আমি একজনের, দেশশুদ্ধ ছেলের মামা হ'তে পার্‌বো না।

রাঘব। আপনি যখন যুবরাজের মামা, তখন যুবরাজের বন্ধু-মহলের সকলেরই মামা হ'য়ে যান। তাতে আমাদের কাজের সুবিধা হ'য়ে যাবে।

শ্যামরাও। না হে—না; মামা হওয়া খুব সোজা নয়। তোমার মামা হ'তে হ'লে তোমার বাবাকে বোন দিতে হবে। আমার একটি মাত্র বোন, যুবরাজের বাবাকে দিয়ে ফেলেছি। ব্যাস্, বোন ফুরিয়ে গেছে। এখন তোমার বাপকে কি দিয়ে পূরণ করবো?

রাঘব। আচ্ছা, আপনাকে আর বোন দিতে হবে না। আপনি আমার মায়ের ভাই হ'য়ে যান।

শ্যামরাও। ভাই পাওয়া খুব সস্তা নয়। মুখে বল্‌লেই আমি তোমার মায়ের ভাই হ'য়ে যাবো না। ভাইদ্বিতীয়ার দিন ভালমন্দ খাইয়ে নূতন কাপড় দিয়ে ভাই পাতাতে হয়।

রাঘব। ঠিক আছে, কালই আমাদের বাড়ী আপনার নেমতন্ন থাক্‌লো। আপনাকে খাইয়ে মাকে দিয়ে কাপড় দিয়ে মায়ের ভাই পাতিয়ে নেবো। তাহ'লেই আপনি আমার মামা হ'য়ে যাবেন।

শ্যামরাও। বাবা, তুমি বেশ চালু ছোক্‌রা দেখছি হে! তা এখানে ঘুর ঘুর করছো কি মনে ক'রে? এটিকে সবাবার তালে আছ নাকি?

রাঘব। ছিঃ-ছিঃ, কি যে বলেন! কল্যাণী যে দূর সম্পর্কে আমার বোন হয়।

শ্যামরাও। তাই নাকি? তোমাদের কথাগুলো ভাই-বোনের মত মনে হ'লো না—যেন প্রেমিক-প্রেমিকার মত মনে হ'লো যে।

রাঘব। দেখুন, আপনি প্রায় আমাদের সম-সাময়িক লোক, তাই আপনাকে বল্‌তে লজ্জা নেই। আমাদের প্রেম-ভালবাসার কোন ভেতর-বার নেই। ওসব বিষয় আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি।

শ্যামরাও। ভাল—ভাল। এরূপ উদার মনোভাব সমাজের মঙ্গল।

রাঘব। এই দেখুন, আপনি এ যুগের লোক, তাই আমার কথাটাকে সমর্থন ক'রে নিলেন। কোন বুড়ো হাবড়া হ'লে এই ব্যাপারটাকে কুনজরে দেখ্‌তো। আচ্ছা কল্যাণি, তাহ'লে আমি এখন চলি। তোমায় যা বল্‌লাম তার যেন কোন নড়চড় না হয়। আচ্ছা, চলি মামাবাবু! নমস্কার।

[প্রস্থান।

শ্যামরাও। কল্যাণি, এ ছোকরাটি এখানে কতদিন যাতায়াত করছে?

কল্যাণী। উনি যুবরাজের বন্ধু। আমি ছেলেবেলা থেকেই ওকে এখানে দেখ্‌ছি।

শ্যামরাও। ওকে তোমার কেমন মনে হয়?

কল্যাণী। দেখ্‌লে তো ভালই মনে হয়! ভিতরে কি আছে তা তো জানি না।

একজন পুরনারীর হস্তে একখানি সাজানো থালা সহ মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়াবতী। এই যে কল্যাণী! তুমি এখানে, আর আমি তোমায় সারা প্রাসাদ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কল্যাণী। আপনি আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন? আমায় ডেকে পাঠালেই আমি যেতাম।

মায়াবতী। আজ কি আমি তোমায় ডেকে পাঠাতে পারি? আজ আমার একমাত্র ছেলের জন্মোৎসব। তুমি আমার সেই ছেলের বৌ হবে। আজকের দিনে শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদে আমার চেয়ে তোমার সম্মান বেশী।

কল্যাণী । ওকথা ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না মহারাণি !

মায়াবতী । আবার 'মহারাণি' ! আমি তোমায় ব'লে দিয়েছি না মা ব'লে ডাক্‌তে ? এসো—এগিয়ে এসো, শাঁখা পরিয়ে ধান-দুর্ব্বা দিয়ে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই ।

কল্যাণী । কিসের আশীর্ব্বাদ ?

শ্যামরাও । তোমাদের বিয়ের আশীর্ব্বাদ গো ! দু'পক্ষের কর্ত্তাদের অনেক ভজন-টজন দিয়ে তবে এই পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছি ।

মায়াবতী । সত্যি ভাই ! তুমি এ সময় এখানে না এলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হ'তো না । আমি তো ছেলের কাছে কোনদিন বিয়ের কথা পাড়তেই সাহস পেতাম না । ওই ছেলেকে তুমি যে বিয়েতে রাজি করিয়েছ, সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই । কই—এদিকে এগিয়ে এসো কল্যাণি !

কল্যাণী । ওর জন্য ব্যস্ত হবার কি আছে ? ও পরে হবে ।

মায়াবতী । না—মা, আর পরে নয় । পাগলা ছেলেটাকে আমি একা আর সামলাতে পারছি না । তাই তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত হ'তে চাই । কই হাত দুখানি দেখি । (অগ্রসর)

কল্যাণী । না রাণি-মা, এখন থাক্‌ ।

মায়াবতী । না, আজ আমার ছেলের জন্মোৎসব, ভাল দিন, আজই আমি ছেলের ভাবী বৌকে আশীর্ব্বাদ ক'রে রাখ্‌বো ।

কল্যাণী । আপনার ছেলে আমার মত মেয়েকে বিয়ে করবেন কিনা আগে জানুন । তারপর আমায় আশীর্ব্বাদ করবেন । তিনি যদি আমায় বিয়ে করতে না চান্‌, শুধু শুধু আশীর্ব্বাদ ক'রে লোক হাসিয়ে লাভ কি বলুন ?

শ্যামরাও । যা ভেবেছি, ঠিক তাই । কামড়েছে দিদি, কামড়েছে ।

মায়াবতী। কিসে কামড়েছে? সাপে?

শ্যামরাও। সাপে কামড়ালে সে বিষ নামে, কিন্তু মানুষে কামড়ালে সে বিষ একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে যায়। শিবের বাবাও সে বিষ নামাতে পারে না।

মায়াবতী। তোমাব কথা আমি বুঝতে পারছি না ভাই!

শ্যামরাও। এ তো সোজা কথা দিদি! আমি তোমার বাড়ী এসে এত কষ্ট ক'বে যে বিয়েটা পাকাপাকি ব্যবস্থা কবলুম, ভাল লোকে মেয়েটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে এমন ভাল ভাল কথা ব'লে গেল—যাতে যুবরাজের উপর ওব মন বিষিয়ে গেছে।

মায়াবতী। এখন উপায় কি শ্যামরাও?

শ্যামবাও। ঘর সামলাও দিদি—ঘব সামলাও। তোমার পাকা ঘবে গর্ত্ত কেটে ইঁদুব ঢুক্ছে, সেই ইঁদুবই সাপ ডেকে এনে তোমায় একেবারে ঘবছাড়া ক'রে দেবে।

মায়াবতী। তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাই?

শ্যামবাও। ইঁদুরটা কোথা থেকে গর্ত্ত কাটছে সন্ধান নিতে যাচ্ছি। জেনে রেখো দিদি, ইঁদুর ব্যাটা যত চালাকই হোক্, গোখরো সাপের চোখ এড়িয়ে সে এক পাও যেতে পাববে না।

[প্রস্থান।

মায়াবতী। এসো কল্যাণি, আমাব আশীর্ব্বাদ নাও।

কল্যাণী। আপনাব আশীর্ব্বাদ আমি জীবনভোর নিয়ে এসেছি, আজও নেবো। কিন্তু আপনার ছেলের বৌ হবার জন্য ফাঁকা আশীর্ব্বাদ আমি নেবো না।

মায়াবতী। এত স্পর্দ্ধা তোমার! আমার মুখের উপর এই কথা উচ্চারণ কবতে সাহস কর?

কল্যাণী। যা সত্য, তাই বল্‌ছি রাণি-মা! আপনাকে আমি মায়ের মত শ্রদ্ধা করি। তাই ব'লে আপনার ভয়ে একটা মিথ্যাকে আমি মাথা পেতে গ্রহণ কর্‌বো না।

মায়াবতী। একফোঁটা মেয়ে খুব বড বড কথা বল্‌তে শিখেছ দেখ্‌ছি। দাড়াও—আজই আমি তোমায় শাসন ক'রে দিচ্ছি।

নারায়ণসিংহের প্রবেশ।

নারায়ণ। কাকে শাসন কর্‌বে মা?

মায়াবতী। তোমাকে—

নারায়ণ। কেন মা? আমি তো তোমার কাছে কোন অন্যায় করিনি!

মায়াবতী। তুমি অন্যায় কর্‌বে কেন বাবা? তোমার মা হ'য়ে আমিই অন্যায় করেছি। আজ তোমার শুভ জন্মদিন। সারা রাজধানীতে হৈ-চৈ ব্যাপার! আমি মা, ঘরে নানা আয়োজন ক'রে উপবাসে ব'সে আছি, অথচ সকাল থেকে তোমার দেখা নেই!

নারায়ণ। ওহো! আজ আমার জন্মদিন? দেখ দেখি, কথাটা আমার একেবারে মনেই ছিল না। আর থাক্‌বেই বা কি ক'রে? সকাল থেকে হরিণটা যা ঘুরিয়েছে, তাতে নিজের নামই মনে ছিল না। ভাগ্যিস্ রূপালী একটু সাহায্য কর্‌লে, তাই হরিণটা মারা পড্‌লো; তা না হ'লে যে ব্যাপার ঘটেছিল, আজ সারাদিনই হয়তো বাড়ী ফেরা হ'তো না।

মায়াবতী। আজ থেকে তোমায় শিকারে যাওয়া বন্ধ কর্‌তে হবে।

নারায়ণ। ওরে বাবা! সে আমি পার্‌বো না। আমি বরং বাড়ী আসা ছাড়্‌তে পারি, তবু শিকারে যাওয়া ছাড়্‌তে পার্‌বো না।

কল্যাণী। কি ক'রে ছাড়বেন বলুন? সেখানে যে মধু আছে।

নারায়ণ। সত্যি কথা কল্যাণি! বনের খাটি মধু বড় চমৎকার। জান মা, আমি মধু খেতে ভালবাসি ব'লে রূপালী রোজ মৌমাছির কামড় সহ্য ক'রে আমার জন্য বন থেকে মধু এনে রাখে। মধু খাবে কল্যাণি? ঠিক আছে। কাল আমি তোমায় এক হাঁড়ি খাটি মধু এনে দেবো।

মায়াবতী। রূপালী কে?

কল্যাণী। আপনার ভাবী বৌমা—

নারায়ণ। হুঁসিয়ার! (চাবুক আঘাত।

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ! এত সাহস তোমার, আমার সামনে তুমি কল্যাণীকে চাবুক মার?

নারায়ণ। আমার সামনে অন্যায় কথা বল্‌লেই চাবুক খেতে হবে।

কল্যাণী। রূপালীকে যে আপনি ভালবাসেন, একথা অস্বীকার করতে পারেন?

নারায়ণ। চুপ রও, আর একটা কথা বল্‌লে চাবুকের সঙ্গে তোমার পিঠের চামড়াটাও তুলে নেবো।

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ! তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করবো না।

নারায়ণ। সহ্য করতে না পার, এখান থেকে চ'লে যাও।

কল্যাণী। আপনার আশীর্ব্বাদ আমি কেন নিতে চাইনি, এখন বুঝতে পারছেন রাণি-মা? যুবরাজের মনে আমার স্থান নেই। ওঁর হৃদয়-সিংহাসন জুড়ে ব'সে আছে জংলী মেয়ে রূপালী। রূপালী ওঁকে শিকারে সাহায্য করে, রূপালী ওঁকে বন থেকে মধু এনে দেয়, রূপালী ওঁর সেবা করে। আপনি আর অপেক্ষা করবেন না মহারাণি!

আপনার ছেলে যাকে ভালবেসেছেন, তাকেই আপনি বৌ ক'রে ঘরে নিয়ে আসুন। তাতে আপনি শান্তি না পেলেও উনি সোয়াস্তি পাবেন।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। আবার ঐ কথা! (চাবুক মারিতে উদ্যত)

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজেশ্বরী। খোকা—

নারায়ণ। কে?...(রাজ্যেশ্বরীকে দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

রাজ্যেশ্বরী। ছিঃ! মেয়েদের মারতে নেই, মেয়েরা যে মায়ের জাত। মেয়েদের মারলে নিজের মাকেই মারা হয়। চাবুক ফেলে দাও বাবা!

নারায়ণ। (চাবুক পড়িয়া গেল) তুমি কে?

রাজ্যেশ্বরী। আমি মা। আমি রাজরাজেশ্বরী—

মায়াবতী। নারী—

রাজ্যেশ্বরী। না—না, আমি ভিখারিণী।

মায়াবতী। তুমি পথ ভুল করেছ ভিখারিণি! অতিথিশালায় যাও, সেখানে ভাত কাপড় বিতরণ হ'চ্ছে। যুবরাজের পুণ্য জন্মদিনে কেউ সেখান থেকে বিমুখ হ'য়ে ফিরে যাবে না। তুমিও গেলেই পাবে। যাও—

রাজ্যেশ্বরী। আমি ভাত কাপড়ের কাঙালিনী নই মহারাণি! আমি এমনি একটি সম্পদের কাঙাল। এমনি একটী মুখ বিশবছর বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। তার জন্য আমি অনেক লাঞ্ছনা

ভোগ করেছি। আমার সেই হারানো সম্পদ্ অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছি। (নারায়ণসিংহের মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইল)

মায়াবতী। দূর হ'য়ে যা হতভাগিনি! (গালে চড় মারিল)

নারায়ণ। মা—

মায়াবতী। কোথাকার কোন্ ডোম-ডোগলার মেয়ে তার ঠিক নেই। শরীরে কত রোগ রয়েছে, তাই নিয়ে উনি ভালাই জানিয়ে আমার ছেলের মুখে মুখ দিয়ে চুমু খাচ্ছেন। স্পর্দ্ধা বলিহারি! যা —যা আপদ, দূর হ'য়ে যা।

রাজ্যেশ্বরী। যাচ্ছি, আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি। আমারই অন্যায় হয়েছে। দূর হতভাগি, এ ছেলে কি তোর যে তুই তার চুমু খাবি? তাকে যে তুই ডাকিনীর মহাশ্মশানে—ষাট ষাট! খোকা যে আমার বেঁচে রয়েছে।

নারায়ণ। আমার মা তোমাকে যে অপমান করেছে, সেজন্য আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইছি, আমার অপরাধিনী মাকে তুমি ক্ষমা কর।

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ—

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—খোকা—

নারায়ণ। না মা! আজ আমি তোমার ছেলে হ'তে পারলাম না। আমি যেদিন রাজা হবো, সেদিন তুমি এসো মা! তোমায় রাজসিংহাসনে বসিয়ে সন্তানের ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে তোমার সেবা ক'রে ধন্য হবো।

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—খোকা—

[প্রস্থান।

নারায়ণ। মা, এ তুমি কি করলে মা! ছেলের মা হ'য়ে ছেলে-

হারা পাগলী মায়ের গালে চড় মারলে তুমি? মা! আমি লোককে চাবুক মারি ব'লে তুমি আমায় কত উপদেশ দাও—আদর্শ দেখাও, আর তুমি আমার মা হ'য়ে এককথায় একটা ভিখারিণীকে যদি মারতে পার, তাহ'লে আমি কার আদর্শে গ'ড়ে উঠি মা?

মায়াবতী। আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি, তার জন্য কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না।

নারায়ণ। মা—

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ! আমি তোমায় দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছি, তোমায় লালনপালন করেছি, আর আজ এতদিন পরে আমার চেয়ে ওই ভিখারিণীই তোমার কাছে বড় হ'লো?

নারায়ণ। মা—মা! আমার কাছে তুমি স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী। তোমার চেয়ে বড় এজগতে আমার আর কেউ নেই মা, কিন্তু ক্ষণিকের দেখা ওই ভিখারিণীকেও আমি ভুলতে পারছি না। ওকে দেখে মনে হ'লো, ওর সঙ্গে যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ রয়েছে। ওই পাগলিনী—ওই ভিখারিণী মা আমার জন্য বুকভরা স্নেহ নিয়ে যুগ যুগ ব'সে আছে। তুমি একবার অনুমতি দাও মা, আমি ছুটে গিয়ে ওর বুক থেকে সবটুকু স্নেহসুধা লুটে নিয়ে আসি। ওই সন্তানহারা মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আসি।

মায়াবতী। না—

নারায়ণ। মা!

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ! তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি, তবে তুমি সেই অসহায় শিশু থেকে আজ পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছ। তোমার অনেক অপমান দৌরাত্ম্য আমি হাসিমুখে সহ্য করেছি শুধু তোমার মা ব'লে। আজ সেই তুমি আমার একমাত্র সন্তান হ'য়ে

আমার প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা যদি ভাগ ক'রে দিতে চাও, আমি সইতে পারবো না বাবা! আমার প্রাপ্য আমাকে দিতে হবে। অন্যের তাতে কোন অধিকার নেই।

নারায়ণ। মা!

মায়াবতী। মা তোমার দুটো নয় দশটা নয়, মা তোমার একটা, সে মা শ্রীপুর-রাজমহিষী রাণী মায়াবতী।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমিই আমার মা। কিন্তু ওই ভিখারিণী—ও আমার কে? ওর জন্য কেন মনটা কেঁদে উঠে। ইচ্ছে হ'চ্ছে ছুটে গিয়ে ওর পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে বলি, ওগো সন্তান-হারা জননি, তোমার সন্তান মরেনি,—তোমার সন্তান ঘুমিয়ে আছে এই আমারই মাঝখানে।

ধনপতির প্রবেশ।

ধনপতি। যুবরাজ! মহারাজ আপনাকে রাজসভায় যেতে বল্লেন।

নারায়ণ। আমার শরীর ভাল নয়, আমি এখন যেতে পারবো না।

ধনপতি। মহারাজের আদেশ, আপনাকে যেতেই হবে।

নারায়ণ। না ভাই, আমি যেতে পারবো না।

ধনপতি। ভাই? যুবরাজ! আপনি আমায় ভাই বল্লেন! প্রাসাদের সবাই বলেন, আপনার কথার প্রতিবাদ করলে আপনি চাবুক মারেন।

নারায়ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এতদিন আমি সকলকে চাবুক মেরে এসেছি, কিন্তু আজ একটা ভিখারিণীর কাতর অনুরোধে আমার হাতের চাবুক মাটিতে প'ড়ে গেল।

ধনপতি। সে এখানেও এসেছিল? যাক্, পাগলা বাবার দয়ায় আমার এখানে চাকরী নেওয়া সার্থক হয়েছে।

নারায়ণ। তাকে তুমি চেন?

ধনপতি। চিনি।

নারায়ণ। কোথায় পাব তাকে?

ধনপতি। সে আবার রাজপ্রাসাদে আস্‌বে।

নারায়ণ। না—না, সে আর রাজপ্রাসাদে আস্‌বে না। আমার মা তাকে অপমান ক'রে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মায়ের জন্য আমি তার কাছে বহু ঋণে ঋণী হ'য়ে গেলাম। যদি সে প্রাসাদে ফিরে না আসে, আমি কি ক'রে তার ঋণ শোধ কর্‌বো ভাই?

গীত।

ধনপতি।—

যে পথে গিয়াছে চলি,
তুলে নাও তুমি পথ হ'তে তার পদধূলি॥

নারায়ণ। না—না, শুধ্ পথের ধূলিতে আমার মন ভরবে না—

পূর্ব্বগীতাংশ।

ধনপতি।—

মন যদি চায়,
শুনো না কাহারও মানা,
দুহাতে ধরিয়া পা-দুটি তাহার
চেয়ে নিও শুধু ক্ষমা,
প্রাণভরে দিতে আশিস্ তোমায়
চেয়ে আছে আঁখি মেলি॥

নারায়ণ। সে যদি রাজপ্রাসাদে ফিরে না আসে, আমি কোথায় তাকে খুঁজে পাব ভাই?

পূর্ব্বগীতাংশ।

ধনপতি।—

তুমি কি খুঁজিবে তারে,
সারাটি জীবন খুঁজিছে তোমায়
পথে পথে ঘুরে,
আছে কত কথা—না বলার ব্যথা,
তোমারে না বলি রবে না ভুলি॥

নারায়ণ। সত্য বল্‌ছো, আমাকে সে ভুলবে না?

ধনপতি। সত্য বল্‌ছি যুবরাজ, আপনাকে সে ভুলতে পারে না। আপনার কাছে তাকে আস্‌তেই হবে।

নারায়ণ। একবার যদি আমি তাকে হাতে পাই, আর ছেড়ে দেবো না। তাকে চিরদিনের জন্য বন্দী ক'রে রেখে দেবো—

ধনপতি। যুবরাজ—

নারায়ণ। কারাগারে নয়—মন্দিরে বন্দী ক'রে রেখে দেবো আমার সতর্কদৃষ্টির মাঝখানে। সেখানে প্রতিদিন প্রভাত সন্ধ্যায় আমি তার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবো। ফুলমালা দিয়ে তাকে এমন শক্ত ক'রে বেঁধে রাখ্‌বো—যাতে সে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাঘাব কুটির।

কলসীকক্ষে রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। সকাল থেকে তিনবার জল ফেলে নদী থেকে জল আন্‌তে গেলুম, পোড়াকপালে একবারও কি আজ কুমার বাহাদুরের দেখা পেলুম না! অন্যদিন এতক্ষণ কতবার ঘোড়া ছুটিয়ে এখান দিয়ে যান। আজ কোন্ অনামুখোর মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে।

বিধুর প্রবেশ।

বিধু। কি রে দিদি, তুই যে আজ হরদম নদী থেকে জল তুল্‌ছিস? ব্যাপার কি?

রূপালী। এই দেখ্ না ভাই, কলসীটায় পা লেগে গেল। বাবা গুরুজন, জল খাবে, তাকে তো আর পা-লাগা জলটা খেতে দিতে পারি না; তাই আবার একবার গিয়ে জল নিয়ে এলুম।

বিধু। এ তো দু'বার হ'লো, ফের গেলি কেন?

রূপালী। কলসীতে ঢাকা দিতে ভুলে গেছ্‌লুম, তাই পোকা পড়েছিল।

বিধু। এবার যে নিয়ে এলি, ওতে কিছু পড়েনি তো?

রূপালী। না, এবার ভাল ক'রে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছি।

বিধু। ভুল কর্‌লি দিদি—ভুল কর্‌লি। এবারেও ঢাকা খুলে

রাখ্লেই ভাল কর্তিস। আবার কিছু প'ড়ে যেতো, তুইও নদীর ধারে যাবার সুযোগ পেতিস্।

রূপালী। যা—যা, তোকে আর প্যাকামো কর্তে হবে না।

বিধু। তিনবার কেন দিদি, তিনশ' বার জল ফেলে জল আন্তে গেলেও আজ তুই কুমার বাহাদুরের দেখা পাবি না। আজ সে এধারেই আসেনি।

রূপালী। আমি কি কুমার বাহাদুরকে দেখ্বার জন্য গেছলুম নাকি? আমি তো—

বিধু। তুই যতই সাম্লাতে যাস দিদি, ও আর হয় না। তুই ধরা প'ড়ে গেছিস্।

রূপালী। বেশ করেছি, তোর তাতে কি?

বিধু। আমার আর কি, তবে তোর বরাতে কলাটি।

রূপালী। এইবার মেরে আমি তোর ঘাড় ভেঙ্গে দেবো। (মারিতে উদ্যত হইল)

বিধু। ওরে বাবা রে—মেরে ফেল্লে রে—

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। আহা, ছোট ভাইটাকে মার্ছিস কেন রে?

বিধু। দেখ না বাবা, দিদি শুধু শুধু আমায় মার্তে আস্ছে। কুমার বাহাদুর আজ এধারে শিকারে আসেনি, তা আমি কি কর্বো? আমি কি তাকে আস্তে বারণ ক'রে দিয়েছি?

রাঘব। না—না, তুই বারণ কর্বি কেন? সে নিজেই আসেনি।

বিধু। তবে তুমি বিচার ক'রে দাও, কেন ও আমায় তেড়ে মারতে আসে?

রূপালী। বেশ করেছি মারতে গেছি। একটা কাজের নামে খোঁজ নেই, কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি গিল্‌ছে, আর সারাদিন গুলডাঁডা পিটে বেড়াচ্ছে।

বিধু। বেশ করেছি গুলডাঁড়া পিটেছি, তোর তাতে কি? তুই সকাল থেকে কি কাজ করেছিস্ আমি জানি। কেবল জল—

রূপালী। আর একটা কথা বল্‌লে তোর খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবো।

বিধু। তোর খাবার হাম্ নেহি মাংতা। হাম্ মরদ বাচ্ছা, খাটকে খায়েগা। তোর নসিব মে অষ্টরম্ভা।

রূপালী। তবে রে হতভাগা!

বিধু। মার না, মার্; মেরে একবার দেখ না। আমি বাবাকে ব'লে ভিরকুটি ভাঙ্গছি।

রূপালী। যা—যা, বল্‌গে যা।

বিধু। ঠিক আছে। এই আমি বাবার কাছে চল্‌লুম। ওগো বাবা গো, দিদি আমায় মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছে গো!

। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

রূপালী। কি রে, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস?

রাঘব। দেখ্‌ছি, রাগলে তোকে বেশ দেখায়।

রূপালী। তুই বুঝি এতক্ষণ আমাকে দেখ্‌ছিস?

রাঘব। আর কি করি বল্? তোরা ভাই-বোনে ঝগড়া কর্‌ছিস, আমি মনের সুখে সেই ফাঁকে তোকে একটু দেখে নিচ্ছি।

রূপালী। তারপর তোর খবর কি বল্?

রাঘব। খবর ভাল।

রূপালী। কি রকম ভাল, বল্ শুনি।

রাঘব। বল্‌ছি; কি খাওয়াবি আগে বল্।

রূপালী। মনের মত খবর হ'লে ভাল জিনিস খেতে পাবি।

রাঘব। ঠিক ?

রূপালী। ঠিক। বল্ কি খবর ?

রাঘব। যুবরাজের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙ্গে দিলাম।

রূপালী। কল্যাণী এখন কোথায় ?

রাঘব। এখনও সে রাজবাড়ীতে আছে।

রূপালী। দূর। তুই কোন কাজের নোস্। কল্যাণীকে তুই রাজপ্রাসাদ থেকে সরাতে পার্‌লি না ? বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার চেয়ে কল্যাণীকেই বেশী ভালবাসিস্।

রাঘব। মাইরি বল্‌ছি, আমি তাকে একটুও ভালবাসি না।

রূপালী। তবে তুই কল্যাণীকে রাজবাড়ী থেকে সরাতে পার্‌ছিস না কেন ?

রাঘব। আহা, সরাসরির কি আছে ? যুবরাজের সঙ্গে তার বিয়েটা ভেঙ্গে দিলেই হ'লো। সে কাজ আমি সেরে ফেলেছি। এখন মন খুলে তুই আমার সঙ্গে একটু প্রেম কর্।

রূপালী। অত সহজে হবে না চাঁদ! কল্যাণীকে বেঁধে এনে আমার কাছে হাজির ক'রে দিবি, তবে আমি তোর গলা জড়িয়ে ধ'রে প্রেম কর্‌বো। তুই কল্যাণীর সঙ্গেও প্রেম কর্‌বি, আর আমাকেও ঝুলিয়ে রাখ্‌বি, ওকাজে আমি রাজি নই।

রাঘব। শোন্—শোন্, একটা কথা বলি শোন্।

রূপালী। দূর—দূর, আমার সঙ্গে প্রেম করা তোর কর্ম্ম নয়। তোর সঙ্গে ভাব ক'রে ভুল করেছি। যেমন আড়ি ছিল, থাক্‌লেই ভাল ছিল। এখন আবার তোকে ভুল্‌তে দিনকতক কেঁদে মর্‌তে হবে দেখ্‌ছি।

রাঘব। আচ্ছা, কি ক'রে কল্যাণীকে রাজধানী থেকে সরানো যায়, তুই একটা যুক্তি দে।

রূপালী। তোর মাথায় একেবারে গোবর ভরা। অবন্তিপুররাজ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য শ্রীপুর রাজ্য আক্রমণ করতে তৈরী হ'য়ে আছে। কেবল আমার বাবার জন্য সোজা পথ দিয়ে আস্তে পারছে না। তুই গুপ্তপথ দিয়ে গিয়ে মহারাজ চণ্ডসিংহকে ডেকে এনে এ রাজ্যে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দে।

রাঘব। তারপর—ব'লে যা—ব'লে যা।

রূপালী। তারপর এ রাজ্যের রাজা, দেওয়ান, রাজপুরুষগণ সকলে যখন যুদ্ধে মেতে থাক্‌বে, তুই তখন কল্যাণীকে রাজধানী থেকে পাচার ক'রে দিবি।

রাঘব। হ্যাঁ, এ একটা যুক্তি বটে।

রূপালী। দেখ্, আমার মত একটা জংলী মেয়ে যা জানে, তুই তাও জানিস্ না।

রাঘব। তুই মেয়েমানুষ? দূর, আমি দেখ্‌ছি তুই পুরুষমানুষের বাবা।

রূপালী। যাঃ—(রাঘবের গালে ঠোনা দিল)

রাঘব। হায়—হায়!

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। বাঘা বাড়ীতে আছ নাকি? বাঘা—

রূপালী। না, বাবা এখনও বাড়ী আসেনি।

শ্যামরাও। (রাঘবকে দেখিয়া) আরে, তুমি? যেখানে যাই তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়, ব্যাপার কি বল দেখি?

রাঘব। আপনার সঙ্গে আমার কেমন জ'মে গেছে মামাবাবু।

শ্যামরাও। শেষেরটা এখনও বাদ থাকবে। তোমার মা এখনও আমায় নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াননি।

রাঘব। মাকে আমি আপনার কথা ব'লে ক'য়ে ঠিক ক'রে রেখেছি। এখন আপনি শুধু একটু দয়া ক'রে গেলেই সব মিটে যায়। এখুনি চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

শ্যামরাও। তুমি এখন যাবে কি ক'রে? তোমাকে এখন এখানে শ্রীমতীর মানভঞ্জন করতে হবে যে।

রাঘব। না—না, ওসব কিছু নয়। আমি এমনি এসেছিলাম।

শ্যামরাও। ওকথা বললে কি আমি শুনি, আমি যে ওকাজে ধুরন্ধর হে! ওই চাঁদবদনীদের মুখে হাসি দেখবার জন্য বাপের সর্ব্বস্ব ওদের পায়ে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এখন বোনের বাড়ী এসে ভাত খাচ্ছি।

রাঘব। ও, আপনি আমাদের দলেরই লোক।

শ্যামরাও। ঠিক তোমার দলের নই। তুমি আমার ওপর যাও। তুমি একটি লগনচাঁদা ছেলে হে! যেখানে যাও, একটি ক'রে শ্রীমতী তোমার ভাগ্যে জুটে যায়! জোয়ান বয়সে সব জায়গায় শ্রীমতী জোটা ভাগ্যের কথা।

রাঘব। আহা, দুঃখ করছেন কেন? আমি আপনার একটি শ্রীমতীর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

শ্যামরাও। না বাবাজি, আর নয়। ওকাজে আমি পেন্নাম ক'রে ইস্তফা দিয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এখন দিনকতক মনের সুখে ভোগদখল কর।

রাঘব। আপনি বেশ রসিক লোক।

শ্যামরাও । আর কি করি বল ? সর্বস্ব খুইয়ে ওই মূলধনটি নিয়ে ফিরে এসেছি ।

রূপালী । আপনি বুঝি যুবরাজের মামা ?

রাঘব । হ্যাঁ রূপালি ! তুই মামাবাবুকে একটু খাতির-যত্ন কর, আমি এখুনি ঘুরে আস্‌ছি ।

রূপালী । শুধু শুধু ঘুরে এলে হবে না । একেবারে কাজ হাসিল ক'রে আস্‌তে হবে । যদি না পারিস্—

রাঘব । ইস্ ! (ইসারায় চুপ করিতে বলিল)

রূপালী । ও ! (সংযত হইল)

রাঘব । মামাবাবু, আপনি অনেক ঘোরাঘুরি করেছেন, এখন এখানে একটু বিশ্রাম করুন ; আমি আস্‌ছি ।

শ্যামরাও । শোন—শোন । আমাকে দেখেই তুমি স'রে পড়্‌তে চাও কেন বল দেখি ? আমি তোমার সামনে এলে তোমার কি কোন অসুবিধা হয় বাবাজি ?

রাঘব । না—না, তা নয় । জানেন তো আমি কাজের লোক, তাই কথার চেয়ে কাজটাকেই আমি বেশী ভালবাসি ।

শ্যামরাও । তুমি যে কাজের ছেলে, তা আমি দেখেই বুঝে নিয়েছি । তা আবার কোথায় জিয়ানো কই মাছ খেলাতে যাচ্ছো বাবাজি ?

রাঘব । না—না, ওসব কিছু নয় । একটা বিশেষ জরুরী কাজে যাচ্ছি । হ্যাঁ, আপনার আজ আমাদের বাড়ী নেমতন্ন থাক্‌লো । মা আপনার জন্য রান্না-বান্না করছেন । আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমি ফিরে এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো । আচ্ছা, নমস্কার ।

[প্রস্থান ।

শ্যামরাও । রাঘব ছেলেটি বড় ভাল, নয় গা জংলী মেয়ে ?

রূপালী। আপনারা হচ্ছেন ভদ্রলোকের ছেলে, আপনারা কি খারাপ হ'তে পারেন বাবু ?

শ্যামরাও। বাঃ-বাঃ, তুমি দেখ্‌ছি ওর উপরে যাও—

রূপালী। কেন ? আমি কি কিছু খারাপ কথা বলেছি ?

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। হ্যাঁ রে, রূপালি, বিধেকে তুই মেরেছিস্ ?

রূপালী। না বাবা, মারিনি—

বাঘা। আরে, কে ও ? মামাবাবু ? পেন্নাম হই। আপনি সত্যি সত্যি গরীবের ঘরে পায়ের ধূলো দিলেন ?

শ্যামরাও। তুমি সেদিন রাজবাড়ীতে অত ক'রে নেমতন্ন ক'রে এলে, না এসে কি থাকতে পারি ? নাও, কি খাওয়াবে এবার খেতে দাও।

বাঘা। ওদিকে আমায় ঠকাতে পারবে না মামাবাবু ! আজ একটা মস্তবড় বরা মেরে এনেছি। তুমি কত খেতে পার দেখে নেবো। ওরে রূপালি, যা—যা, শীগ্‌গির বরাটাকে কেটে-কুটে তৈরী ক'রে ফেল্। যুবরাজের মামা—মহারাজের সম্বন্ধী। এ রাজ্যের সেরা মানী-লোক। তুই ভাল ক'রে খাতির-যত্ন ক'রে ওনাকে খাওয়াবার ব্যবস্থা কর্।

রূপালী। তুমি তো একসঙ্গে সব ব'লে গেলে, উনি ভদ্রলোকের ছেলে, জংলী ছোটজাতের ঘরে খাবেন কেন ?

বাঘা। ও ! তাও তো বটে ! হ্যাঁ মামাবাবু ! আমাদের বাড়ী তুমি খাবে না ?

শ্যামরাও। ভাল খাবার পেলে খেতে পারি।

রূপালী। ছোটজাতের ঘরে খেলে আপনার জাত যাবে না?

শ্যামরাও। খাবার সময় আমি জাত-টাত মানি না, হরিজন হ'য়ে যাই।

রূপালী। আমাদের বাড়ী খেলেই আপনি আমাদের জাত হ'য়ে যাবেন।

শ্যামরাও। তা হই হবো; তবু মাছ খাবার আমি ছেড়ে যাবো না।

বাঘা। ব্যাস্—ব্যাস্, আর কোন্ কথা। উনি যখন রাজী হ'য়ে গেছেন, তুই তখন ঝরাটা তাড়াতাড়ি তৈরী ক'রে ফেল্।

রূপালী। এই যে যাচ্ছি বাবা।

[প্রস্থান।

শ্যামরাও। বাঘা, তোমার মেয়েটি বেশ চালাক-চতুর দেখ্ছি।

বাঘা। ও সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদ বাবু! ওই মা-মরা মেয়েটাকে নিয়েই হয়েছে আমার যত জ্বালা। ওর ইজ্জৎ রক্ষা করতেই অবন্তি-পুর রাজ্যের সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে এই জঙ্গলে এসে বাস করছি।

শ্যামরাও। কেন? তোমাদের অবন্তিপুর রাজ্য অরাজক নাকি?

বাঘা। অরাজক নয়, রাজা আছে; তিনি নামে মাত্র রাজা। আসল রাজা তাঁর শালা সেনাপতি বীরবল। আগে রাজার ভাই বীরসিংহ সেনাপতি ছিলেন, তাঁর আমলে আমরা রাম-রাজত্বে বাস করেছি। মহারাজ বুড়ো বয়সে বিয়ে ক'রে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে শালাকে সেনাপতি ক'রে দিলেন। তাঁর অত্যাচার সইতে না পেরে দেশ ছেড়ে চ'লে এলুম।

শ্যামরাও। তোমরা তার অত্যাচারের প্রতিকার করতে পার্লে না?

বাঘা। প্রতিকার করতে পারতুম বাবু! তার মত একশোটা বীরকে আমি একাই সাবাড় ক'রে দিতে পারতুম, কিন্তু তারপর?

শ্যামরাও। ও, মরণের ভয়ে তোমরা পালিয়ে এসেছ ?

বাঘা। আমরা মরণকে ভয় করি না বাবু, ভয় করি আমাদের মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্টের জন্য। আমরা গরীব লোক, মাঠে-ঘাটে ক্ষেতে-খামারে খেটে খাই। সব সময় তো আমরা ঘরে ব'সে থাকতে পারি না ; সেই সময় শয়তানেরা যদি আমাদের মেয়েদের বেইজ্জৎ করে, তখন কি হবে ?

শ্যামরাও। হ্যাঁ, এ একটা কথা বটে। তোমার মেয়েটি বড় হয়েছে তো, বিয়ে দাওনি কেন ?

বাঘা। মা-মরা আদুরে মেয়ে ; আমাদের জংলী ঘরের ছেলে ওর পছন্দ হয় না বাবু ! তাই ওর বিয়ে হয়নি।

শ্যামরাও। এখানকার বহু ছেলে ছোক্‌রা যে তোমার বাড়ী যাতায়াত করে ?

বাঘা। জানি বাবু, আমি সব জানি, আর এও জানি, এ রাজ্যের রাজার কড়া শাসনের ভয়ে কেউ আমার মেয়ের উপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না ; আর কোন ছেলে-ছোক্‌রা যদি জোর ক'রে ওর গায়ে হাত লাগায়, ওর হাতেই সে মার খেয়ে মরবে।

বিধুর প্রবেশ।

বিধু। বাবা ! বাবা ! দেখ্‌বে এস, একদল সেপাই এদিকে আস্‌ছে।

বাঘা। সেপাই ? কাদের সেপাই রে ?

ধনপতির প্রবেশ।

ধনপতি। অবন্তিপুরের সেপাই। হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তোমাদের বন্দী করতে চায় ; আর চায় মীরপুর অধিকার করতে।

শ্যামরাও। বাঘা, এখন কি করবে?

বাঘা। ভয় নেই বাবু! আমরা বেঁচে থাকতে এ রাজ্যের এক কণা মাটিও শয়তানদের অধিকার করতে দেবো না।

শ্যামরাও। অস্ত্রধারী সেপাইদের সঙ্গে লড়াই করবার মত অস্ত্র-শস্ত্র তোমরা কোথায় পাবে?

বাঘা। এখন আমরা আমাদের জংলী অস্ত্র দিয়ে ওদের ঠেকিয়ে রাখছি। আপনি শীগ্‌গির মহারাজকে সংবাদ দিন এখানে একদল সৈন্য পাঠাতে।

ধনপতি। উনি যদি মহারাজকে সংবাদ দিতে যান, তবে যুব-রাজকে রক্ষা করবে কে?

বাঘা। যুবরাজ? কোথায় যুবরাজ?

ধনপতি। দক্ষিণ জঙ্গলে শিকারে গেছেন।

বাঘা। অবন্তিপুরের সেপাইরা কোন্ পথ দিয়ে আস্‌ছে?

ধনপতি। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে।

শ্যামরাও। সর্ব্বনাশ! দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দিয়ে এসে ওরা যদি একেবারে দক্ষিণ দিক চেপে দাঁড়ায়, তবে তো যুবরাজকে ফিরে পাওয়া যাবে না।

বাঘা। যুবরাজের জন্য ভয় নেই বাবু, তাঁকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসছি।

শ্যামরাও। তুমি একা যুবরাজকে ফিরিয়ে আনতে যাবে? ওরা যদি তোমায় হাতে পেয়ে বন্দী করে?

বাঘা। তার আগেই তো দু-দশটাকে আছড়ে মেরে ফেল্‌বো, তারপর যা হয় দেখা যাবে।

শ্যামরাও। এটা কিন্তু তোমাদের হিসাবের কথা হ'চ্ছে না।

বাঘা। আমরা জংলী জাত বাবু। যা ভাল বুঝি, তাই করি, অত হিসাব-নিকাশের ধার ধারি না।

শ্যামরাও। মনে রেখো বাঘা, আজ তোমার উপর মহারাজ শিবসিংহের একমাত্র পুত্রের জীবন নির্ভর করছে।

বাঘা। আর আপনিও জেনে রাখুন বাবু, এই জংলী বাঘা বেঁচে থাকতে যুবরাজের কোন ক্ষতি হ'তে দেবো না।

শ্যামরাও। বাঘা—

বাঘা। আমরা জংলী ছোট জাত, কেউ যদি কোনদিন আমাদের উপকার ক'রে, আমরা কোনদিন তার অপকার করি না। গত জন্মের পাপের ফলে এই জন্মে ছোট ঘরে জন্মেছি, তাই এ জন্মে এমন কাজ ক'রে যাবো, যাতে পরজন্মে আর ছোট হ'য়ে জন্মাতে না হয়।

[প্রস্থান।

ধনপতি। আপনি রাজধানীতে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ দিন। আর আমি যুবরাজ না আসা পর্য্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করি।

শ্যামরাও। না ভাই, তুমি রাজধানীতে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ দাও, আমি এখন নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি।

ধনপতি। আপনি যুবরাজের মামা হ'য়ে তাঁর এই বিপদের সময় নিশ্চিন্তমনে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন?

শ্যামরাও। আমি এ রাজ্যের বাজে লোক, তাই কাজের সময় বাজে কাজই ক'রে থাকি।

ধনপতি। মহারাজ এ কথা শুনলে আপনার উপর খুব রাগ করবেন।

শ্যামরাও। রাগ করেন, নিজের ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন, তাঁর রাগের ভয়ে আমি তো আর নেমন্তন্ন ছাড়তে পারি না।

বিধু। আজ তো আমাদের ঘরে আপনার নেমন্তন্ন রয়েছে, যদি খেতে চান, এইখানেই খেয়ে যান।

শ্যামরাও। দূর—দূর, তোরা কখন ওই ররার ডাল্‌না বাঁধবি তবে খাবো? সেখানে আমার জন্য কালিয়া পোলাও সব রান্না হ'য়ে প'ড়ে আছে। শুধু যাওয়ার জন্য খাওয়া হ'চ্ছে না। আগে আমি পাকা নেমন্তন্ন সেরে আসি। তোদের বাড়ী পরে একদিন এসে পেটভরে খেয়ে যাবো। [প্রস্থান।

ধনপতি। এ ভদ্রলোককে ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না। যুবরাজের এই বিপদের সময় উনি নেমন্তন্ন খেতে গেলেন।

বিধু। ও একেবারে বাজে লোক। আমার যা বুদ্ধি আছে, ওর তাও নেই। ধনপতি-দা, তুমি মহারাজকে সংবাদ দাও। আমি যুবরাজের মঙ্গলের জন্য ভগবানকে ডাকি।

ধনপতি। ডাক্ ভাই, প্রাণ ভ'রে তুই ভগবানকে ডাক্। একদিন যেমন শিশু প্রহ্লাদের ডাকে তাঁকে মর্ত্ত্যের মাটিতে নেমে আস্‌তে হয়েছিল, আজ তেমনি যুবরাজের মঙ্গলের জন্য তুই তাঁকে ডেকে ডেকে এই মর্ত্ত্যের মাটিতে নামিয়ে নিয়ে আয়।

বিধু। ধনপতি-দা—

ধনপতি। ওরে বিধু, ভগবান যদি মানুষকে দয়া না করে, মানুষ এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারে না। [প্রস্থান।

গীত।

বিধু।—

নেমে এস, ওগো ভগবান।
না দেখি তোমার মহিমা অপার
ভুলিয়াছে সবে তব নামগান॥

মনে ভাবে যারা সবার সেরা,
দেখাও তাদের কিছু নয় তারা,
তোমারই চক্রে চলিছে বিশ্ব,
সবে তোমার চরণ-রেণুর সমান।

| প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অবন্তিপুর—শিবির ।

চণ্ডসিংহ ও বীরবল ।

চণ্ডসিংহ। পথ পেলে না ?

বীরবল। না মহারাজ! সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোন গুপ্তপথের হদিস্ করতে না পেরে মীরপুর জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দিয়ে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছি।

চণ্ডসিংহ। সেকি! ওখানে যে বাঘা রয়েছে ?

বীরবল। তাকে বেধে আন্‌তেই সৈন্য পাঠিয়েছি।

চণ্ডসিংহ তাকে বাঁধবার আগেই তোমার সৈন্যগণ যে ম'রে ভূত হ'য়ে যাবে।

বীরবল। বাঘাকে যদি আপনার এত ভয়, তাকে ডেকে এনে ফুল তুলসী দিয়ে পূজো করুন।

চণ্ডসিংহ। এ কাজেও তোমায় পাঠানো ভুল হয়েছে।

বীরবল। সব কাজেই যদি আমায় পাঠানো ভুল হ'য়ে যায়, তবে এখনও আমায় কাজে বহাল রেখেছেন কেন ? জবাব দিয়ে দিন।

চণ্ডসিংহ। তোমাকে বহাল রাখার চেয়ে জবাব দেওয়া আরও বিপদ।

বীরবল। আমাকে জবাব দিলে আপনার কোন বিপদ নেই। আপনার মুখের একটি কথা পেলেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাবো।

চণ্ডসিংহ। তারপর তোমায় জবাব দিয়েছি শুনে তোমার বোন যখন আমার উপর বিগড়ে গিয়ে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করবে, তখন ঠ্যালা সামলাবো কি ক'রে? রূপের মোহে তোমার বোনকে বিয়ে ক'রেই এই বিপদে পড়েছি। তার জন্য তোমায় ছাড়তেও পারি না, রাখতেও পারি না।

বীরবল। তার মানে আমার বোনের খাতিরেই আপনি আমায় চাকরী দিয়েছেন। আমার নিজের কোন যোগ্যতা নেই?

চণ্ডসিংহ। মোটেই নয়। তুমি হ'চ্ছো এ রাজ্যের সেরা অযোগ্য ব্যক্তি।

বীরবল। ঠিক আছে, আমি এখনই গিয়ে দিদিকে সব বলছি—

চণ্ডসিংহ। সর্ব্বনাশ! তাকে এসব কথা কিছু ব'লো না, তাহ'লে মুণ্ডপাত হ'য়ে যাবে।

বীরবল। আপনি আমায় রীতিমত অপমান করেছেন, এ আমি সইবো না।

চণ্ডসিংহ। তুমি শুধু অযোগ্য নও—একেবারে অপদার্থ।

বীরবল। তার মানে?

চণ্ডসিংহ। মানে—শালা-ভগ্নীপতির ইয়ারকি বোঝ না?

বীরবল। কাজের কথায় আমি ওসব ইয়ারকি মোটেই ভালবাসি না।

চণ্ডসিংহ। আচ্ছা, আর কখনও কিছু তোমায় বলবো না।

বীরবল। আপনি তো আমায় অযোগ্য ব'লেই ফেলেছেন।

আর বল্‌তে বাকী রেখেছেন কি? আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে যে, এখনই একটা বড় কাজ ক'রে প্রমাণ ক'রে ফেলি যে, আমি এ রাজ্যের সেরা যোগ্য ব্যক্তি। দিন, কি কাজ দেবেন দিন।

চণ্ডসিংহ। উপস্থিত তোমায় দেবার মত যোগ্য কাজ খুঁজে পাচ্ছি না।

বীরবল। কেন? শ্রীপুররাজ বন্ধুভাবে বাবাকে ফিরিয়ে দিলে না, উপরন্তু আপনার মীরপুর জঙ্গল অধিকার ক'রে নিলেন। এখন আর লুকোচুরি না ক'রে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করুন।

চণ্ডসিংহ। প্রকাশ্যে আক্রমণ করতে হ'লে সামরিক নীতি অনুসারে শ্রীপুররাজকে পূর্ব্বে জানিয়ে দিতে হবে।

বীরবল। ভাল কথা। আমি এখনই শ্রীপুররাজের শিবিরে গিয়ে আমাদের জংলী প্রজাদের ফিরিয়ে দেবার দাবী জানাবো, যদি না দেয়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ক'রে আস্‌বো।

চণ্ডসিংহ। তুমি আবার শ্রীপুরে যাবে?

বীরবল। যাবো না? আপনি আমায় অযোগ্য বলেছেন, এবার আমি আপনার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো যে, আমি এ রাজ্যের সেরা যোগ্য ব্যক্তি।

[প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। একটা অপদার্থের উপর কাজের ভার দিয়ে আবার বোধ হয় ভুল করলাম। আর না দিয়েই বা করি কি? ও যদি বুঝ্‌তে পারে আমি ওকে এড়িয়ে চলি, তাহ'লে ছোটরাণীকে ব'লে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে। এই স্ত্রীর কথায় মায়ের পেটের ভাইকে পাগলে পরিণত ক'রে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তারই অভিশাপে আজ আমি বিষের জালে জড়িয়ে পড়েছি।

রাঘবের প্রবেশ ।

রাঘব। মহারাজের জয় হোক্ ।

চণ্ডসিংহ। কে তুমি ?

রাঘব। আমি একজন সৈনিক। শ্রীপুররাজের অধীনে আমি তাঁর সৈন্যপরিচালনার কাজ করতাম। তিনি অহেতুক সন্দেহে আমায় পদচ্যুত করেন; তাই সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি আপনার অধীনে সৈন্যপরিচালনা করতে চাই।

চণ্ডসিংহ। তোমার নাম কি ?

রাঘব। আমার নাম বর্ণজিৎরাও। দয়া ক'রে আমায় একটা চাকরি দিন।

চণ্ডসিংহ। আমি তোমায় চাকরি দিতে পারি, তুমি যদি আমায় শ্রীপুর প্রবেশের গুপ্তপথের সন্ধান দিতে পার।

রাঘব। আমি আপনাকে শ্রীরপুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে শ্রীপুরের রাজধানীতে পৌঁছে দেবো। এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাবো যে, কাকে বকেও টের পাবে না।

চণ্ডসিংহ। বেশ, আমি তোমায় চাকরি দিলাম।

খাবারহস্তে শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। নমস্কার ভাবী ভায়ে!

চণ্ডসিংহ। তুমি কে ?

রাঘব। একি! আপনি এখানে ?

শ্যামরাও। তুমি এত খাতির ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে এলে, না এসে কি থাকতে পারি ?

বাঘব। আমি তো আপনাকে ডাকতে যাবো ব'লে এলুম।

শ্যামবাও। তুমি ডাকতেও গেলে না, আর বাড়ীতে খেতেও ব'লে এলে না; তাই ক্ষিদের জ্বালায় পথ থেকে এক সরা রসগোল্লা কিনে খেতে খেতে নিজেই চ'লে এলুম। তোমাব মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে কিছু খাওয়া হয়নি। নাও, দুটো খেয়ে নাও।

রাঘব। না, আমি খাবো না।

শ্যামরাও। আহা, রাগ কবছো কেন? দুটো খেয়ে নাও। যত ক্ষিদে বাড়্বে, তত রাগও বাড়্বে। দুটো খেয়ে একটু জল খেযে নাও, প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। আমি অবশ্য জল খাই না, বোতল-বাসিনী পান ক'রেই পিপাসা নিবারণ করি। (মদ্যপান)

রাঘব। আপনি এখানে এলেন কি ক'বে?

শ্যামরাও। তোমাব পেছু নিয়ে পা-পা ক'রে এসে পড়্লুম। তুমি আমায় খাতির ক'রে নেমন্তন্ন ক'রে এলে ব'লেই আমি এলুম। কেন? আমি কি কোন অন্যায় করেছি নাকি? এই তো একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন; বলুন তো মশাই, কেউ যদি আমায় নেমন্তন্ন ক'রে কাজের ঝামেলায় ডাকতে ভুলে যায়, আমি যদি নিজে যেচেই আসি, তাতে কি অন্যায় হয়?

চণ্ডসিংহ। যুবক! উনি তোমার কে হন? তোমার সঙ্গে ওঁর কি সম্বন্ধ?

রাঘব। আমার কেউ হন না, আমাব সঙ্গে ওঁর কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্যামরাও। সেকি হে? অত খাতির ক'বে নেমন্তন্ন ক'রে এলে তোমার মায়ের সঙ্গে আমার ভাই পাতিয়ে দিয়ে মামা ব'লে ডাকবে, এখন তাল পেয়ে কেউ হয় না ব'লে বেমালুম উড়িয়ে দিতে চাও?

চণ্ডসিংহ। সত্য বল যুবক, উনি তোমার কে হন?

রাঘব। উনি আমার কেউ হন না: উনি শ্রীপুররাজ মহারাজ শিবসিংহের শ্যালক।

চণ্ডসিংহ। শ্রীপুররাজের শ্যালক আমার শিবিরে কেন?

শ্যামরাও। আপনার শিবির? ভাবী ভাগ্নের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি।

চণ্ডসিংহ। এটা ওর বাড়ী নয়, আমার শিবির।

শ্যামরাও। কি বাবা ভাবী ভাগ্নে! নেমন্তন্ন ক'রে এসে এখন আমায় কলা দেখাবার তালে আছ নাকি? সে হবে না, আমার এই খাবার তুমি না খেলেও তোমার বাড়ীতে একপাত না খেয়ে আমি যাচ্ছি না।

রাঘব। আহা, এ তো আমার বাড়ী নয়, আমি আপনাকে খাওয়াবো কি ক'রে?

শ্যামরাও। তোমার বাড়ী নয় যদি, তবে তুমি এখানে জমিয়ে ব'সে আছ কেন? এখানেও কি তোমার কইমাছ জিয়ানো আছে নাকি?

রাঘব। ওসব বাজে বক্‌বেন না। যান, চ'লে যান।

শ্যামরাও। যা বাবা! চাকা উল্‌টে গেল! শুনেছি মামাই খারাপ হয়, যেমন কালনেমি মামা—শকুনি মামা ইত্যাদি; এ যে দেখ্‌ছি ভাগ্নে মামার উপরে যায়! ঠিক আছে, তুমি যেমন নেমন্তন্ন ক'রে এনে চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি তেমনি তোমার ভাবী ভাগ্নের সম্বন্ধ থেকে নাকচ ক'রে দিলুম। ফের যদি তুমি আমায় মামা ব'লে ডাক, তোমার বাপের দিব্যি রইলো।

চণ্ডসিংহ। দাঁড়ান। শ্রীপুর-অবন্তীপুর বিবাদের সময় আপনি আমার রাজ্যের গুপ্তপথের সন্ধান জেনেছেন, তাই আমি আপনাকে

ছেড়ে দিতে পারি না। আপনাকে আমার কারাগারে বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে হবে।

শ্যামরাও। এ তো অতি ভাল কথা; তবে হ্যাঁ, রোজ আমায় কালিয়া পোলাও খাওয়াতে হবে, আর এক বোতল ক'রে মদ দিতে হবে। মদ না পেলে আমি দম ছুটে ম'রে যাবো। তখন আপনাকে খুনের দায়ে পড়্‌তে হবে।

রাঘব। আমার অনুরোধ মহারাজ! উনি পেটুক লোক, সর্ব্বদা খাওয়ার জন্যই ব্যস্ত থাকেন; ওঁর দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। তাই বল্‌ছি, আপনি দয়া ক'রে ওঁকে মুক্তি দিন।

চণ্ডসিংহ। শত্রুকে তুচ্ছ ভাবা উচিত নয় যুবক!

রাঘব। জানি মহারাজ! কিন্তু আমার অনুরোধ—

চণ্ডসিংহ। তুমি আমার কর্ম্মচারী; শ্রীপুর আক্রমণে তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন। আচ্ছা, তোমার অনুরোধে আমি ওকে মুক্তি দিলাম।

শ্যামরাও। কি বাবা ভূতপূর্ব্ব ভাগে, শ্রীপুরের যুবরাজের বন্ধু থেকে একলাফে একেবারে অবন্তিপুরের রাজকর্ম্মচারী হ'য়ে গেলে? যাক্‌, ভালই হয়েছে, কাজের লোক কাজে থাকাই ভাল।

চণ্ডসিংহ। আপনাদের মহারাজকে বল্‌বেন, আমার পলাতক প্রজা রাঘাকে ফিরিয়ে না দিলে আমি শ্রীপুর ধ্বংস ক'রে দেবো।

শ্যামরাও। মাফ কর্‌বেন মহারাজ! আমি ওসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথায় থাকি না। নেমন্তন্ন খাওয়ার কথা থাকে তো বলুন, আমি টপ ক'রে ব'সে যাচ্ছি; তা সে আপনার বাড়ীই হোক্‌, আর রেমো চাঁড়ালের আড্ডাই হোক্‌। খাতির ক'রে যে আমায় নেমন্তন্ন কর্‌বে, আমি তার বাড়ীতেই খেতে রাজী আছি।

রাঘব। আপনি অতি বাজে লোক। যান, চ'লে যান।

শ্যামরাও। ঠিক বলেছ বাবাজি! ওইটি আমার আসল পরিচয়। মহারাজ! এ জগতে কাজের লোক শুধু আমার এই অতীত ভাগ্নেটি। ওকে যখন আপনি গস্ত করেছেন, তখন আর আপনার কোন ভাবনা নেই; তবে—হ্যাঁ, বাড়ীতে যদি যুবতী মেয়ে থাকে, ওর নজর থেকে একটু সরিয়ে রাখ্‌বেন। কারণ, ও বিষয়ে বাবাজী আমার বেশ গুণী লোক।

[প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। লোকটিকে তোমার কি মনে হয় যুবক?

রাঘব। ওঁর জন্য কিছু ভাব্‌বেন না মহারাজ। উনি একটি খাঁটি বোকা।

চণ্ডসিংহ। খাঁটি বোকা? না—না, ওর চোখ দেখে মনে হ'লো খাঁটি চালাক। বোকার ভাণ ক'রে আমাদের বোকা বানিয়ে এ রাজ্যের অনেক সংবাদ নিয়ে চ'লে গেল। তোমার কথায় ওকে মুক্তি দিয়ে ভুল কর্‌লাম। উনি শ্রীপুরে পৌঁছে এখানকার সংবাদ দেবার আগেই আমাদের শ্রীপুর আক্রমণ করতে হবে।

রাঘব। এই রাতের অন্ধকারে শ্রীপুর আক্রমণ কর্‌বেন?

চণ্ডসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রাতের অন্ধকারেই আমায় শ্রীপুর আক্রমণ কর্‌তে হবে।

রাঘব। সাধ ক'রে বিপদকে বরণ কর্‌বেন?

চণ্ডসিংহ। একটা রাজ্য জয় কর্‌তে হ'লে বিপদের ভয় কর্‌লে চল্‌বে না যুবক! বিপদকে সাদরে বরণ না কর্‌লে কোনদিন সম্পদ্‌ লাভ হয় না।

[প্রস্থান।

রাঘব। মহারাজ চণ্ডসিংহ শ্রীপুর ধ্বংস করবে; সেই ধ্বংসস্তূপের উপর সিংহাসন পেতে রূপালীকে জীবনসঙ্গিনী ক'রে আমি হবো শ্রীপুরের রাজা। একি পাপ? না—না, উচ্চাশাই মানব-জীবনের ধর্ম্ম; তাই যতক্ষণ জগতে বেঁচে থাকবো, ততক্ষণ বড় হওয়ার চেষ্টা করবো। মরার পর কি হবো, সে আর আমি দেখতে আসবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ।

কল্যাণী। (নেপথ্যে) চোর—চোর—

ছবিহস্তে রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ; পশ্চাতে কল্যাণী।

কল্যাণী। দাঁড়াও। তুমি কে? এত রাত্রে যুবরাজের ঘরে ঢুকেছিলে কেন?

রাজ্যেশ্বরী। সে ঘরে আছে কিনা দেখতে গেছলুম।

কল্যাণী। তাকে তোমার কি দরকার?

রাজ্যেশ্বরী। কিছু না—

কল্যাণী। কিছু দরকার নেই তো এত রাত্রে তুমি তাঁর ঘরে ঢুকেছিলে কেন? কি, চুপ ক'রে কেন? উত্তর দাও। দেবে না? আচ্ছা দাঁড়াও, রাণীমাকে ডাকছি। রাণি-মা—রাণি-মা! শীগ্‌গির এদিকে আসুন, চোর ধরেছি—চোর—

মায়াবতীর প্রবেশ।

চাঁড়ালের আ৯

আমি তার বাড়ীতেই। কই, কোথায় চোর?

কল্যাণী। এই যে, এখানে।

মায়াবতী। একি! তুমি আবার এখানে এসেছ কেন?

কল্যাণী। ও কে রাণি মা?

মায়াবতী। ও এক ডাইনী। এক মুহূর্তে চোখের ইসারায় আমার ছেলেকে বশ ক'রে নিয়েছিল। (রাজ্যেশ্বরীকে) বল, আবার কেন তুমি এখানে এসেছ?

রাজ্যেশ্বরী। আপনার খোকাকে একবার দেখতে এসেছিলাম।

মায়াবতী। ও, যুবরাজের সুন্দর চেহারা দেখে বুঝি তার সঙ্গে গোপন প্রেমালাপ করতে এসেছিলে?

রাজ্যেশ্বরী। মহারাণি—

মায়াবতী। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। হতভাগী নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার! আমার ছেলের রূপ দেখে মজে গেছ তুমি?

কল্যাণী। ওকি! তোমার কাপড়ের মধ্যে ওটা কি?

মায়াবতী। নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু, তাই চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে। দেখ তো কল্যাণি, ওটা কি?

কল্যাণী। দেখি, কি নিয়ে পালাচ্ছ? (কাড়িয়া লইল) একি! এ যে যুবরাজের ছবি!

রাজ্যেশ্বরী। না—না, কেড়ে নিও না, ওটা আমায় ফিরিয়ে দাও।

মায়াবতী। যুবরাজের ছবি চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছ? পাজি নচ্ছার কোথাকার! (চড় মারিল)

রাজ্যেশ্বরী। যত ইচ্ছা মারুন, শুধু ওই ছবিটা আমায় ফিরিয়ে দিন।

মায়াবতী। দূর হ'য়ে যা হতভাগি! (পদাঘাত)

রাজ্যেশ্বরী। আঃ! খোকা—(পড়িয়া গেল ও কপাল কাটিয়া গেল)

৭

নারায়ণসিংহের প্রবেশ ।

নারায়ণ। কে ডাক্‌লে—কে আমার ঘুম ভাঙ্গালে? কার কাতর আর্তনাদে আমার বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো? একি! মা? কল্যাণী? ও, ভোর হ'য়ে গেছে, না? আচ্ছা, ভোরের স্বপ্ন কি সত্য হয়? জান মা, ঘুম ভাঙ্গার আগে আমি স্বপ্ন দেখ্‌লাম, এক দারুণ দুর্য্যোগ রাতের অন্ধকারে আমি মহাশ্মশানে প'ড়ে আছি। চারিদিকে শবের পাহাড়, অসংখ্য নরকঙ্কালের মাঝে অসহায় ব'সে আছি আমি একা। সুরু হ'লো ঝড়ের গর্জ্জন, অবিরাম বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় বুঝি মহাশ্মশান। একটুখানি আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে ছুটে গেলাম। উন্মাদিনী প্রকৃতি রাক্ষসী দু'হাত বাড়িয়ে আমায় গ্রাস কর্‌তে ধেয়ে এলো! আমি চিৎকার ক'রে উঠ্‌লাম? এক নারী অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে! সে কে জান মা?

রাজ্যেশ্বরী। (উঠিয়া) সে কি আমি?

নারায়ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি, তুমিই সেই মমতাময়ী মা!

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। না—

রাজ্যেশ্বরী। বাবা, আমার খোকা—

ধীরে। ঠিক সে নয়, যাকে তুমি হারিয়েছ, তার মত একটি ছেলে শ্রীপুরে আছে। ছেলের জন্য যেখানে সেখানে ছুটে যাও ব'লেই আমি তোমায় যুবরাজকে একবার দেখ্‌তে পাঠিয়েছিলাম।

মায়াবতী। কেন ওই নষ্ট মেয়েমানুষকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়েছেন?

ধীরে। কি বল্‌লেন মহারাণি? না—না, আমারই অন্যায় হ'য়ে

গেছে। (রাজেশ্বরীকে) কেন তুই বারবার এখানে আসিস্? আমি তোকে একদিন দেখ্তে পাঠিয়েছিলাম।

নারায়ণ। ওকি! তোমার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে কেন? আমার মা বুঝি তোমায় আবার মেরেছে?

রাজেশ্বরী। দূর পাগল! তোমার মা আমায় মার্বেন কেন?

নারায়ণ। তবে তোমার কপাল কেটে রক্ত পড়্ছে কেন?

রাজেশ্বরী। ও, রক্ত পড়্ছে বুঝি? এখানে প'ড়ে গেছলুম কিনা, তাই বোধ হয় মাথাটা কেটে গেছে!

নারায়ণ। এসো, আমি তোমার রক্ত মুছিয়ে দিই।

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ। ওই শয়তানীর জন্য যদি তোমার এত মমতা, তবে তুমি আমায় ভুলে যাও।

নারায়ণ। মা—

ধীরে। না—না, মাকে ভুল যেও না, উনি অনেক কষ্ট ক'রে তোমায় মানুষ করেছেন। এই অনিত্য অসার সংসারে সব মিথ্যা, সত্য শুধু মা।

নারায়ণ। মাকেও ভুলবো না, আর এই ভিখারিণীকেও রাজপ্রাসাদ থেকে যেতে দেবো না।

ধীরে। না—না, সে হ'তে পারে না এ সামান্য পথের ভিখারিণী, রাজপ্রাসাদে থাক্তে পারে না।

মায়াবতী। হ্যাঁ, আর কোনদিন ও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পাবে না।

রাজেশ্বরী। ওই ছবিখানি পেলে আর কোনদিন আমি এখানে আস্বো না।

নারায়ণ। ছবি! কার ছবি?

কল্যাণী। আপনার ছবি, ঘর থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল।

নারায়ণ। কেন তুমি আমার ছবি চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলে?

রাজ্যেশ্বরী। তোমায় সব সময় দেখ্‌তে পাই না, তাই তোমার ছবি দেখেই ভুলে থাক্‌বো ব'লে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

নারায়ণ। ছবিটা ওকে দিয়ে দাও কল্যাণি!

মায়াবতী। যাও কল্যাণি, ছবি নিয়ে তুমি এখান থেকে চ'লে যাও।

নারায়ণ। কল্যাণি—

কল্যাণী। রাণীমার আদেশ আমার কাছে ভগবানের আদেশ। আপনার ভয়ে আমি ওঁর আদেশ অমান্য করতে পারবো না।

[প্রস্থান।

রাজ্যেশ্বরী। ছবি নিয়ে যেও না। ছবিখানা দিয়ে যাও। (প্রস্থানোদ্যোগ)

ধীরে। হুঁসিয়ার পাগ্‌লি! এইভাবে পাগলামো করলে কোনদিনই তোমার নিজের ছেলেকে খুঁজে পাবে না। আয়, চ'লে আয়—

মায়াবতী। আর কোনদিন তুমি রাজপ্রাসাদে আস্‌বে না।

রাজ্যেশ্বরী। তাই হবে মহারাণি! আর কখনও আমি এখানে আস্‌বো না।

মায়াবতী। আমার ছেলেকেও দেখ্‌তে পাবে না কোনদিন।

রাজ্যেশ্বরী। খোকাকে দেখ্‌তে পাবো না? হ্যাঁ—হ্যাঁ, পাবো—পাবো।

মায়াবতী। কোথায়?

রাজ্যেশ্বরী। আমার এই অন্তরের মধ্যে—

মায়াবতী। ভিখারিণি—

রাজ্যেশ্বরী। আমার বাইরের চোখ থেকে আপনি ওকে লুকিয়ে

রাখ্তে পারেন মহারাণি, কিন্তু আমার অন্তরের চোখ থেকে কোনদিন আপনি ওকে লুকিয়ে রাখ্তে পার্বেন না।

নারায়ণ। একটা কথা শুনে যাও—

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ—(হাত ধরিল)

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—(অগ্রসর)

ধীরে। সাবধান!

[রাজ্যেশ্বরীকে লইয়া প্রস্থান।

নারায়ণ। হাত ছেড়ে দাও মা! একটিবার আমার হাত ছেড়ে দাও।

মায়াবতী। না, ছাড়্বো না। বিশবছর ধ'রে মানুষ ক'রে আমি তোমায় একটা ডাইনীর হাতে তুলে দিতে পারবো না। কে আছ? প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ ক'রে দাও। চারিদিকে সৈন্য সাজাও। সতর্ক দৃষ্টি রাখ, আজ যেন যুবরাজ প্রাসাদের বাইরে যেতে না পারে।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। না—না, সিংহদ্বার বন্ধ ক'রো না। একটিবার দ্বার খুলে দিতে আদেশ দাও। আমি শুধু ওকে জিজ্ঞাসা করবো—কেন ওকে দেখ্লে আমি জগৎসংসার ভুলে যাই। কেন দিবানিশি ওর কথাই মনে পড়ে। কেন আমার উঁচু মাথাটা ওর পায়ে লুটিয়ে পড়্তে চায়? ও আমার কে?

গীতকণ্ঠে ধনপতির প্রবেশ।

গীত।

ধনপতি।—

ও যে মা।

রক্তবক্ত দানে, বাড়াইয়া দিনে দিনে,

দেখায়েছে তোমায় সৃষ্টির মহিমা।

অনাহারে কতদিন গেছে,
কত নিশি কাঁদিয়াছে,
সহিয়াছে অপার যাতনা ॥

নারায়ণ। ওই ভিখারিণী আমার মা ? না—না, আমার মা মহারাণী মায়াবতী।

ধনপতি। মহারাণীও মা—ওই ভিখারিণীও মা যে নারীর পায়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'তে চায়, সেই হ'ল মা।

নারায়ণ। মা ! ওর কাছে আবার আমার অনেক দেনা হ'য়ে গেল বন্ধু, আমি কি ক'রে শোধ করবো ?

ধনপতি। প্রাসাদের বাইরে গেলেই আপনি ওর দেখা পাবেন।

নারায়ণ। তাই চল বন্ধু, আমি এখুনি ওর কাছে যাবো। কি ক'রে যাবো ? মায়ের আদেশে প্রাসাদের সিংহদ্বার বন্ধ হ'য়ে গেছে।

ধনপতি। সিংহদ্বার বন্ধ হয়েছে, কিন্তু প্রাসাদের গুপ্তদ্বার খোলা আছে। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই আমি আপনাকে সেই পথ দিয়ে বাইরে নিয়ে যাবো। চলুন যুবরাজ !

নারায়ণ। তাই চল বন্ধু। সোজা পথ দিয়ে গিয়ে আমি যখন ওকে মা ব'লে ডাকতে পারবো না, তখন গুপ্তপথ দিয়ে গিয়ে আমি ওর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে কানে কানে বলবো—তুমি আমার মা !

[ধনপতি সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীপুর-সীমান্ত—শিবির।

শিবসিংহ ও রাজীবরাও।

শিবসিংহ। সীমান্তের সংবাদ পেয়েছ?

রাজীব। পেয়েছি মহারাজ! কাল অবন্তিপুরের সৈন্যদল আমাদের মীরপুর জঙ্গল অধিকার করতে এসেছিল। বাঘা নিজের দলবল নিয়েই তাদের হটিয়ে দিয়েছে।

শিবসিংহ। শুধু কি মীরপুর জঙ্গল অধিকার করতেই অবন্তিপুর-সৈন্যগণ হঠাৎ আক্রমণ করেছিল?

রাজীব। শুধু তাই নয় মহারাজ! আমার মনে হয় বাঘাকে তারা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছিল।

শিবসিংহ। এত আশা অবন্তিপুররাজের, যে, আমার রাজ্য থেকে বাঘাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে? রাজীবরাও, মীরপুর-সীমান্তে আরও সৈন্য সাজাও।

বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। অভিবাদন শ্রীপুররাজ!

শিবসিংহ। কে তুমি?

বীরবল। আমি মহামান্য অবন্তিপুররাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ চণ্ডসিংহের দূত বাহাদুর।

শিবসিংহ। কি চান অবন্তিপুররাজ?

বীরবল। তাঁর রাজ্যের পলাতক প্রজা বাঘাকে দলবল সহ ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবসিংহ। বাঘা যদি স্বেচ্ছায় যেতে চায়, তোমরা নিয়ে যেতে পার।

বীরবল। ওসব ফাল্‌তু কথা চল্‌বে না মশাই! বাঘাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এই মহারাজ চণ্ডসিংহের আদেশ।

রাজীব। মহারাজ চণ্ডসিংহের আদেশ তাঁর বেতনভোগী দূত মহাশয়ের জন্য, স্বাধীন মহারাজ শিবসিংহের জন্য নয়।

বীরবল। একটু সংযত হ'য়ে কথা বল্‌বেন। আমি শুধু অবন্তিপুর-রাজের বেতনভোগী দূত নই, আমি তাঁর মহামান্য শ্যালক বাহাদুর।

রাজীব। অবন্তিপুররাজের শ্যালক আছেন সেইখানেই থাকুন। আমরা আপনাকে ভূরিভোজের জন্য নিমন্ত্রণ করি নাই।

বীরবল। আমাকে খাওয়াবার যোগ্যতাই নাই, তা নিমন্ত্রণ করবেন কি ক'রে? এখন গলায় কাপড় দিয়ে বাঘাকে ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌বেন চলুন।

শিবসিংহ। তার আগে জান্‌তে চাই, তোমাদের সৈন্যগণ উভয় রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন ক'রে আমার এলাকায় প্রবেশ ক'রে অশান্তির সৃষ্টি করে কেন?

বীরবল। কে কোথায় কি করে, অত খবর আমরা রাখি না।

রাজীব। ঘরের খবর না রেখে পরের উপর যারা তম্বি করে, তারা নিছক মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বীরবল। একটু হুঁসিয়ার হ'য়ে কথা বল্‌বেন। ওসব গালাগালি আমি সইতে পারি না।

রাজীব। অন্যায় করলেই গালাগালি সইতে হবে।

বীরবল। এবার গালাগালি দিলে আপনাদের মুণ্ডুগুলো এইখানেই মাটিতে গড়াগড়ি যাবে।

শিবসিংহ। তার আগে আমার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য আমি যদি তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে তোমার গোনাই মশায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিই, সে কেমন হয় বল দেখি?

বীরবল। কি সর্ব্বনাশ! আমার মাথা নেড়া ক'রে দেবেন কি কথা?

শিবসিংহ। চোরের মত চুপি চুপি পরের ঘরে হানা দিলে তার শাস্তি নিতে হবে না?

বীরবল। আরে মশাই, শাস্তি দিতে হয় অবন্তিপুররাজকে দিয়ে আসুন। এ গরীবের উপর জুলুম কেন?

শিবসিংহ। তুমি একদিন বাঘার মেয়ের উপর অত্যাচার করতে এসেছিলে, মনে আছে?

বীরবল। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এরা আমার অনেক খবর জেনে ফেলেছে! কস্ক'রে এখানে আমার আসা উচিত হয়নি।

শিবসিংহ। কি, একথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

বীরবল। কি জানি, আমার ঠিক মনে নেই।

রাজীব। তুমি একটি ছুঁচো।

শিবসিংহ। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

বীরবল। ও কথা আর বলতে। হাঁ, আমাদের বাঘা—

শিবসিংহ। বাঘাকে আমরা ফিরিয়ে দেবো না।

বীরবল। ফিরিয়ে দিলেই ভাল হ'তো। আপনাকে আর মরতে হ'তো না।

শিবসিংহ। আমি মরবো, তবু কারও রক্তচক্ষুতে ভীত হ'য়ে আমার আশ্রিতকে ত্যাগ করবো না।

বীরবল। বেশ, তবে অবন্তিপুররাজের আক্রমণ থেকে আপনার রাজ্য রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

শিবসিংহ। মহামান্য অবন্তিপুররাজকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। যাও দূত!

বীরবল। যে আজ্ঞে। আচ্ছা, পথে কেউ ধ'রে আমার মাথা নেড়া ক'রে দেবে না তো?

শিবসিংহ। আমি ক্ষত্রিয়, শত্রুকে হাতে পেয়ে অপমান করি না, বাহুবলে তার অধিকার থেকে তাকে বন্দী ক'রে আনি। যাও—

বীরবল। যে আজ্ঞে! [প্রস্থান।

শিবসিংহ। দেওয়ান রাজীবরাও! অবন্তিপুর-সীমান্তে যত পথ আছে, সব পথ শক্তিশালী সৈন্য দিয়ে অবরোধ ক'রে রাখ। কোন পথ দিয়ে অবন্তিপুরের সৈন্যগণ যেন শ্রীপুরে প্রবেশ করতে না পারে।

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। অবন্তিপুরের সৈন্যগণ কাল রাতের অন্ধকারে শ্রীপুরে প্রবেশ করেছে মহারাজ!

রাজীব। সেকি! সব পথেই আমাদের সৈন্য বসেছে, কোন্ পথ দিয়ে তারা শ্রীপুরে প্রবেশ করলে?

বাঘা। শ্রীপুরের পশ্চিম পথ দিয়ে।

শিবসিংহ। ঘন বনাচ্ছন্ন শ্রীপুরের পশ্চিমের গুপ্তপথ সন্ধান করলো কি ক'রে? আমি, দেওয়ান রাজীবরাও আর যুবরাজ নারায়ণসিংহ ছাড়া এ রাজ্যের আর কেউ সে পথের সন্ধান জানে না।

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। আর একজন জানে মহারাজ!

শিবসিংহ। কে সে?

শ্যামরাও। যুবরাজের বন্ধু রাঘবরায়।

শিবসিংহ। সে কি ক'রে গুপ্তপথের সন্ধান জান্‌লে?

শ্যামরাও। যুবরাজের সঙ্গে বহুদিন সে জঙ্গলে ঘুরেছে—

শিবসিংহ। তোমার কি মনে হয় রাঘবরায়ই গুপ্তপথে অবন্তিপুর-সৈন্যদের ডেকে এনেছে?

শ্যামরাও। শুধু মনে হয় না মহারাজ—আমি নিজের চোখে তাকে অবন্তিপুর-শিবিরে দেখে এসেছি। শুনেছি সে, রাঘবরায় শ্রীপুর ত্যাগ ক'রে অবন্তিপুরের অধীনে চাকরী নিয়েছে।

শিবসিংহ। সে শয়তান এখন কোথায় বল্‌তে পার?

শ্যামরাও। বায়ুর মত গতি তার, কখন কোথায় থাকে বলা যায় না।

শিবসিংহ। তুমি একদল সৈন্য নিয়ে সর্ব্বদা তার গতি লক্ষ্য কর।

শ্যামরাও। সৈন্য নিয়ে তাকে ধরা যাবে না মহারাজ! সে শেষ-পর্য্যন্ত কতদূর যায়, শুধু দেখে যেতে হবে।

শিবসিংহ। তার মধ্যে সে যদি কোন অঘটন ঘটায়?

শ্যামরাও। আমি বেঁচে থাক্‌তে সেরকম কোন ক্ষতি সে কর্‌তে পারবে না। যখনই সে কোন বড় কাজ কর্‌তে যাবে, আমি তার হাত-পা ভেঙ্গে ঠুঁটো জগন্নাথ ক'রে রেখে দেবো।

শিবসিংহ। পার্‌বে শ্যামরাও, সেই শয়তানকে আমার কাছে বন্দী ক'রে আন্‌তে?

শ্যামরাও। পার্‌বো কিনা বল্‌তে পারি না মহারাজ! তবে শয়তানের

সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন সহজে তাকে ছাড়বো না। আমি এমন ভাবে তার উপর লক্ষ্য রেখেছি, সে কিছুতেই আমার দৃষ্টির বাইরে যেতে পারবে না। আমি শুধু একটু সুযোগের অপেক্ষায় আছি, সুযোগ পেলেই আমি তাকে বন্দী ক'রে প্রমাণ ক'রে যাবো যে, মহারাজের ভাত আমি বৃথাই খাই না। [প্রস্থান।

বাঘা। মহারাজ!

শিবসিংহ। কি বল্‌তে চাও বাঘা?

বাঘা। আমাকে নিয়ে যখন আপনার এই বিপদ, তখন আমাকে ফিরিয়ে দিলেই ভাল হয়।

শিবসিংহ। একবার আমি যখন তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, তখন আমার জীবন গেলেও আমি তোমায় ত্যাগ করতে পার্‌বো না।

বাঘা। কাল ওরা আমাদের কাছে মার খেয়ে ফিরে গেছে, তাই শয়তানের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে শ্রীপুরে প্রবেশ ক'রে প্রথমে সৈন্যদের দুভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে।

রাজীব। তাই বুঝি তুমি ভয় পেয়েছ বাঘা?

বাঘা। হুজুর, বনের বাঘ ভালুক যার ভয়ে পালিয়ে যায়, সামান্য মানুষকে সে ভয় পায় না। ভয় পাই শুধু শয়তানের শয়তানিকে।

শিবসিংহ। শয়তানকে বন্দী কর্‌বার জন্য আমি শ্যামরাওকে নিযুক্ত করেছি। তুমি তোমার জংলী ভাইদের নিয়ে মীরপুর-জঙ্গলের পথ রোধ করতে পারবে না?

বাঘা। আমি যে পথে থাক্‌বো হুজুর, সে পথে একটা পিপীলিকাও এদিকে আস্‌তে পারবে না।

শিবসিংহ। দেখ্‌বো বাঘা, তোমার মনোবল কতখানি সত্যে পরিণত হয়?

বাঘা। আর দেখ্‌বেন হুজুর, দুষমনেরা যদি সাম্‌নে থেকে লড়াই দেয়, এই জংলী বাঘা তাদের সব কটাকে বেঁধে এনে তার মনিবের পায়ের তলায় ফেলে দেবে।

শিবসিংহ। বাঘা—

বাঘা। আমরা জংলী ছোটজাত, যাকে কথা দিই তার জন্য জান্ দিয়ে যাই। শয়তান ভদ্রলোকেদের মত যার খাই, তার বুকে ছুরি বসাই না। [প্রস্থান।

শিবসিংহ। দেওয়ান রাজীববাও, বাঘা যদি মীরপুর জঙ্গলের পথ অবরোধ ক'রে রাখে, তবে রাজা চণ্ডসিংহ রাজধানীর দিকে আর একপাও অগ্রসর হ'তে পার্‌বে না।

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। দেশদ্রোহী শয়তানের পরামর্শে গুপ্তপথে রাজা চণ্ডসিংহ তোমার রাজধানী আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে মহারাজ।

শিবসিংহ। রাজীববাও! রাজধানী অরক্ষিত রেখে আমরা কেন সমস্ত সৈন্য নিয়ে সীমান্ত রক্ষা কর্‌তে এসেছি?

রাজীব। ভয় নেই মহারাজ! রাজধানীতে আপনার দেহরক্ষী সৈন্যগণ আছে, যুবরাজ নারায়ণসিংহ আছেন, তিনি ওই সৈন্যদল নিয়ে চণ্ডসিংহকে বাধা দেবেন।

ধীরে। যুবরাজ নারায়ণসিংহ রাজধানীতে নেই।

রাজীব। সেকি! আমি শুনলাম মহারাণী সিংহদ্বার বন্ধ ক'রে যুবরাজকে প্রাসাদে আট্‌কে রেখেছেন।

ধীরে। আমি শুনলাম ভোরের অন্ধকারে যুবরাজ প্রাসাদের গুপ্তপথ দিয়ে রাজধানীর বাইরে চ'লে গেছেন।

শিবসিংহ। এই যুদ্ধের সময় যুবরাজ একা রাজধানীর বাইরে গেছে ? শত্রুপক্ষ হাতে পেলে তাকে বন্দী করবে।

ধীরে। যুবরাজের জন্য তোমার কোন ভয় নাই মহারাজ! তার সঙ্গে তার পাগলী মা আছে।

শিবসিংহ। সে তো এক ডাইনী।

ধীরে। না, সে স্নেহময়ী মা। তার চেয়ে যুবরাজকে কেউ বেশী ভালবাসে না। তার সঙ্গে যুবরাজের রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে।

শিবসিংহ। যুবরাজের সঙ্গে তার কিসের সম্বন্ধ ?

ধীরে। বলবো মহারাজ—যেদিন প্রমাণ দিতে পারবো। এখন তুমি রাজধানী রক্ষার চেষ্টা কর।

রোঘোর প্রবেশ।

রোঘো। বাবাঠাকুর! শত্রুসৈন্য ডাকিনীর শ্মশান পার হ'য়ে রাজধানী আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

ধীরে। আর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা নয় মহারাজ! এখুনি তুমি সৈন্য নিয়ে রাজধানীর দিকে ছুটে যাও।

শিবসিংহ। ব'লে যান সন্ন্যাসী ঠাকুর, এ যুদ্ধে কি আমার জয় হবে ?

ধীরে। ফল চেও না মহারাজ, শুধু কর্ম্ম ক'রে যাও। তোমার যতটুকু কর্ম্ম হবে, তার ফল বেটাকে দিতেই হবে। সে কমও দেবে না আর তুমি বেশী চাইলেও পাবে না।

[রোঘোসহ প্রস্থান।

শিবসিংহ। রাজীবরাও! তুমি একদল সৈন্য নিয়ে রাজধানীর পথ অবরোধ কর।

রাজীব। আর আপনি কোন্ পথে যাবেন ?

শিবসিংহ। আমি রাজধানীর পেছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো। দেখ্‌বো কোন্ শক্তিবলে রাজা চণ্ডসিংহ আমার শ্রীপুর কেড়ে নিতে এসেছে।

রাজীব। আপনি একা সৈন্যচালনা করতে যাবেন না মহারাজ!

শিবসিংহ। জগতে আস্‌বার সময় একাই এসেছি, যাবার সময়ও একা যাবো। তাই কর্ম্মপথে সঙ্গী নিয়ে জীবনের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।

[প্রস্থান।

রাজীব। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথায় মহারাজ মরণকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গেলেন। আমি যাবো মহারাজকে সাহায্য করতে—না—না, আমি যাবো রাজা চণ্ডসিংহকে বাধা দিতে। এখন উপায়? হ্যাঁ—হ্যাঁ, যুবরাজ নারায়ণসিংহ—নারায়ণসিংহকে খুঁজে আন্‌তেই হবে।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

বাঘার কুটীর।

রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। অবন্তিপুরের সঙ্গে লড়াই লেগেছে, রাজধানী থেকে মীরপুর-জঙ্গল পর্য্যন্ত ভীষণ মারামারি হ'চ্ছে। যুবরাজ, তুমি আমায় চাবুক মেরেছ, তার প্রতিশোধে তোমাকে আমার সোয়ামী ক'রে তবে ছাড়্‌বো।

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। রূপালি, কাজ শেষ।

রূপালী। কি কাজ?

রাঘব। তুই যা বলেছিলি? অবন্তিপুররাজকে ডেকে নিয়ে এসে শ্রীপুরের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দিলুম।

রূপালী। এ আর এমন কি কাজ? আমাদের নিয়ে তো শ্রীপুর-অবন্তিপুরে যুদ্ধ একদিন হ'তোই। তুই না হয় একটু তদ্‌বির ক'রে দুদিন আগে লাগিয়ে দিয়েছিস্।

রাঘব। একটু কি রে? রীতিমত বুদ্ধি খরচ ক'রে তবে যুদ্ধ লাগাতে হয়েছে। তোর জন্য যে কত খেটেছি, তা একমাত্র ভগবানই জানেন। নে, একটু ভাল ক'রে তোয়াজ কর্ দেখি।

রূপালী। কি তোয়াজ করবো?

রাঘব। এদিকে আয়, শিখিয়ে দিচ্ছি। (হাত ধরিবার উদ্যোগ)

রূপালী। না—না, এখন নয়, দেরী আছে। (সরিয়া গেল)

রাঘব। দূর! এই দেরী দেরী ক'রে অনেকদিন চ'লে যাচ্ছে। আর ভাল লাগে না।

রূপালী। তোর ভাল না লাগ্‌লে আমি কি করবো বল্?

রাঘব। আচ্ছা, তোর ব্যাপার কি? কাজে পাঠাবার সময় বেশ তো গায়ে প'ড়ে তদ্‌বির করিস্; কাজ সেরে এলেই আর আমল দিস্ না কেন বল্ তো?

রূপালী। চারদিকে আটঘাট না বেঁধে তোর সঙ্গে প্রেম করি, তারপর তুই কল্যাণীকে বে ক'রে আমায় দরিয়ায় ভাসিয়ে দে!

রাঘব। তোকে হাজারবার বলেছি, কল্যাণীর সঙ্গে আমার কোন

সম্বন্ধ নেই। যুবরাজের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে ; সে যুবরাজের বৌ হবে। তবু তুই কল্যাণী কল্যাণী ক'রে কেন আমায় বিরক্ত করিস্ বল্ তো ?

রূপালী। কিছু না, তুই শুধু কল্যাণীকে রাজবাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে আয়, তাহ'লেই আমি তোকে বিশ্বাস ক'রে তোর মনের মানুষ হ'য়ে যাবো।

রাঘব। যুবরাজ যদি রাজবাড়ীতে থাকে ?

রূপালী। যুবরাজ রাজবাড়ীতে নেই। আমি খবর পেয়েছি, তিনি ভোরবেলায় বেরিয়ে গেছেন।

রাঘব। সে যদি এদিকে এসে পড়ে ?

রূপালী। আমি মধুর সঙ্গে মহুয়া মিশিয়ে রেখেছি ; একটু খেলেই মদের মত নেশা হ'য়ে যাবে। নেশার ঘোরে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে। মহারাজ, দেওয়ান কেউ রাজবাড়ীতে নেই। তুই এইবেলা গিয়ে কল্যাণীকে সরিয়ে নিয়ে আয়।

রাঘব। ঠিক আছে, তোর জন্য এত কাণ্ড করেছি, এটাও কর্‌বো। তারপরও যদি তুই আমায় নিয়ে খেল্‌তে চাস্, তাহ'লে তোর ভাল হবে না।

রূপালী। আচ্ছা, তোর কি এই বিশ্বাস হয় যে, আমি তোকে নিয়ে খেলা করছি। তোকে যে আমি ভালবেসে ফেলেছি রে ! (গাল টিপিয়া দিল)

রাঘব। দূর ! শুধু শুধু ওসব ভাল লাগে না। পেটে খেলে তবে পিঠে সয়।

নারায়ণসিংহের প্রবেশ।

নারায়ণ। রূপালি !

রূপালী। একি, যুবরাজ—

রাঘব। তোমার শরীর এমন কেন বন্ধু? কোন অসুখ করেছে নাকি?

নারায়ণ। না—

রূপালী। আজ সকালেই শিকারে বেরিয়ে ছিলেন বুঝি?

নারায়ণ। না, শিকারে যাইনি। একজনকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

রাঘব। কে সে?

নারায়ণ। তোমরা চিন্‌বে না, আমিও চিন্‌তাম না, কিন্তু একবার দেখেই আর তাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি না।

রাঘব। তাঁকে খুঁজে পেয়েছ?

নারায়ণ। না, কি আশ্চর্য্য বন্ধু! সে প্রাসাদ থেকে চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার পেছু নিয়েছি, অথচ সারাদিন ঘুরেও আমি তার কোন সন্ধান পেলাম না। আর ধনপতি বলে, সে নাকি সর্ব্বদাই ছায়ার মত আমার পাশে পাশেই থাকে। রূপালি, বড় পিপাসা পেয়েছে। আমায় একগ্লাস জল দে।

রাঘব। এই, শীগ্‌গির যুবরাজকে একগ্লাস জল এনে দে।

রূপালী। সকাল থেকে কিছু খান্‌নি,—শুধু জল খাবেন? না একটু মধু এনে দেবো?

নারায়ণ। মধু আছে?

রূপালী। হ্যাঁ, আছে। আপনি বসুন, আমি নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। তোমাকে ক'দিন রাজধানীতে দেখিনি কেন বন্ধু?

রাঘব। কেন, আমি তো সর্ব্বদাই রাজধানীতে রয়েছি। তোমাকেই বরং আমি খুঁজে পাইনি!

নারায়ণ। আমার শরীর ভাল নয়, সেইজন্য কোথাও যাইনি।

রাঘব। চল না দুজনে শিকারে যাই—

নারায়ণ। না, ভাল লাগে না!

জল লইয়া রূপালীর প্রবেশ।

রূপালী। এই নিন্ মধু আর জল—

নারায়ণ। দে—(পান করিল)

রূপালী। (রাঘবের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া দিল)

রাঘব। উঃ!

নারায়ণ। কি হ'লো বন্ধু?

রাঘব। না, কিছু নয়। আচ্ছা. তুমি এখানে বিশ্রাম কর, আমি ঘুরে আস্‌ছি।

নারায়ণ। কোথায় যাবে বন্ধু?

রাঘব। বেশী দূরে নয়—এই কাছেই যাবো। রূপালি, আমি এখন চলি, কেমন? [প্রস্থান।

রূপালী। আর একটু মধু এনে দেবো?

নারায়ণ। না, আজকের মধু ভাল নয়। এই নে। (গ্লাস দিল)

রূপালী। আপনি বসুন, আমি এগুলো রেখে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। সারাদিন ঘুরে এলাম, তবু তার সন্ধান পেলাম না। একি! মাথাটা ঘুর্‌ছে কেন? সারা শরীর জ্বালা কর্‌ছে। অন্য দিন তো এরকম হয় না। রূপালি আজ আমায় কি খাওয়ালে?

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। বিষ।

নারায়ণ। বিষ? রূপালী আমায় বিষ খাওয়ালে?

রাজ্যেশ্বরী। ওরা জংলী জাত; ওদের কাছে যেটা প্রিয় খাদ্য, তোমার কাছে সেটা অখাদ্য হয় বাবা!

নারায়ণ। কে? কে কথা বল্‌লে? মা? কাছে এস মা! আমি তোমায় ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

রাজ্যেশ্বরী। ওরা তোমায় কোন মাদক দ্রব্য খাইয়ে দিয়েছে, তাতে তোমার নেশা হ'য়ে গেছে।

নারায়ণ। শয়তানী রূপালী আমায় মদ খাইয়েছে? আজ চাব্‌কে তার পিঠের ছাল তুলে নেবো। (পড়িয়া গেল)

রাজ্যেশ্বরী। কি হ'লো বাবা? (ধরিয়া ফেলিল)

নারায়ণ। তোমায় খুঁজতে বেরিয়ে আমি এখানে এসেছি।

রাজ্যেশ্বরী। আমাকে তুমি কেন খুঁজতে যাও?

নারায়ণ। তোমার কাছে যে আমার অনেক দেনা আছে মা!

রাজ্যেশ্বরী। দূর পাগল! মায়ের কাছে ছেলের কোন দেনা থাকে না। ছেলে হাজারবার মায়ের বুকে লাথি মেরে তবে বড় হয়; তা ব'লে মা ছেলের উপর রাগ করে না—আশীর্ব্বাদ করে।

নারায়ণ। কিন্তু আমার মা তোমায় মেরেছে, মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার কাছে গোপন করেছ, আমি সব শুনেছি। আমার অপরাধিনী মাকে তুমি ক্ষমা কর মা!

রাজ্যেশ্বরী। আমি তখনই তাকে ক্ষমা করেছি বাবা!

রূপালীর পুনঃ প্রবেশ।

রূপালী। কে কথা বল্‌ছে কুমার বাহাদুর? একি, তুমি—

নারায়ণ। এ আমার পাগলী মা।

রূপালী। ও, এ বুঝি সেই ডাইনী বুড়ী—যে মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে গিয়ে আপনাকে যাদু ক'রে ফেলে ?

নারায়ণ। তোর মত শয়তানীর চেয়ে আমার এ ডাইনী মা অনেক ভাল। তুই মধুর সঙ্গে মদ খাইয়ে আমার সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিস্; আর এই পাগলী মা আমায় বুকে ক'রে নিয়ে আমার সেই জ্বালায় সান্ত্বনা দিয়েছে।

রূপালী। ও, এই ডাইনী বুড়ী বুঝি বলেছে আপনাকে এইসব কথা ? রাণী-মার ভয়ে রাজবাড়ীতে যেতে পার না ব'লেই এখানে যুবরাজের মাথা খেতে এসেছ ? যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

নারায়ণ। না—না, ও যাবে না ; ও এখানে থাকবে।

রূপালী। যাও, বেরিয়ে যাও। সোজা কথায় যদি না যাও, তোমায় অপমান হ'য়ে যেতে হবে।

নারায়ণ। তবে রে শয়তানি ! (পড়িয়া গেল)

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—কি হ'লো বাবা ?

রূপালী। কিছু হয়নি। যাও, এখান থেকে চ'লে যাও।

রাজ্যেশ্বরী। আমার অচৈতন্য ছেলেকে ফেলে আমি যাবো না।

রূপালী। কি, যাবে না ? দাড়াও, আমি আজ তোমায় মেরে তাড়াবো।

ধনপতির প্রবেশ।

ধনপতি। খবরদার ! ওর গায়ে হাত দিও না।

রূপালী। ও যে ডাইনী বুড়ী ; যুবরাজকে খেতে এসেছে।

ধনপতি। না—না, ও ডাইনী নয়।

রূপালী। তবে ও কে ?

গীত।

ধনপতি।—

সব চেয়ে ওর আপন জন।
স্নেহসুধা দানে বঞ্চিত হ'য়ে বুকেতে ধরেছে আপন ধন।
এ মধু মিলন লাগি,
কত নিশি রয়েছে ও জাগি
কত আঁখিজল ঝরিয়াছে অবিরল
কত যাতনায় জ্বলিয়া পেয়েছে হারানো রতন।

কপালী। আমি ওসব বুঝি না। ও এখান থেকে যাবে কিনা জানতে চাই।

ধনপতি। যদি না যায়?

কপালী। আমার জংলী ভাইদের ডেকে নিয়ে আসছি।

ধনপতি। থাক্, তার কোন প্রয়োজন নেই। এসো মা, তুমি আমার সঙ্গে চ'লে এসো।

রাজ্যেশ্বরী। আমার খোকা—

ধনপতি। ওর জন্য কোন ভয় নেই। ও পুরুষসিংহ, তার উপর এটা ওর বাপের রাজ্য। এখানে যদি ওর কোন ক্ষতি হয়, এই জংলী পল্লীটাই শ্মশান হ'য়ে যাবে। এসো মা।

[রাজ্যেশ্বরীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কপালী। যার জন্য রাঘবকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েছি, আজ তাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিতে পারবো না। (নারায়ণসিংহের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল)

নারায়ণ। আঃ, মাথাটা জ্বলে গেল। মা! তুমি আমার আরও কাছে এস মা।

রূপালী। ভয় কি, আমি রয়েছি।

নারায়ণ। কে—কে তুই? মা—মা কোথায়?

রূপালী। চ'লে গেছে।

নারায়ণ। কোথায়—কোন্‌দিকে?

রূপালী। জানি না।

নারায়ণ। তুই আমার পাগলী মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্।

রূপালী। বেশ করেছি। মা—মা—মা; কিসের মা? ও তো একটা ডাইনী বুড়ী। ওর জন্য আপনি পাগল হ'য়ে গেলেন? আমি যে আপনার জন্য এত কবি, সে বুঝি ভাল লাগে না?

নারায়ণ। আমার পাগলী মায়েতে আব তোতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

রূপালী। যুবরাজ—

নারায়ণ। ওরে শয়তানি, যে একবার অমৃতের স্বাদ পায়, সে আর হাত পেতে বিষ খেতে চায় না। (গমনোদ্যোগ)

রূপালী। কোথায় যাচ্ছেন?

নারায়ণ। আমার পাগলী মাকে খুঁজ্‌তে।

রূপালী। তাকে আপনি খুঁজে পাবেন না।

নারায়ণ। আমি খুঁজে না পেলেও সে আমায় খুঁজে নেবে। তার সঙ্গে যে আমার অন্তরের সম্বন্ধ। তাই তুই তাকে শতবার তাড়িয়ে দিলেও সে আমায় ভুল্‌তে পার্‌বে না—আমিও তাকে ভুল্‌তে পার্‌বো না।

[প্রস্থান।

রূপালী। যতই মা মা করুন, যে কড়া মহুয়া খাইয়েছি, দশ পাও যেতে পার্‌বে না। ওই যুবরাজ প'ড়ে গেল; যাই, ওকে ঘরে

তুলে নিয়ে যাই। আজ আমি প্রাণভরে যুবরাজকে কাছে পাবো, আমার অনেকদিনের সাধ মিটবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

বাঘা ও বীরবলের প্রবেশ।

বীরবল। এখনও বল্‌ছি, আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার কর্।

বাঘা। দূর—দূর! তোমার কাছে যেদিন বশ্যতা স্বীকার কর্‌তে হবে, সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।

বীরবল। কেন, আমাকে কি যোদ্ধা মনে হয় না?

বাঘা। তুমি যুদ্ধ শিখ্‌লে কবে যে, তোমায় যোদ্ধা ব'লে মনে কর্‌বো?

বীরবল। যুদ্ধ যদি জানি না, তবে এই চক্‌চকে অস্ত্রখানা ব'য়ে বেড়াচ্ছি কেন?

বাঘা। ও ভূতের বোঝা বওয়াই সার। তোমার হাতে কোনদিন ওর সদ্ব্যবহার হবে না।

বীরবল। তোকে যখন পিছমোড়া ক'রে বেঁধে অবন্তিপুরে নিয়ে যাবো, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বি আমি কি চীজ।

বাঘা। সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠ্‌বে।

বীরবল। এখনও তোকে দয়া ক'রে আক্রমণ করিনি, তাই তুই রোয়াব দেখাচ্ছিস্।

বাঘা। যে গড়-থেকো সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছ, তাতে আর আক্রমণ করবে কি? আক্রমণের আগেই তো অর্দ্ধেক সাবাড় হ'য়ে গেছে, আর বাকীগুলো বন্ধুদের অবস্থা দেখে চম্পট দিয়েছে।

বীরবল। আরে, না—না; তোর মত ছোটলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ব'লে লজ্জায় ওরা আত্মবলি দিয়েছে; আর বাকীগুলো মনের ঘেন্নায় রণস্থল পরিত্যাগ করেছে। একটু দাঁড়া, আমি একদল সৈন্য নিয়ে আস্ছি—তারপর তোকে মজা দেখাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যোগ)

বাঘা। (বাধা দিয়া) আহা, রাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

বীরবল। কি অসভ্যের মত পথ আগ্‌লে দাঁড়াস্—ভাল লাগে না। সর্—পথ ছাড়্।

বাঘা। তা কি হয়? তুমি আমাদের পুরোনো বন্ধু, হাতে পেয়ে আদর-যত্ন না ক'রে কি ছাড়্তে পারি? (অস্ত্রধারণ)

বীরবল। এই মরেছে! তলোয়ার বার করলি কেন? এরকম তো কথা ছিল না। আমারও তো রয়েছে, আমি কি বার করেছি? তুই বার করলি কেন?

বাঘা। তোমায় জামাই-আদরে খাওয়াবো ব'লে।

বীরবল। তবে আয়, তোকে শেষ ক'রে সব পাপ চুকিয়ে দিয়ে যাই। (যুদ্ধ) আচ্ছা, একটু দাঁড়া। হাতটা ভেরে গেছে, একটু জিরিয়ে নিই, তারপর আবার লাগা যাবে।

বাঘা। এটা তোমার বোনাইয়ের রাজত্ব নয় যা খুসী তাই করবে।

বীরবল। যুদ্ধ করতে এসেছি ব'লে একটু জিরোতে পারবো না?

বাঘা। (হাত ধরিয়া) আমাদের কারাগারে গিয়ে জিরোবে চল।

বীরবল। তুই আমার হাত ধরলি কেন?

বাঘা। তোমায় বেঁধে নিয়ে যাবো ব'লে—

বীরবল। এই, শোন্ না। একটা কথা বলি—আচ্ছা, আমার মুখখানা দেখে কি মায়া হয় না ?

বাঘা। তুমি অবন্তিপুর-রাজ্যের সেরা শয়তান। রাজার সঙ্গে বোনের বিয়ে দিয়ে রাজ্যটাকে হস্তগত করেছ। তোমার অত্যাচার থেকে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করতে সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে আসতে হয়েছে। এরাজ্যে এসেও তুমি আমার মেয়ের উপর হামলা দিয়েছ! আজ আর হাতে পেয়ে তোমায় ছাড়ছি না। তোমায় মা-কালীর কাছে বলি দেবো।

বীরবল। আমার দোষগুলোই দেখছিস্, আমার গুণগুলো দেখতে পাচ্ছিস্ না ? আমি যে তোর মেয়েকে সেদিন মা ব'লে এলুম—সেটা দেখতে পেলি না ? ছাড়্—পথ ছাড়্।

বাঘা। এ কাজ আর কখনো করবে ?

বীরবল। এরপর আর কোন ভদ্রলোকে একাজ করে নাকি ?

বাঘা। যাও, আজকের মত ছেড়ে দিলুম! ফের যদি গুপ্তপথে আমাদের মারতে এস, সেদিন আর ক্ষমা নয়, একেবারে বলি।

বীরবল। এ পথে এই প্রণাম। বোনাই মশাইয়ের জন্যই আমার এই অপমান। নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এই জংলীটার সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে পাঠালে। দাঁড়াও, আজ বাড়ী গিয়ে দিদিকে দিয়ে বোনাইয়ের মুণ্ডপাত করিয়ে ছাড়বো, তবে আমার নাম।

[প্রস্থান।

বাঘা। ওটা একেবারে অপদার্থ। ওর মত লোককে মারতেও লজ্জা করে।

নেপথ্যে। জয় মহারাজ চণ্ডসিংহের জয়।

বাঘা। ওকি! মহারাজ চণ্ডসিংহের জয়ধ্বনি! মহারাজ চণ্ডসিংহ

একদল সৈন্য নিয়ে ঝড়ের মত এদিকে ছুটে আসছে! ওর তুলনায় আমার সৈন্যগণ অতি তুচ্ছ। এখন আমি কি করি? হ্যাঁ, আমার সামান্য সৈন্য নিয়েই আমি ওকে বাধা দেবো।

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। বাঘা—

বাঘা। একি! আপনি এসময় এখানে এলেন কেন মহারাজ?

শিবসিংহ। তোমায় খুঁজতে এসেছি।

বাঘা। আপনার সঙ্গে কত সৈন্য আছে?

শিবসিংহ। একজনও নেই, আমি একা এসেছি।

বাঘা। একা এখানে আস্‌বার কি দরকার ছিল আপনার?

শিবসিংহ। আমার সৈন্যদলে প্রচার হয়েছে, তুমি বিদ্রোহী হ'য়ে, আমার ধ্বংসের জন্য অবন্তিপুরের পক্ষে যোগ দিয়েছ।

বাঘা। কে প্রচার করেছে?

শিবসিংহ। কে প্রচার করেছে জানি না। একথা শুনে আমার সৈন্যগণ তোমায় মারবার জন্য উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। তাই তাদের শান্ত করতে আমি তোমায় দেখ্‌তে এসেছি।

বাঘা। আপনারা মানুষ চেনেন না মহারাজ, তাই আপনাদের পদে পদে ঠক্‌তে হয়। মানুষকে বিশ্বাস না ক'রে আপনি যখন রাজত্ব চালাতে পার্‌বেন না—তখন তাকে অত সহজে অবিশ্বাস করবেন কেন?

শিবসিংহ। তোমায় অবিশ্বাস করা কি আমার খুব অন্যায়?

বাঘা। এ যে আপনার কতবড় ভুল আপনি নিজের চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছেন? এখনও আমি আপনার জন্য জীবনপণ ক'রে লড়াই ক'রে যাচ্ছি।

শিবসিংহ। তুমি যদি এত প্রভুভক্ত, তবে তোমার ঘরে আমার ছেলে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে কেন?

বাঘা। কে কোথায় প'ড়ে আছে জানি না। ওই দেখুন মহারাজ, অবন্তিপুররাজ চণ্ডসিংহ একদল সৈন্য নিয়ে এদিকে আস্‌ছিলেন, আমার জংলী-ভাইরা তাকে বাধা দিয়েছে; আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না। চ'লে যান।

শিবসিংহ। না, এখুনি আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। যাও—তাকে নিয়ে এস।

বাঘা। মহারাজ! আমি আপনার কাছে অনুরোধ কর্‌ছি, এই সময় আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে আপনার দেশকে—জাতিকে—আপনার জন্মভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দেবেন না।

শিবসিংহ। যে আমার ছেলেকে গুমখুন কর্‌তে চায়, সেই বিশ্বাস-ঘাতকের সাহায্যে আমি আমার দেশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে চাই না।

বাঘা। আমার অপরাধ নেবেন না মহারাজ, এই আমি আপনার অস্ত্র ত্যাগ করলুম। (অস্ত্র ফেলিয়া দিল)

শিবসিংহ। বাঘা—

বাঘা। আমরা সরল মানুষ, সরল কথাই বলি। যে মনিব চাকরকে বিশ্বাস কর্‌তে পারে না, আমরা তার চাকরী করি না।

শিবসিংহ। অস্ত্র তুলে নাও বাঘা—

বাঘা। আর তা' হয় না মালিক! আমরা জংলী জাত, একবার যাকে থু ক'রে ফেলি, আর তাকে গিলি না।

শিবসিংহ। একটা কথা বাঘা—

বাঘা। আর কোন কথা নয়। আমি যুবরাজকে ফিরিয়ে আন্‌তে যাচ্ছি। তাঁকে আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে

যাবো—এ জংলীজাত বিশ্বাসঘাতক নয়। বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে আপনি এ জীবনের মত একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে হারিয়ে ফেল্‌লেন।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। উত্তেজিত সৈন্যদের কথায় বাঘাকে অবিশ্বাস ক'রে আমি কি ভুল করলাম? না—না, কিসের ভুল? তার ঘরে আমার ছেলে অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে আছে, এ তারই চক্রান্ত!

নেপথ্যে। জয় মহারাজ চণ্ডসিংহের জয়।

শিবসিংহ। ওকি! বাঘা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জংলী সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যাচ্ছে। ভয় নেই সৈন্যগণ! বাঘা গেছে, আমি আছি। আমি নিজে তোমাদের পরিচালনা করবো।

চণ্ডসিংহের প্রবেশ।

চণ্ডসিংহ। দাঁড়ান।

শিবসিংহ। একি! মহারাজ চণ্ডসিংহ, আপনি এখানে?

চণ্ডসিংহ। আপনি এখানে এসেছেন ব'লেই আমাকে রাজধানী ছেড়ে এখানে আস্‌তে হ'লো।

শিবসিংহ। আমি এখানে এসেছি, আপনি কি ক'রে জান্‌লেন মহারাজ?

চণ্ডসিংহ। আমার চক্রান্তেই আপনি নিজের সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এখানে এসে পড়েছেন।

শিবসিংহ। বাঘা বিদ্রোহী হয়েছে—একথা আপনি আমার সৈন্যদলের মধ্যে প্রচার করেছেন?

চণ্ডসিংহ। আমি বলেছি, প্রচার করেছে রাঘবরায়। তারই বুদ্ধিচাতুর্য্যে আজ আপনি আমার বন্দী।

শিবসিংহ। আমি সিংহ; আপনার মত শৃগালের কাছে বন্দিত্ব স্বীকার করবো না।

চণ্ডসিংহ। সিংহের দর্প এখনি খর্ব্ব হ'য়ে যাবে। (যুদ্ধ; কিছুক্ষণ পরে নিজের পরাজয় বুঝিয়া) সৈনিক! সৈনিক!

সৈনিকের প্রবেশ ও শিবসিংহের দক্ষিণ হস্তে অস্ত্রাঘাত।

শিবসিংহ। আঃ! কাপুরুষ! অবন্তিপুররাজ চণ্ডসিংহ! সম্মুখ-যুদ্ধে ভীত হ'য়ে পিছন থেকে আঘাত করিয়ে আমায় পরাজিত করলেন?

চণ্ডসিংহ। সৈনিক! মহারাজ শিবসিংহকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাও।

(সৈনিক শিবসিংহকে বন্দী করিল)

শিবসিংহ। আজ আপনি আমায় অন্যায় যুদ্ধে বন্দী ক'রে যে মহাপাপ করলেন, এর ফলভোগ করতে হবে। আমি যদি ক্ষত্রিয়-সন্তান হই, ভগবান যদি সত্য হয়, আপনাকেও একদিন এইভাবে বন্দী হ'য়ে আমার বিচার-সভায় দাঁড়াতে হবে।

[সৈনিকসহ প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। সে সুদিন আপনি আর এ জীবনে পাবেন না। সৈন্যগণ! ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা ক'রে দাও, শ্রীপুর-সৈন্যগণ পরাজিত, শ্রীপুর-অধিপতি মহারাজ শিবসিংহ আমার বন্দী। এইবার তোমরা বিজয়গর্ব্বে অবন্তিপুরে ফিরে যাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদ।

কল্যাণী ও রাঘবের প্রবেশ।

কল্যাণী। সেকি! যুবরাজ মদ খেয়েছেন?

রাঘব। তবে আর বল্‌ছি কি? মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে সেই জংলী মেয়েটাকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী যে কর্‌ছে, সে আর বল্‌বার কথা নয়।

কল্যাণী। তোমরা তাকে তুলে আন্‌তে পার্‌লে না?

রাঘব। বহু চেষ্টা করেছি তুলে আন্‌বার জন্য—পারিনি। কেউ তার কাছে গেলেই কেবল চাবুক নিয়ে তেড়ে আসে। কপালী'র প্রেমে যুবরাজ একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে।

কল্যাণী। যুবরাজ তো কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করে না।

রাঘব। আহা, যুবরাজ প্রেম কর্‌তে যাবে কেন, সেই মেয়েটাই মদ খাইয়ে যুবরাজকে কায়দা করেছে। তুমি বুঝে দেখ না, মেয়ে-ছেলে যদি গায়ে-পড়া হয়, পুরুষের মন টল্‌তে কতক্ষণ?

কল্যাণী। এখন উপায় কি রাঘব-দা?

রাঘব। আমি কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না। মহারাজ, দেওয়ান, কেউ রাজপ্রাসাদে নেই; তাই ভাব্‌ছি, কি ক'রে যুবরাজকে সেখান থেকে তুলে আনা যায়?

কল্যাণী। যুবরাজ কি জংলী মেয়েটাকে বিয়ে কর্‌তে চান?

রাঘব। এখন সেখানে যা হ'চ্ছে—সে বিয়ের বাবা। এখুনি সেখান থেকে যুবরাজকে তুলে আনতে না পারলে রূপালীর মাথায় সিঁদুর দিয়ে রাজপ্রাসাদে এনে হাজির করবে।

কল্যাণী। তোমরা কেউ যদি জংলী পল্লী থেকে যুবরাজকে তুলে আনতে না পার, আমি তাকে নিয়ে আসবো।

রাঘব। তুমি যদি যাও, ভালই হয়; তোমার উপর যুবরাজের দুর্ব্বলতা আছে। তুমি গেলে সে নিশ্চয়ই চ'লে আসবে। যদি যেতে হয়, এখুনি আমার সঙ্গে চল।

কল্যাণী। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি মহারাণীকে ব'লে আসি।

রাঘব। আহা, মহারাণীকে বলতে গেলে দেরী হ'য়ে যাবে। নেশা কেটে গেলে যদি জংলী মেয়েটার সঙ্গে মালাবদল হ'যে যায়, আর কোন উপায় থাকবে না। তাই বলছি, এখুনি গেলে ভাল হয়।

কল্যাণী। তবে চল।

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। কোথায় যাচ্ছো কল্যাণি? আরে, ভূতপূর্ব্ব ভাগ্নে যে! এখানে কি মনে ক'রে?

রাঘব। কিছু না; এই কল্যাণী ডেকেছিল, তাই এসেছিলাম।

শ্যামরাও। কল্যাণীও আজকাল তোমায় ডাকছে নাকি? তুমি দেখছি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি।

রাঘব। না, ঠিক তা নয়; তবে কি জানেন, আমার দ্বারা লোকে উপকার পায় ব'লেই আমায় খোঁজে আর কি।

শ্যামরাও। তোমাকে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

রাঘব। আমার দাঁড়াবার সময় নেই। কল্যাণি! তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি চল্‌লাম।

কল্যাণী। তুমি দাঁড়াও রাঘব-দা! আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

শ্যামরাও। তুমি কোথায় যাবে?

কল্যাণী। জংলী পল্লী থেকে যুবরাজকে তুলে আন্‌তে।

শ্যামরাও। যুবরাজের নিজের হাত-পা রয়েছে, সে চ'লে আস্‌তে পার্‌বে।

কল্যাণী। না, সে আস্‌তে পার্‌বে না। জংলী মদের নেশায় তাঁর হাত-পা অবশ হ'য়ে গেছে, তাই তাঁকে তুলে আন্‌তে যাচ্ছি!

শ্যামরাও। সেজন্য আমরা আছি। তোমার সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই।

কল্যাণী। আমার জন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। আপনি যেমন নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন, নিন্। এ রাজ্যটাকে লুটেপুটে নিয়ে নিজের বাক্স বোঝাই করুন।

শ্যামরাও। কল্যাণি—

কল্যাণী। জুচ্চোর—শয়তান—মাতাল! যান, স'রে যান। বোনের বাড়ীর ভাত এখনও আপনার পেটে গজ্‌গজ্ করছে, আমায় বাধা দিয়ে বোনের ছেলেটির আর সর্ব্বনাশ করবেন না।

শ্যামরাও। আমায় যত পার গালাগালি দাও; শুধু একটা কথা শুনে যাও—

কল্যাণী। যুবরাজকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আপনার কথা শুন্‌বো। যত চেষ্টাই করুন, যুবরাজকে মেরে আপনি শ্রীপুরের সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌বেন না। এসো রাঘব-দা!

[প্রস্থান।

রাঘব। নমস্কার ভূতপূর্ব্ব মামা!

শ্যামরাও। শোন—শোন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রাঘব। শুন্‌বো—আজ নয়, আর একদিন।

শ্যামরাও। ভীষণ জরুরী কথা হে!

রাঘব। তাইতো দূর থেকে আপনাকে নমস্কার ক'রে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

শ্যামরাও। উঃ! ভীষণ ভুল হ'য়ে গেল। একখানা অস্ত্র বা দু'একজন রক্ষী প্রহরী থাক্‌লে ব্যাটাকে এইখানেই কায়দা ক'রে ফেল্‌তাম। ব্যাটার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! মেয়েটাকে এমন মন্ত্র দিয়েছে যে, আমাকে একেবারে থ' ক'রে দিয়ে চ'লে গেল! মেয়েটাকে নিয়ে কি বিপদে ফেল্‌বে? প্রাসাদে কে আছ, মহারাজকে সংবাদ দাও।

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়াবতী। যুদ্ধের সংবাদ কি শ্যামরাও?

শ্যামরাও। যুদ্ধের সংবাদ পরে শুন্‌বে। যারা যুদ্ধ কর্‌তে গেছেন, তাঁরা পুরুষ; হয় মর্‌বে, না হয় মার্‌বে। এদিকে তোমার চোখের উপর থেকে তোমার ভাবী পুত্রবধূ চুরি হ'য়ে গেল, তার কি কর্‌বে?

মায়াবতী। সেকি! কল্যাণী কোথায়?

শ্যামরাও। এতক্ষণ চোরের চোর-কুঠরীতে।

মায়াবতী। কে নিয়ে গেল?

শ্যামরাও। যুবরাজের প্রিয় বন্ধু রাঘবরায়।

মায়াবতী। তুমি কোথায় ছিলে?

শ্যামরাও। তার সাম্‌নেই ছিলাম।

মায়াবতী। তুমি বাধা দিতে পারলে না?

শ্যামরাও। ফুরসুৎ পেলাম না।

মায়াবতী। তুমি একটি অপদার্থ।

শ্যামরাও। প্রথমটা আমায় অপদার্থ হ'য়েই থাকতে হয়েছিল দিদি! নূতন দেশে এসেছি, এখানকার হালচাল আমার জানা ছিল না; তাই প্রত্যেক চালে আমি কিস্তি খেয়ে যাচ্ছি।

মায়াবতী। প্রাসাদে কোন পুরুষ নেই, আমি এখন কি করি? শ্যামরাও! তুমি নারায়ণসিংহকে সংবাদ দাও।

শ্যামরাও। সংবাদ দিলেও সে এখন শুনতে পাবে না। জংলী মদের নেশায় তার কাণ বধির হ'য়ে গেছে।

মায়াবতী। নারায়ণসিংহ মদ খেয়েছে?

শ্যামরাও। সে খায়নি, তার হিতৈষী বন্ধুরা তাকে আদর ক'রে মদ খাইয়ে দিয়েছে।

মায়াবতী। আমার একমাত্র সন্তান মাতাল? শ্যামরাও! তুমি এখুনি সমর-শিবিরে গিয়ে মহারাজকে সংবাদ দাও।

রাজীবরাওয়ের প্রবেশ।

রাজীব। মহারাজ বন্দী।

মায়াবতী। সেকি! কে তাকে বন্দী করেছে?

রাজীব। অবন্তিপুররাজ চণ্ডসিংহ।

শ্যামরাও। অসংখ্য সৈন্য-পরিবেষ্টিত মহারাজকে বন্দী করলে কি ক'রে?

রাজীব। সুচতুর চক্রীর চক্রান্তে মহারাজ নিজের সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মীরপুর-সীমান্তে গিয়ে পড়েছিলেন। বাঘার ঘরে যুবরাজ

অচৈতন্য হওয়ার জন্য তিনি বাবাকে সন্দেহ করেন। বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার জংলী সৈন্যগণ চণ্ডসিংহের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যায়; সেইসময় রাজা চণ্ডসিংহ মহারাজকে একা পেয়ে বন্দী করেছে।

মায়াবতী। আমার অনুরোধ জানিয়ে বাবাকে বলুন, সে যেন তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখুনি অবন্তিপুরের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মহারাজকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসে।

রাজীব। আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে আমি এখুনি বাবার কাছে যাচ্ছি।

শ্যামরাও। না—না, আমার মত আপনি আর চালে ভুল করবেন না। বাইরে হানা দেবার আগে ঘর সাম্‌লাতে হবে। কল্যাণীকে উদ্ধার করতে হবে, যুবরাজকে তুলে আন্‌তে হবে, তবে অবন্তিপুর আক্রমণ করবো।

রাজীব। কল্যাণী—কোথায় কল্যাণী?

শ্যামরাও। রাজপ্রাসাদ থেকে চুরি হ'য়ে গেছে।

রাজীব। আমার কল্যাণী মা চুরি হ'য়ে গেছে? মহারাণি! আমি যে অতি বড় বিশ্বাসে আমার মেয়েকে আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলাম! এ আপনি কি করলেন মহারাণি?

শ্যামরাও। আহা, মেয়ে আপনার মরেনি—বেঁচে আছে।

রাজীব। আপনার সন্তান হয়নি; তাই পিতার বুকে সন্তানের বিয়োগ-ব্যথা কতখানি লাগে, আপনি বুঝ্‌তে পারবেন না।

শ্যামরাও। বুঝ্‌তে পারছি দেওয়ানজি! কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদলে আপনার মেয়েকে ফিরে পাবেন না। এখন আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না ক'রে আগে যুবরাজকে উদ্ধার করি

আসুন। বেশী দেরী করলে যুবরাজকেও পাওয়া যাবে না—আপনার মেয়েকেও পাওয়া যাবে না। আসুন আমার সঙ্গে।

মায়াবতী। না, আগে অবন্তিপুর থেকে মহারাজকে উদ্ধার করতে হবে।

শ্যামরাও। না দিদি, আগে যুবরাজকে উদ্ধার করতে হবে।

মায়াবতী। তোমার মত গণ্ডমূর্খের পরামর্শ শুনে কাজ করলে আমাদের আবার ঠকতে হবে।

শ্যামরাও। দিদি, আমি মূর্খ নই; শাস্ত্র, বেদবেদান্ত, দর্শন আমার কণ্ঠস্থ।

মায়াবতী। তুমি যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তার প্রমাণ কই?

শ্যামরাও। যার বাক্সে পয়সা নেই, বিদ্যার জাহির ক'রে তার কোন লাভ নেই। দারিদ্র্য-দোষে সর্ব্বগুণ নাশে। যার অর্থ আছে, শত শত বিদ্বান তারই দোরে বাঁধা আছে। আসুন দেওয়ানজি!

রাজীব। আপনি যুদ্ধ করতে জানেন না, কি সাহসে আপনাকে নিয়ে আমি যুবরাজকে উদ্ধার করতে যাবো?

শ্যামরাও। ফলেন পরিচীয়তে। ওকথা আর এখানে কেন? কল্যাণীকে উদ্ধার করার পরই আপনি আমার সব পরিচয় পেয়ে যাবেন।

মায়াবতী। তুমি তো একটা জঘন্য মাতাল!

শ্যামরাও। মদ আমি খাই দিদি, মদে আমায় খায় না। এই মদের বোতল তোমার পায়ের তলায় রেখে দিলুম। যতদিন না মহারাজকে মুক্ত ক'রে, কল্যাণীকে উদ্ধার ক'রে যুবরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিতে পারি, ততদিন মদ আর আমি ছোঁবো না। তোমার যে সন্তানের মঙ্গলের জন্য আমায় ডেকে এনেছ, তার মঙ্গল কামনাই হবে আজ থেকে আমার ধ্যান জ্ঞান। এইবার আমার স্বরূপ প্রকাশ হবে দিদি! আজ পৃথিবীর সব

শয়তান যদি এক সঙ্গে সমবেত হয়, তারা আমার গতিরোধ করতে পারবে না।

রাজীব। যে শয়তানের চক্রান্তে মহারাজ বন্দী হয়েছেন, আপনি তাকে কোথায় খুঁজে পাবেন ?

শ্যামরাও। খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে না ; ধরতে গেলেই সে পালিয়ে যাবে। তার কিস্তিতেই যুবরাজ অচৈতন্য, মহারাজ বন্দী, কল্যাণী নিরুদ্দেশ। এখন চালে ভুল করলেই আমরা মাৎ হ'য়ে যাবো। আমাদের এমন চালে চলতে হবে, যাতে সে নিজের চালে নিজেই মাৎ হ'য়ে যায়।

মায়াবতী। শ্যামরাও !

শ্যামরাও। ভয় নেই দিদি ! তোমরা যাকে দুটি-ভাত দিয়ে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য মাতাল ক'রে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছ, কাজের সময় সেই প্রমাণ ক'রে যাবে যে, যাকে রাখো সেই রাখে।

[প্রস্থান।

মায়াবতী। দেওয়ানজি !

রাজীব। ভয় নেই মহারাণি ! আমি এখুনি সৈন্য নিয়ে কল্যাণীকে খুঁজতে যাচ্ছি। যে শয়তান আমার মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছে, তার ছিন্নশির আমি আপনার পায়ে উপহার দিয়ে যাবো।

মায়াবতী। আর মহারাজের মুক্তি ?

রাজীব। বাবার সাহায্য যদি পাই, একদিনেই আমি অবন্তিপুর রাজ্য শ্মশান ক'রে মহারাজকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসবো। আর যদি না পারি, আমি এজীবনে শ্রীপুরে ফিরে আসবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জংলী পল্লী।

কল্যাণী ও রূপালীর প্রবেশ।

কল্যাণী। যুবরাজ—যুবরাজ! কই, কোথায়? যুবরাজ কোথায়?

রূপালী। কেন, কি দরকার তাকে?

কল্যাণী। আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

রূপালী। না, সে যাবে না।

কল্যাণী। আমি তাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবো।

রূপালী। এত আশা তোমার?

কল্যাণী। হ্যাঁ, রাজার ছেলে জংলী পল্লীতে প'ড়ে থাক্‌বে, এ অন্যায় রাজ্যবাসী সহ্য কর্‌বে না। বল, কোথায় যুবরাজ?

রূপালী। বল্‌বো না।

কল্যাণী। সহজে না বল্‌লে তোমার বিপদ হবে।

রূপালী। আগে নিজের বিপদ সামলাও, তারপর আমায় বিপদের ভয় দেখিও।

কল্যাণী। আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমার লাভ হবে না, আমি এ রাজ্যের দেওয়ানের মেয়ে। বিপদকে আমি ভয় করি না।

রূপালী। কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছো ধারণা নেই? এখান থেকে তোমার রাজ্য—রাজধানী অনেক দূর।

কল্যাণী। যত দূরেই হোক্, বল, যুবরাজ কোথায়। আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবোই।

রূপালী। পার তো যুবরাজকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কল্যাণী। যুবরাজ—যুবরাজ—

রূপালী। এখনো চিৎকার করছো? দাঁড়াও, আমি তোমায় একেবারে শেষ ক'রে দিচ্ছি। (হত্যায় উদ্যত)

রাঘবের প্রবেশ।

রাঘব। আরে, একি কর্‌ছিস্?

কল্যাণী। রাঘব-দা! তুমি আমায় এখান থেকে নিয়ে যুবরাজের কাছে পৌঁছে দাও।

রাঘব। বাপ্‌রে! ওই জংলীদের বিরুদ্ধে কথা বলি, আর আমার জান্‌টা খতম হ'য়ে যাক্।

রূপালী। এসো আমার সঙ্গে। (কল্যাণীর হাত ধরিল)

কল্যাণী। যাবো না। যুবরাজ, উঠে আসুন! এরা আমায় মেরে ফেল্‌বে।

রূপালী। চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে ফেল্‌লেও সে শুন্‌তে পাবে না। এসো, চ'লে এসো।

[কল্যাণীকে লইয়া প্রস্থান।

রাঘব। শ্রীপুররাজ শিবসিংহ বন্দী। যুবরাজ নারায়ণসিংহ এখানে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে। আজ রাতের অন্ধকারে যুবরাজকে হত্যা ক'রে আমি হবো শ্রীপুরের রাজা। আর ওই পূর্ণ যুবতী রূপালী হবে রাণী। রূপালী—রূপালী। রূপালীর যৌবন আমায় পাগল ক'রে দিয়েছে।

রূপালীর পুনঃ প্রবেশ।

রূপালী। যাক্, অনেক কষ্টে মেয়েটাকে ঘরে পুরে শেকল তুলে দিয়েছি।

রাঘব। যুবরাজ কোথায় ?

রূপালী। ওই অন্ধকারে নেশার ঘোরে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে।

রাঘব। এখন জাগ্‌তে পারে ?

রূপালী। কেউ না ডাক্‌লে জাগ্‌বে না।

রাঘব। তোর জন্য কত কাণ্ড কর্‌লুম দেখ্‌লি ?

রূপালী। দেখেছি।

রাঘব। যা-যা বলেছিলি. সব মিলেছে ?

রূপালী। মিলেছে।

রাঘব। তবে এখনও দূরে দূরে কেন ? আয়, কাছে আয়। (হাত ধরিল)

রূপালী। আহা, হাত ছাড়—

রাঘব। না, আর ছাড়্‌বো না। তোর সব আদেশ নতমস্তকে পালন কর্‌লুম, এখন তুই আমার একটা কথা শোন্‌! আয়—কাছে আয়, আজকের দিনে দুজনে একটু আমোদ-আহ্লাদ করি আয়।

রূপালী। আগে তুই রাজা হ'বে সিংহাসনে বোস্‌, তবে তো আমোদ-আহ্লাদ হবে।

রাঘব। সে তখন নূতন ক'রে ফুলশয্যা হবে। এখন তো তুই আমার কাছে আয়। (দুই হাত ধরিল)

রূপালী। এই উল্লুক, হট্‌ যা—(লাথি মারিল)

রাঘব। তার মানে ?

রূপালী। বেরিয়ে যা এখান থেকে।

রাঘব। ও, আমাকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়ে তুই আমায় হটিয়ে দিবি ?

রূপালী। না, তোর মত মেয়েমানুষের পা-চাটা কুকুরকে বে কর্‌বে ?

রাঘব। এই যদি তোর মনে ছিল, তবে আমাকে দিয়ে কল্যাণীর সঙ্গে যুবরাজের বিয়ে ভেঙ্গে দিলি কেন?

কপালী। আমি যুবরাজের বৌ হবো ব'লে তোকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েছি। তুই চিনির বলদ। ব'য়েই মর, চিনি খাবার আশা করিসনি।

রাঘব। আমাকে অকৃতজ্ঞ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সাজিয়ে তুই মজা লুটবি? তোর সে আশায় ছাই দিতে এখুনি আমি যুবরাজকে হত্যা করবো। (প্রস্থানোদ্যোগ)

কপালী। হুঁসিয়ার শয়তান! (হত্যায় উদ্যত)

রাঘব। (হাত ধরিয়া) ও! এতদূর! যৌবন দেখিয়ে জগতের সরল মানুষটাকে তুই যখন শয়তান তৈরী করেছিস, তার পুরস্কার তোকেই নিতে হবে।

কপালী। রাঘব! শয়তান! তুই আমায় মারবি?

রাঘব। হাঃ হাঃ হাঃ! শয়তান! ওরে শয়তানি! বিষবৃক্ষ রোপণ করলে বিষফল খেতেই হবে। যে যৌবন দেখিয়ে জগতের কাছে তুই আমায় ঘৃণিত দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছিস, সে যৌবন জীবন তোর এইখানেই শেষ হ'য়ে যাক্। (ছুরিকাঘাত)

কপালী। আঃ—বাপ্‌, যুবরাজ শয়তান আমায় ছুরি মেরেছে।

[প্রস্থান।

রাঘব। যা—প'ড়ে প'ড়ে চিৎকার করগে যা। এখনই আমি তোর যুবরাজকে হত্যা ক'রে এখান থেকে চ'লে যাবো।

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। (সামনে অস্ত্র ধরিয়া) যাবার পথ নেই।

রাঘব। একি! আপনি আমায় হত্যা করবেন?

শ্যামরাও। না—তোমার গায়ে গুড় দিয়ে চাটবো।

রাঘব। এখনো বলছি আমার পথ ছেড়ে দাও।

শ্যামরাও। ছাড়বো না।

রাঘব। হুঁসিয়ার!

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। আমার ঘরে রোয়াব দেখায় কে রে?

শ্যামরাও। বাঘা এসেছ? ওই দেখ—

রাঘব। সর্দ্দার, এই শয়তান তোমার মেয়েকে ছুরি মেরেছে।

বাঘা। আমার মেয়েকে ছুরি মেরেছে? আমার রূপালী মা—

রাঘব। তোমার রূপালী আর নেই সর্দ্দার! এই শয়তান তাকে মেরে ফেলেছে। ওই ওদিকে চেয়ে দেখ, দাওয়ার উপর তোমার রূপালী ম'রে প'ড়ে আছে।

বাঘা। তুমি আমার মেয়েকে ছুরি মেরেছ?

শ্যামরাও। বিশ্বাস কর সর্দ্দার—

রাঘব। না—না, ওর কথা শুনো না সর্দ্দার! ও তোমার মেয়েকে মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল, আমি ধরতে গেছলুম ব'লে ওই দেখ তলোয়ার নিয়ে আমায় মারতে এসেছে। আর দেখ, ওরই হাতে তোমার মেয়ের বুকের রক্তমাখা ছুরি।

শ্যামরাও। রাঘবরায়!

রাঘব। আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করার এই যোগ্য পুরস্কার।

[প্রস্থান।

শ্যামরাও। তোমার মেয়েকে হত্যা ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে, ওকে—ধর বাঘা—ওকে ধর।

বাঘা। ওকে ধর্‌বো না, ধর্‌বো তোমাকে। বল্‌ শয়তান, কেন তুই আমার মেয়েকে মেরেছিস্‌?

শ্যামরাও। বিশ্বাস কর সর্দ্দার! আমি তোমার মেয়েকে মারিনি। ওই রাঘবরায় তোমার মেয়েকে খুন ক'রে পালিয়ে গেল।

বাঘা। তোর মুখের উপর ব'লে গেল তুই আমার মেয়েকে মেরেছিস্‌। এখন আবার মিথ্যা কথা? আজ তোকে আমি জানে মেরে দেবো শয়তান! (হত্যায় উদ্যত)

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। শয়তান ও নয় বাবা, শয়তান রাঘবরায।

বাঘা। তুমি কে?

শ্যামরাও। ওই যুবরাজের পাগলী মা।

বাঘা। তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে বাঘবরায় আমার মেয়েকে মেরেছে?

রাজ্যেশ্বরী। আমি সব দেখেছি। রাঘবরায় তোমাব মেয়েকে মেরে পালিয়ে যাচ্ছিল, উনি এসে তাকে বাধা দিয়েছিলেন। তুমি আস্‌তেই রাঘবরায় তোমায় উল্টো বুঝিয়ে পালিযে গেল।

বাঘা। পালিয়ে বাঁচ্‌তে পারবে না মা! আমি দুনিয়া ঢুঁড়ে তাকে খুঁজে নিয়ে আস্‌বো। হুজুর, আপনাকে অপমান ক'রে যে অন্যায় করেছি, সেজন্য আপনি আমায মার্জ্জনা কব্‌বেন। রূপালি—রূপালি—

শ্যামরাও। এখন শোকের সময় নয় সর্দ্দার! তোমাব মেয়েকে যে মেরেছে, এর মধ্যে বিশেষ কারণ আছে। সেই কারণ জান্‌তে হ'লে সেই শয়তানকে ধর্‌তে হবে। তা না হ'লে তুমি, আমি, যুবরাজ, দেওয়ান এরাজ্যের অনেককেই তার হাতে প্রাণ দিতে হবে।

বাঘা। আর একটা প্রাণ যাবার আগে আমার হাতে তার মাথাটা ধড়ছাড়া হ'য়ে যাবে। রূপালি — রূপালি!

[প্রস্থান।

শ্যামরাও। সর্দ্দার—সর্দ্দার!

ধীরেঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। পাগলী মা আছে? পাগলী মা?

রাজ্যেশ্বরী। বাবা—আমার খোকাকে ভাল ক'রে দিন।

ধীরে। আমি মায়ের নাম জপ ক'রে দিয়েছি, তোর খোকা ভাল হ'য়ে গেছে। যা—যা, তাকে তুলে দিগে যা। তার বাপ বন্দী হয়েছে, আর তো তার ঘুমিয়ে থাকা সাজে না।

রাজ্যেশ্বরী। আমি এখনি তাকে তুলে দিচ্ছি। তার বাবা শত্রুর হাতে বন্দী, আর কি আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌তে পারি? এখুনি যে তার বাবাকে মুক্ত করতে যেতে হবে। না—না, তার বাবা তো মহারাজ শিবসিংহ নয়।

ধীরে। খবরদার। আর একটা কথা বল্‌লে তোর আশায় ছাই পড়্‌বে।

রাজ্যেশ্বরী। ভুল হ'য়ে যায় বাবা! যত দিন যাচ্ছে, আমি সব ভুলে যাচ্ছি। বাবা, সে লম্পট পাষণ্ডকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?

ধীরে। যাবে।

রাজ্যেশ্বরী। কবে?

ধীরে। সাতদিন পরে। আমার মা বলেছে—সাতদিন পরে সে পাষণ্ড ধরা প'ড়ে যাবে।

রাজ্যেশ্বরী। একবার যদি তাকে পাই—ছেড়ে দেবো না। তার মহা অপরাধের বিচার করবো—বিচার করবো।

[প্রস্থান।

ধীরে। শ্যামরাও, তোমায় সৈন্য নিয়ে এখুনি শয়তানকে ধরতে যেতে হবে।

শ্যামরাও। সেই শয়তান কোন্‌দিকে গেল বলতে পার ?

ধীরে। আমি দূর থেকে দেখতে পেলুম, একটা মুখ বাধা মেয়েকে নিয়ে যুবরাজের তাজি ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

শ্যামরাও। শয়তান রাঘবরায় কল্যাণীকে এখান থেকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বিদায় সাধুবাবা—

ধীরে। একা কোথায় যাবে ?

শ্যামরাও। নির্য্যাতিতা কল্যাণীকে উদ্ধার করতে—

ধীরে। একা যদি তুমি কল্যাণীকে উদ্ধার করতে না পার ?

শ্যামরাও। আমার জীবনটাই দিয়ে যাবো, তবু জীবিত থেকে শয়তানের চক্রান্ত আমি সহ্য করবো না।

[প্রস্থান।

ধীরে। বাঘা—বাঘা—

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। বলতে পারেন সাধুবাবা, আমি এমন কি পাপ করেছি, যার জন্য আমার মেয়ে হারাতে হ'লো ?

ধীরে। তোমার পাপ নয় বাঘা! তোমার মেয়ে নিজের পাপেই নিজের জীবন দিয়ে গেল। তোমাকে কিন্তু তোমার মেয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

বাঘা। প্রতিশোধ? হ্যা সাধুবাবা—এমন প্রতিশোধ আমি নেবো, যা দেখে পৃথিবীটা ভয়ে শিউরে উঠ্‌বে।

ধীরে। সত্য যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে শ্রীপুরের পক্ষে অস্ত্র-ধারণ ক'রে এখুনি সৈন্যদল নিয়ে তুমি অবন্তিপুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।

বাঘা। না, শ্রীপুররাজ আমায় অবিশ্বাস করেছেন, তাই তাঁর পক্ষে আমি আর অস্ত্রধারণ কর্‌বো না।

ধীরে। উত্তেজিত হ'য়ে মানুষ অনেক ভুল করে বাঘা।

বাঘা। ভুল—ভুলই থাক্‌ বাবা!

ধীরে। বাঘা, আমার অনুরোধ—

নারায়ণসিংহের প্রবেশ।

নারায়ণ। না—না, অনুরোধ নয়, আমার আদেশ—বাঘাকে এখুনি আমাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ কর্‌তে হবে।

ধীরে। যুবরাজ!

নারায়ণ। পাগলী মায়ের কাছে শুনেছি, অবন্তিপুররাজের হাতে আমার পিতা বন্দী হয়েছেন। আমার বন্দী পিতাকে মুক্ত কর্‌বার জন্য আমি বাঘাকে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ করছি।

বাঘা। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি যুবরাজ, শ্রীপুররাজ শিবসিংহের পক্ষে অস্ত্রধারণ কর্‌বো না?

নারায়ণ। অবন্তিপুররাজের অত্যাচারে সর্ব্বস্ব হারিয়ে শ্রীপুররাজ শিবসিংহের দয়ার দ্বারে এসে যেদিন দাঁড়িয়েছিলে, তিনি যদি সেদিন দয়া না কর্‌তেন, কোথায় থাক্‌তে তুমি, কোথায় থাক্‌তো তোমার জংলী আভিজাত্য?

বাঘা। সত্যকথা যুবরাজ। কিন্তু মহারাজ যে আমার বিশ্বাস করেন না।

নারায়ণ। তোমার সেই দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতা আজ পাষণ্ড অবন্তিপুর রাজের হাতে বন্দী হয়েছেন।

ধীরে। পাষণ্ডের হাত থেকে তোমাদের মান ইজ্জত রক্ষা ক'রে যিনি নিজে বন্দী হলেন, তাঁকে উদ্ধার করার চেয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা বড় হ'লো বাঘা ?

বাঘা। না, আমার বিপন্ন আশ্রয়দাতার মুক্তিই আমার কাছে বড়।

ধীরে। আর তোমার কন্যাহত্যার প্রতিশোধ ?

বাঘা। আমার কন্যাহত্যার প্রতিশোধ নিতে সারা অবন্তিপুররাজ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করবো।

ধীরে। তোমার আশ্রয়দাতা বন্দী মহারাজ শিবসিংহ—

বাঘা। আমি বাহুবলে তাঁকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আসবো।

নারায়ণ। তবে শ্রীপুরের পক্ষে তুমি অস্ত্রধারণ কর—

বাঘা। মহারাজের পক্ষে আমি অস্ত্রধারণ করবো সত্য—কিন্তু এক সর্ত্তে। তিনি আমায় অবিশ্বাস করেছেন, তাই আমি তাঁর অন্ন খাবো না—বেতন নেবো না, তাঁর দানের প্রতিদান দিতে আমি তাঁকে মুক্ত ক'রে এনে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে চিরদিনের মত এরাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবো।

ধীরে। তবে এই নাও অস্ত্র। শ্রীপুরের সৈনাপত্য নিয়ে মহারাজকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, আমার মা চায় মহারাজ চণ্ডসিংহকে অক্ষত বন্দী—

বাঘা। সাধুবাবা, বাঘা যখন আবার অস্ত্রধারণ করেছে, তার মনিবকে আর কেউ বন্দী ক'রে রাখ্‌তে পারবে না। হো জংলী ভাইসব।

মাদল—মাদল। লড়াই দিতে হবে, দুষমন মারতে হবে। আগে বাড়ো ভাইসব, আগে বাড়ো। পায়ের ধুলো দাও সাধুবাবা! মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে গেছে, যেন আমি সেকথা রাখতে পারি।

[প্রস্থান।

ধীরে। আর অপেক্ষা নয় যুবরাজ! দেওয়ান রাজীবরাও রাজধানী থেকে অবন্তিপুরে সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে। পথে তুমি তার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তোমার পিতাকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এসো।

নারায়ণ। আমার পিতাকে যে অপমান করেছে, তাকে আমি সহজে ছাড়বো না। পিতার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, অবন্তিপুর-রাজ্য আমি শ্মশান ক'রে দেবো. তবু আমার পিতাকে আমি অবন্তিপুর-কারাগারে প'চে মরতে দেবো না।

ধীরে। যুবরাজ—

নারায়ণ। বৈদেশিক আক্রমণের সময় শয়তানের চক্রান্তে আমি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে থেকে যে মহাপাপ করেছি, আজ বুকের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

[প্রস্থান।

ধীরে। যত লাফালাফি কর, কেউ কিছু করতে পারবে না। জগতে সবাই মনে করে আমি বড়। আমি বুদ্ধিমান। আমি শক্তিমান। ওরে মূর্খের দল! তুই যদি সব, তবে তোর ইচ্ছায় তোর জনম-মরণ হয় না কেন? তুই আমি কেউ কিছু নয়। আমাদের সবাইকে মায়ার-দড়িতে বেঁধে লাগাম ধ'রে ব'সে আছে মধুময়ী একাক্ষরী ওই মা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অবন্তিপুর-শিবির।

চণ্ডসিংহ ও বীরবল।

চণ্ডসিংহ। বাঘার ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে।

বীরবল। না মহারাজ!

চণ্ডসিংহ। কেন বাঘার ঘরে আগুন দেওয়া হয়নি?

বীরবল। নিজের ঘর পোড়াতে চাই না ব'লে।

চণ্ডসিংহ। এত ধর্ম্মজ্ঞান এতদিন ছিল কোথায়?

বীরবল। পাপের প্রতাপে চাপা পড়েছিল।

চণ্ডসিংহ। না, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না।

বীরবল। মানুষের সঙ্গে থাকলে তো মানুষ হবো।

চণ্ডসিংহ। তার মানে, আমি মানুষ নই, জানোয়ার।

বীরবল। আজ্ঞে না, আপনি দেবতা—

চণ্ডসিংহ। বাচালতা রাখ। যাও, এখুনি সৈন্য নিয়ে বাঘার ঘরে আগুন দিয়ে এসো।

বীরবল। মাফ কর্‌বেন, ও কাজে আমি রাজী নই।

চণ্ডসিংহ। মনে রেখো, আমার আদেশ—

বীরবল। আপনার আদেশ পালন কর্‌তে গিয়ে কিল চড় গলাধাক্কা অনেক-কিছু হজম করেছি, আর নয়।

চণ্ডসিংহ। আমার আদেশ তুমি পালন কর্‌বে কি না?

বীরবল। আপনার চাকরীই কর্‌বো না, আর আদেশ পালন!

চণ্ডসিংহ। বীরবল!

বীরবল। ও যতই চোখরাঙান, পাপের কাজ আমি আর করবো না মশাই! এতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। মন্ত্রী সেনাপতির পদে চাকরী করলে মাইনের চেয়ে খরচই বেশী, কাজেই দিনরাত আমায় চুরির চিন্তা করতে হয়। দিনরাত চুরির চিন্তা করলে আমি কাজের চিন্তা করবো কখন?

চণ্ডসিংহ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি কাজ কর। আমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি।

বীরবল। আপনি যত মাইনে বাড়াবেন, আমার মদ আর মেয়েমানুষের খরচ তত বেড়ে যাবে। সুন্দরী মেয়ের মোহ, আমাকে একবারে একটি অমানুষ ক'রে ছেড়ে দিলে।

চণ্ডসিংহ। আমি তোমায় নাচিয়ে মেয়েদের দেখাশুনা করতে ব'লেছিলাম। তুমি তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে কেন?

বীরবল। আপনি তো ভিড়িয়ে দিলেন। মেয়েমানুষের তদ্বির করতে করতে মেয়েভক্ত হ'য়ে গেলুম। তাতে লোভ বেড়ে গেল। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। (গমনোদ্যোগ)

চণ্ডসিংহ। আরে, কোথায় যাচ্ছ?

বীরবল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

চণ্ডসিংহ। তা কি হয়? পাপীর অন্ন যখন খেয়েছ, তখন তার সঙ্গে তোমায় নরকেও যেতে হবে।

বীরবল। নরকে যেতে হয় প্রায়শ্চিত্ত ক'রেই যাবো, তবু আপনার মত পাপীর সঙ্গে থেকে পাপের মাত্রা আর বাড়াবো না।

চণ্ডসিংহ। সাবধান বীরবল!

বীরবল। যতই ধমক দিন, আর আমার কাবেদা করতে পারবেন না।

চণ্ডসিংহ। আমি যদি তোমায় বন্দী করি ?

বীরবল। আমার দেহটাকে বন্দী ক'রে রাখ্‌তে পারেন, কিন্তু জোর ক'রে আমার মনটাকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। [প্রস্থান।

চণ্ডসিংহ। এত সম্মান যে হাতে পেয়ে ছেড়ে যায়, সে শুধু নির্ব্বোধ নয়— মহা মূর্খ।

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। অভিবাদন মহারাজ !

চণ্ডসিংহ। কে, ও—মহারাজ শিবসিংহ ! মহারাজ শিবসিংহ, আপনি আমার বন্দী।

শিবসিংহ। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আপনার বন্দিত্ব স্বীকার করেছি।

চণ্ডসিংহ। কেন আপনি আমার আদেশ অমান্য ক'রে আমার জংলী প্রজাদের আপনার রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছেন ?

শিবসিংহ। আশ্রিত রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, তাই আমি তাদের আশ্রয় দিয়েছি।

চণ্ডসিংহ। তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবসিংহ। দেবো না।

চণ্ডসিংহ। সাবধান মহারাজ শিবসিংহ।

শিবসিংহ। চোরের রক্তচক্ষুতে সাধু কোনদিন ভয় পায় না।

চণ্ডসিংহ। মনে রাখ্‌বেন, রাজা চণ্ডসিংহ কাউকে ক্ষমা করে না।

শিবসিংহ। পররাজ্যলোভী ঘৃণিত তস্করের কাছে রাজা শিবসিংহও ক্ষমা চায় না।

চণ্ডসিংহ। জানেন—আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখুনি আপনাকে হত্যা কর্‌তে পারি ?

শিবসিংহ। জানি আপনি আমায় হত্যা করতে পারেন, কিন্তু আমার কণ্ঠের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেন না।

চণ্ডসিংহ। আপনার ওই কণ্ঠ এবার আমি চিরতরে স্তব্ধ ক'রে দিতে পারি। (হত্যায় উদ্যত)

বাঘার প্রবেশ।

বাঘা। তার আগে আপনার মাথাটাই মাটিতে গড়িয়ে যাবে।

চণ্ডসিংহ। বাঘা! বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী শয়তান!

বাঘা। আমি যদি শয়তানি করতুম মহারাজ, তাহ'লে অবন্তিপুরের সিংহাসনে অন্য রাজা বসাতে পারতুম।

শিবসিংহ। বাঘা। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমায় অবিশ্বাস করেছিলাম ব'লে তুমি আমার পক্ষে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলে—

বাঘা। আজ আবার আপনার পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছি, আপনার চাকরী করতে নয়, আমার বিপন্ন আশ্রয়দাতাকে মুক্ত করতে।

চণ্ডসিংহ। মুখের জোরেই তোমার আশ্রয়দাতাকে মুক্ত করতে পারবে না।

বাঘা। শুধু মুখের জোরে নয়, গায়ের জোরে আর হাতের কৌশলে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাবো।

শিবসিংহ। না বাঘা, আমার জন্য তোমার শান্তিময় জীবন বিপন্ন ক'রো না।

বাঘা। আপনার জন্য যদি আমার জীবন বিপন্ন না করি, আপনার কাছে যে আমি অকৃতজ্ঞ থেকে যাবো মহারাজ!

চণ্ডসিংহ। এই কৃতজ্ঞতা দেখাতেই তোমায় জীবন দিতে হবে। (অস্ত্রাঘাত করিল) জংলী জানোয়ার, তুমি আমার রাজ্য থেকে বহু

প্রজাকে তুলে নিয়ে গেছ। আজ তোমায় হত্যা ক'রে আমি তার প্রতিশোধ নেবো। (হত্যায় উদ্যত)

নারায়ণসিংহের প্রবেশ।

নারায়ণ। এদিকে লক্ষ্য রেখে তবে সাম্‌নে অগ্রসর হবেন।

চণ্ডসিংহ। কে ?

নারায়ণ। আপনার যম।

শিবসিংহ। নারায়ণসিংহ, তুমি এসেছ ?

নারায়ণ। আমার অনুপস্থিতির জন্যই আপনি বন্দী হয়েছেন, আপনার অপরাধী পুত্রকে আপনি ক্ষমা করুন পিতা।

বাঘা। যুবরাজ, আপনি আগে মহারাজকে বাচান।

নারায়ণ। বাঘা, তুমি আহত ? কে তোমাকে অস্ত্রাঘাত করেছে ?

চণ্ডসিংহ। আমি করেছি।

নারায়ণ। চমৎকার! এত যদি শক্তিমান আপনি, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত করিয়ে আমার পিতাকে বন্দী করিয়েছেন কেন ?

চণ্ডসিংহ। তারজন্য আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।

নারায়ণ। সহজে না দেন, অস্ত্রমুখে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

চণ্ডসিংহ। একটা বালকের হুঙ্কারে রাজা চণ্ডসিংহ ভয় পায় না।

নারায়ণ। ভুলে যাচ্ছেন কেন মহারাজ, এই ভারতের একটা বালকের কাছে একদিন সপ্ত মহারথীকে বারবার পরাজিত হ'য়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে হয়েছিল ? সেই মহারথীদের তুলনায় আপনি অতি তুচ্ছ।

চণ্ডসিংহ। তোমার মত শক্তিমান পুত্র বর্ত্তমানে তোমার পিতাকে বন্দী হ'তে হয় কেন ?

নারায়ণ। আমি ছিলাম না ব'লেই আপনি আমার পিতাকে বন্দী

করতে পেরেছেন। আমি সেখানে থাকলে—আপনার মাথাই আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেতো।

চণ্ডসিংহ। তবে তোমার মাথাটাই মাটিতে গড়িয়ে দিই এসো—(যুদ্ধ ও পরাজয়)

নারায়ণ। কোথায় গেল মহারাজ আপনার বীরত্ব ?

চণ্ডসিংহ। তোমার কাছে আমি পরাজিত, তুমি আমায় হত্যা কর।

নারায়ণ। অত সহজে আমি আপনাকে হত্যা করবো না মহারাজ! সৈনিক—

সৈনিকের প্রবেশ।

নারায়ণ। মহারাজ চণ্ডসিংহকে বন্দী ক'রে শ্রীপুর কারাগারে নিয়ে যাও।

সৈনিক। (চণ্ডসিংহকে বন্দী করিল)

চণ্ডসিংহ। না—না, বন্দী নয়, তুমি আমায় হত্যা কর। শত যুদ্ধজয়ী রাজা চণ্ডসিংহ এই প্রথম পরাজিত হয়েছে, তাই সে আর কারও অনুগ্রহে বাঁচতে চায় না।

নারায়ণ। নিয়ে যাও সৈনিক!

সৈনিক। আসুন মহারাজ! [চণ্ডসিংহকে লইয়া প্রস্থান।

শিবসিংহ। নারায়ণসিংহ, আমার বাঘা—

নারায়ণ। বাঘা! কেন তুমি আমার কথার অবাধ্য হ'য়ে একা শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করেছ ভাই ?

বাঘা। আমি যদি সেই সময় শিবিরে ছুটে না আসতুম, আপনার পিতাকে আর আপনি জীবিত ফিরে পেতেন না যুবরাজ।

শিবসিংহ। সত্য কথা নারায়ণসিংহ! বাঘার জন্যই আমার জীবন

রক্ষা হয়েছে। ওবে আমাব বীর সৈনিক, তোব অভাবে যে আমাব বুকের পাঁজব ভেঙ্গে যাবে।

বাঘা। দুঃখ কর্‌বেন না। মরণ তো একদিন হ'তোই, দুদিন আগে আব পরে। আজ মরণেব তীবে দাঁড়িয়ে আনন্দে বুকটা আমার ফুলে উঠ্‌ছে। আমাব দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতার প্রাণবক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার সৌভাগ্য।

নাবায়ণ। মানুষ মরে সত্য, কিন্তু তোমাব প্রতিজ্ঞা যে আমাদের বুকে বজ্রাঘাত ক'বে যাচ্ছে বীব !

ধনপতির প্রবেশ।

ধনপতি। যুববাজ! সীমান্তেব যুদ্ধ শেষ হ'যে গেছে। বণজয়ী সৈন্যগণ একসঙ্গে সমবেত হ'যে বিজয়-উৎসবের আদেশ প্রার্থনা কব্‌ছে।

নাবায়ণ। না—না, বিজয়-উৎসব হবে না। ওবে ধনপতি, আজ যে শ্রীপুরেব সেরা বীব চ'লে যাচ্ছে! তাই আজ উৎসবেব দিন নয—বিষাদেব দিন। মহাবাজ থেকে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সমবেত হ'য়ে সামরিক নীতিতে অবন্তিপুর-বিজযী বীর আমাব জংলী ভাই বাঘাকে বিদায়-অভিবাদন জানাতে হবে।

বাঘা। না যুববাজ, আমায় অত সম্মান দেবেন না! সম্মান পাবাব মত কোন কাজ আমি কবিনি, আমি শুধু আমাব কর্ত্তব্যপালন করেছি। মহাবাজ, জীবনে যদি আমি কোন অন্যায় ক'বে থাকি, আপনি আমায মার্জ্জনা কববেন। হে বাজাধিরাজ, বিদায়। যুবরাজ, বিদায।

গীত।

ধনপতি।—

যাবার আগে নিযে যাও বিদায়েব অভিবাদন।
আমাদের ফেলি যাবে যদি চলি, দিযে যাও প্রীতিব আলিঙ্গন।

(বাহিরে কামান গর্জ্জন)

শত শত বীর দাঁড়ায়েছে সারি সারি
বিদায়ের ক্ষণে দিবে গো তোমায় শ্রদ্ধার আঁখিবারি,
ওগো সমাজের ঘৃণিত বীরের বাঞ্ছিত
স্মৃতিপটে আঁকা রবে আজিকার বিচ্ছেদ মিলন ॥

[বাঘাকে লইয়া প্রস্থান।

শিবসিংহ। বাঘা—বাঘা, আমার জীবনদাতা বাঘা—

নারায়ণ। পিতা, যে বাঘার জন্য আপনার জীবনরক্ষা হয়েছে, সেই বাঘা আজ আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। তাই ওই মহামানবের বিদায়-সম্ভাষণ শুধু একদিনের একফোঁটা চোখের জলে শেষ হবে না, শেষ করবো সারাজীবনের স্মৃতির তর্পণে।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। জংলীবেশে কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছিলে অভিশপ্ত দেবতা, কর্ম্ম শেষ ক'রে চ'লে যাচ্ছ! শুধু আমার চোখের জলে তোমার বিদায়-সম্ভাষণ শেষ হবে না; আমি তোমায় রাজসিক সম্মানে সম্মানিত ক'রে বিশ্বের বুকে প্রচার করবো, উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র চণ্ডাল ব্রাহ্মণ আমরা সবাই সমান, আমরা একই ভগবানের সন্তান।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর-পথ।

কল্যাণীকে লইয়া রাঘবের প্রবেশ।

কল্যাণী। না—না, আমি যাবো না;

রাঘব। যেতে হবে।

কল্যাণী। কেন তুমি আমার জংলী পল্লী থেকে এখানে নিয়ে এলে?

রাঘব। তোমায় বাঁচাতে নিয়ে এলাম। আর কিছুক্ষণ ওখানে থাকলে ওই জংলী মেয়েটা তোমায় মেরে ফেলতো।

কল্যাণী। আমি যদি যুবরাজের দেখা পেতাম, কেউ আমায় মারতে পারতো না।

রাঘব। যুবরাজ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরে, যুবরাজই তো ওই মেয়েটাকে দিয়ে আমায় খুন করতে পাঠিয়েছে।

কল্যাণী। না, আমার মনে হ'চ্ছে এর মধ্যে যুবরাজের কোন সম্বন্ধ নেই, এ সবই তোমার ষড়যন্ত্র!

রাঘব। হা আমার বরাত। যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর!

কল্যাণী। আমি জংলী পল্লীতে যুবরাজের কাছে ফিরে যাবো।

রাঘব। না, আমি জেনে শুনে তোমায় মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।

কল্যাণী। মরণ যদি ভাগ্যে থাকে—হবে, তবু তোমার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে আমি পারবো না। আমি ফিরে যাবো। (অগ্রসর)

রাঘব। খবরদার! আর এক পা অগ্রসর হ'লে তোমার বিপদ হবে।

কল্যাণী। রাঘব-দা, একি মূর্ত্তি তোমার?

রাঘব। যুবরাজের জন্য একজনকে পৃথিবী থেকে স'রে যেতে হয়েছে, তুমি যদি যুবরাজকে চাও, তোমাকেও স'রে যেতে হবে।

কল্যাণী। সে কি? আমি যে তোমায় বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করি রাঘব-দা।

রাঘব। ওকথা ভুলে যাও। আজ থেকে আমাদের নূতন সম্বন্ধ স্থাপন হবে—প্রেমিক প্রেমিকা। (হাত ধরিল)

কল্যাণী। খবরদার শয়তান।

রাঘব। গায়ের জোরে তুমি আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবে না।

কল্যাণী। না—না, আমার জীবন থাকতে তুমি আমায় গ্রাস করতে পারবে না, আমার মন প্রাণ আমি যুবরাজের পায়ে সমর্পণ করেছি।

রাঘব। বৃথা চেষ্টা। আমার হাত থেকে আজ আর তোমার পরিত্রাণ নেই।

রাজীবরাওয়ের প্রবেশ।

রাজীব। ভগবানের হাত থেকে তোমারও পরিত্রাণ নেই শয়তান।

রাঘব। কে, ও-- রাজীবরাও?

কল্যাণী। বাবা! তুমি এসেছ? ওই শয়তানের কবল থেকে তুমি আমায় রক্ষা কর— বাঁচাও।

রাজীব। ভয় নেই মা। আমি এসেছি, তোর কোন ভয় নেই।

রাঘব। যদি বাঁচবার সাধ থাকে, এখান থেকে স'রে যান ; নইলে প্রাণে মারা যাবেন।

রাজীব। মেয়েকে লম্পট শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে কোন বাপ ভয়ে পালিয়ে যায় না।

রাঘব। তবে জীবন দিয়ে যান।

রাজীব। আমি মর্‌বো, তবু তোমার মত শয়তানের শয়তানি প্রশ্রয় দেবো না। (যুদ্ধ ও পরাজয়)

রাঘব। এইবার শয়তানের হাত থেকে কি ক'রে আপনার মেয়েকে রক্ষা কর্‌বেন ?

শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। শয়তানকে সায়েস্তা কর্‌বার জন্য বিধাতা জগতে আরও বড় শয়তান তৈরী করেছেন।

রাঘব। একি! শ্যামরাও! বাঘা তোমায় হত্যা করেনি ?

শ্যামরাও। তোমার চালে প'ড়ে বাঘা আমায় হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু বিধাতা তোমার চাল বানচাল ক'রে দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে দিলেন।

রাঘব। তুমি এতবড় শয়তান যদি আগে জান্‌তে পারতাম—

শ্যামরাও। খুব সহজেই আমার মাথাটা কেটে ফেল্‌তে পারতে, কিন্তু বাবাজি, যত চালাকিই কর, সবার উপর যিনি ব'সে আছেন, তাঁর কাছে কোন চালাকি টিক্‌বে না। আমায় দেখ্‌বার সময় তিনি তোমার চোখে এমন পর্দ্দা ফেলে দিয়েছেন যে, তুমি আমায় এ জগতের বাস্তব মানুষ ব'লে দেখ্‌তেই পেলে না।

রাঘব। এইবার তোমাকে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেয়েছি, তাই আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। (যুদ্ধ ও পরাজয়)

শ্যামরাও। (রাঘবকে বন্দী করিয়া) এইবার যদি তলোয়ার দিয়ে তোমার বুকটা ছেঁদা ক'রে ফেলি, তোমার কোন্ বাবা এসে রক্ষা করবে বাবাজি ?

রাঘব। আমি পরাজিত, তুমি আমায় হত্যা কর।

শ্যামরাও। তা কি হয় বাবাজি ! এত কষ্ট ক'রে তোমায় হাতে পেয়ে টপ্ ক'রে কি তোমায় হত্যা করতে পারি ? তুমি যতদিন ধ'রে আমায় কিস্তি দিয়ে ঘুরিয়েছ, আমি ততদিন ধ'রে গুণে গুণে তোমায় খুঁচিয়ে মারবো। যান দেওয়ানজি, শয়তানটাকে শ্রীপুরের কারাগারে নিয়ে যান।

রাজীব। শয়তান রাঘবরায় ! এইবার তোমায় সব কাজের যোগ্য পুরস্কার নিতে হবে।

রাঘব। এর জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। রক্তমাংসে গড়া মানুষই জগতে বড় হবার চেষ্টা করে। আমি সুযোগ পেয়েছিলাম—ছলে বলে কৌশলে বড় হবার চেষ্টা করেছিলাম : পারলাম না। তার জন্যে জীবন দিয়ে যাবো, তবু কারও পায়ে ধ'রে প্রাণভিক্ষা চাইবো না। জীবনে শুধু একটা ক্ষোভ থেকে গেল, আমার চেয়ে বড় শয়তানকে আমি চিনতে পারলাম না। চল দেওয়ান।

রাজীব। আয় মা কল্যাণি।   [রাঘবসহ প্রস্থান।

কল্যাণী। আপনাকে চিনতে না পেরে কটুকথা ব'লে সেদিন যে অন্যায় করেছি, সেজন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আজ আপনার দয়ায় আমার জীবন রক্ষা হয়েছে, আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি আমার অন্তরের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

[প্রস্থান।

শ্যামরাও। শয়তান রাঘবরায় বন্দী হয়েছে। এইবার অবন্তিপুররাজ চণ্ডসিংহকে কৌশলে বন্দী করতে হবে।

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। অবন্তিপুররাজ বন্দী হয়েছে।

শ্যামরাও। কে তাকে বন্দী করেছে?

রাজ্যেশ্বরী। আমার খোকা। · না—না, আপনাদের যুবরাজ?

শ্যামরাও। তুমি এই জঙ্গলের পথে কোথা থেকে এলে?

রাজ্যেশ্বরী। আমি যে যুবরাজের যুদ্ধ দেখতে গিয়েছিলাম।

শ্যামরাও। যুবরাজ কোথায়?

রাজ্যেশ্বরী। রাজা চণ্ডসিংহকে বন্দী ক'রে নিয়ে শ্রীপুরে ফিরে গেছে।

শ্যামরাও। মহারাজ শিবসিংহ?

রাজ্যেশ্বরী। তিনি মুক্ত হ'য়ে যুবরাজের সঙ্গে শ্রীপুরে গেছেন।

শ্যামরাও। চল মা, আমরাও শ্রীপুর-রাজপ্রাসাদে ফিরে যাই।

রাজ্যেশ্বরী। না—না, আমি যেতে পারবো না। মহারাণীর আদেশে আমার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ।

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। শত বাধা-নিষেধ সরিয়ে দিয়ে তোকেই যে আজ শ্রীপুরের রাজসভায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে মা!

রাজ্যেশ্বরী। না বাবা, না। রাজসভায় অত লোকের সামনে আমি দাঁড়াতে পারবো না।

ধীরে। তোর আশীর্ব্বাদে যুবরাজ নারায়ণসিংহ আজ শ্রীপুরের রাজা হবে, তুই দেখতে যাবি না?

রাজ্যেশ্বরী। আমার খোকা রাজা হবে?

শ্যামরাও। মহারাজ শিবসিংহ বর্ত্তমানে যুবরাজ রাজা হবে কেন?

ধীরে। শ্রীপুর-যুদ্ধে মহারাজ শিবসিংহ আহত, রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম, তাই তিনি যুবরাজ নারায়ণসিংহকে শ্রীপুরের সিংহাসনে বসিয়ে অবসর গ্রহণ করবেন।

শ্যামরাও। অবন্তিপুর-বিজয়ী যুবরাজ নারায়ণসিংহ রাজা হবে, আর আমি তার মামা, এখনও রাজপ্রাসাদে না গিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেখানে আমার কত কাজ রয়েছে তার ঠিক নেই। নিমন্ত্রণের যোগাড় করতে হবে—কালিয়া পোলাও মেঠাই মোণ্ডার আয়োজন করতে হবে। বিদায় সাধুবাবা!

[প্রস্থান।

ধীরে। আর দেরী করলে হবে না; তাহ'লে বিপদ হবে।

রাজ্যেশ্বরী। কিসের বিপদ?

ধীরে। তোর খোকা নিজের হাতে পিতৃহত্যা ক'রে ফেল্‌বে।

রাজ্যেশ্বরী। আমার খোকা মহারাজ শিবসিংহকে হত্যা করবে?

ধীরে। মহারাজ শিবসিংহকে নয়, তার জন্মদাতা পিতাকে।

রাজ্যেশ্বরী। কে তার জন্মদাতা পিতা?

ধীরে। আছে—আছে, বহুকষ্টে তাকে ধ'রে ফেলেছি।

রাজ্যেশ্বরী। কি ক'রে চিনতে পারবো?

ধীরে। তার হাতের সেই আংটী আছে তো? এখন চল্, তোর খোকাকে আশীর্ব্বাদ করবি চল্।

[প্রস্থান।

রাজ্যেশ্বরী। হ্যাঁ, আমার খোকাকে আশীর্ব্বাদ করবো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীপুর-রাজসভা।

শিবসিংহ আসীন।

শিবসিংহ। স্বর্গগত পিতৃপুরুষগণ! তোমাদের পবিত্র সিংহাসন আমি আমার পুত্রকে দান করছি, তোমরা স্বর্গ থেকে তাকে আশীর্ব্বাদ কর—সে যেন তোমাদের গৌরব রক্ষা করতে পারে।

নারায়ণসিংহের প্রবেশ।

নারায়ণ। পিতা! কেন আপনি আমার উপর এই গুরুভার চাপিয়ে দিচ্ছেন?

শিবসিংহ। আমি অসুস্থ। তুমি এখন উপযুক্ত পুত্র; আমায় বিশ্রাম দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। তাই তোমায় রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমি অবসর নিচ্ছি।

নারায়ণ। আমি রাজনীতি জানি না, আমায় সিংহাসনে বসাতে মায়ের মত আছে?

মায়াবতীর প্রবেশ।

মায়াবতী। তোমার মা তোমায় সানন্দে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে পুত্র!

নারায়ণ। মা!

শিবসিংহ। নারায়ণসিংহ! আমি শ্রীপুরের রাজা। আজ শুভ-দিনে তোমায় শ্রীপুরের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তোমার মাথায় রাজ-মুকুট পরিয়ে দিচ্ছি।

মায়াবতী। আমি মা; আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে শান্তিতে প্রজাপালন কর। মহারাজ! আজ শুভদিনেও আমার মনে শান্তি নেই। আমার কল্যাণী মাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

রাজীবরাওয়ের প্রবেশ।

রাজীব। আপনার কল্যাণী মা ফিরে এসেছে মহারাণি।

নারায়ণ। কল্যাণীকে কে উদ্ধার করলে দেওয়ানজি?

রাজীব। শ্যামরাও। শ্যামরাও নিজ বাহুবলে বাঘরনায়ককে বন্দী ক'রে আমার কল্যাণী মাকে উদ্ধার করেছে।

শিবসিংহ। রাজা! প্রজার একটা আবেদন তোমায় শুনতে হবে।

নারায়ণ। আদেশ করুন।

শিবসিংহ। তুমি নিজ বাহুবলে চণ্ডসিংহকে বন্দী করেছ, তাই আমার অনুরোধ রাজা, তোমাকেই তার বিচার করতে হবে। কে আছ, বন্দী রাজা চণ্ডসিংহ।

রাজীব। আজ শুভদিনে নবীন মহারাজের কাছে আমরা সুবিচার প্রার্থনা করি।

বন্দী চণ্ডসিংহকে লইয়া সৈনিকের প্রবেশ।

চণ্ডসিংহ। অভিবাদন মহারাজ!...একি!

রাজীব। যুবরাজ নারায়ণসিংহ আজ শ্রীপুরের রাজা। নবীন রাজা আপনার বিচার করবেন।

নারায়ণ। মহারাজ চণ্ডসিংহ! নির্য্যাতিত জংলী জাতির আবেদন কেন আপনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন?

চণ্ডসিংহ। আমার রাজ্যে আমি যা করেছি, তার জন্য কারও কাছে কৈফিয়ৎ দেবো না।

নারায়ণ। ক্ষত্রিয়ের রণনীতি বিসর্জ্জন দিয়ে কেন আপনি আমার পিতাকে আঘাত করেছেন?

চণ্ডসিংহ। যুদ্ধজয়ের আশায়।

নারায়ণ। শয়তান রাঘবরায়কে কেন আশ্রয় দিয়েছিলেন?

চণ্ডসিংহ। কৌশলে শ্রীপুর অধিকার করবার জন্য।

নারায়ণ। পরাজিত রাজাকে অস্ত্রাঘাত করেছেন কেন?

চণ্ডসিংহ। তাকে হত্যা করবার জন্য।

নারায়ণ। এত অন্যায় অধর্ম্ম ক'রেও আপনার কোন অনুতাপ নেই?

চণ্ডসিংহ। না, আজ যদি আমি মুক্তি পাই, তোমাকে হত্যা ক'রে আমি আমার সব অপমানের প্রতিশোধ নেবো।

সকলে। মহারাজ—

নারায়ণ। তাই আর আমি আপনাকে মুক্তি দেবো না। আমার রাজ্যাভিষেকের শুভদিনে আমি আপনাকে হত্যা ক'রে, রাজরক্তে ললাটে রাজটিকা ধারণ করবো। (হত্যায় উদ্যত)

রাজ্যেশ্বরীর প্রবেশ।

রাজ্যেশ্বরী। দূর পাগল! সবার আগে আমি আশীর্ব্বাদ করি, তবে তো রাজা হ'য়ে বিচার করবি।

নারায়ণ। মা—

মায়াবতী। তুমি আবার এখানে কেন? কে তোমায় আসতে দিয়েছে?

রাজ্যেশ্বরী। বাঃ, আমার ছেলে রাজা হয়েছে, আমি তাকে আশীর্বাদ করবো না?

মায়াবতী। যাও—দূর হ'য়ে যাও। ও আমার ছেলে, আমি ওর মা।

ধীরে ঠাকুরের প্রবেশ।

ধীরে। না মহারাণি! ওই ভিখারিণীই রাজা নারায়ণসিংহের মা।

মায়াবতী। সেকি! না—না, এ অসম্ভব। আমার গর্ভেই ওর জন্ম হয়েছে, আমি ওর মা।

ধীরে। আপনি মরা ছেলে প্রসব করেছিলেন মহারাণি!

মায়াবতী। মহারাজ!

শিবসিংহ। সত্যকথা রাণি—

মায়াবতী। একথা আমায় তখন বলনি কেন?

শিবসিংহ। সন্ন্যাসীর দয়ায় ছেলে বেঁচে গেল, তাই তোমায় বলবার প্রয়োজন মনে করিনি।

মায়াবতী। আপনি আমার মরা ছেলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন?

ধীরে। মরা বাঁচাবার শক্তি মানুষের নেই মা। তাই আমিও তোমার মরা ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি।

মায়াবতী। আপনার ওষুধেই আমার ছেলে হয়েছিল, তবে কেন আমার সেই ছেলে মৃত জন্মাল?

ধীরে। আপনি অসুস্থ—তাই সন্তান-ধারণের শক্তি আপনার নেই, মায়ের দয়ায় আপনার সন্তান হয়েছিল, কিন্তু আপনার ব্যাধির জন্য সে সন্তান গর্ভেই মারা গিয়েছিল। তাই এই ভিখারিণীর জীবন্ত শিশুকে আমি দেওয়ানজীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। মহারাণী মৃতবৎসা, তাই আমি নারায়ণসিংহকে মাতৃস্তন্য দিতে নিষেধ করেছিলাম।

মায়াবতী। দেওয়ান রাজীববাও, একথা সত্য ?

রাজীব। আপনার গর্ভজাত মৃত সন্তান সন্ন্যাসীর কাছে রেখে, দুর্য্যোগের ভয়ে আমরা ওঁর চালায় গিয়ে বসেছিলাম। দুর্য্যোগ থেমে যাবার পর ফিরে এসে দেখি ছেলে বেঁচে গেছে। এর মধ্যে কি ঘটেছে কিছুই জানি না।

শিবসিংহ। আমি স্বীকার করি সব সত্য, কিন্তু আজ বিশবছর পরে একথার সত্যতা প্রমাণ দেবার প্রয়োজন হ'লো কেন সন্ন্যাসি ?

ধীরে। সেই ছেলে যে আজ পিতৃহত্যা করতে চলেছে মহারাজ !

নারায়ণ। কে—কে আমার পিতা ?

ধীরে। অবন্তিপুররাজ চণ্ডসিংহ।

নারায়ণ। মহারাজ চণ্ডসিংহ আমার জন্মদাতা পিতা।

চণ্ডসিংহ। মিথ্যা কথা, আমার কোন পুত্রকন্যা নেই। আমি অপুত্রক।

ধীরে। সেইজন্যই আমি কষ্ট ক'রে তোমার এই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। শত চেষ্টা করলেও আজ তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। তোমার নিজের হাতে দেওয়া তোমার নামলেখা আংটি আছে। দেখা তো মা, সেই আংটি।

চণ্ডসিংহ। কই দেখি—

রাজ্যেশ্বরী। (আংটি দেখাইল)

চণ্ডসিংহ। সত্যই তো, এ যে আমার পিতার দেওয়া, আমার নাম-লেখা আংটি।

ধীরে। মনে কর মহারাজ ! আজ থেকে একুশ বছর আগে শিকারে গিয়ে, এক দারুণ দুর্য্যোগ রাতে সঙ্গিহারা হ'যে এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলে। মনে পড়ে ?

চণ্ডসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়ে—

ধীরে। ব্রাহ্মণ তার বিধবা কন্যাকে তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ক'রে রাজ-অতিথির সেবার জন্য পাড়ায় আহার্য্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। তুমি সেইসময় তার কন্যাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেছিলে, রাজধানীতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই আংটি দিয়েছিলে, মনে পড়ে ?

চণ্ডসিংহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়ে। সে নারী কোথায় ?

ধীরে। সে নারী শ্রীপুররাজ রাজা নারায়ণসিংহের মা। অবন্তিপুর-রাজ মহারাজ চণ্ডসিংহের স্ত্রী—এই ভিখারিণী।

চণ্ডসিংহ। সেই সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচাবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন সন্ন্যাসি ? সত্য বল সন্ন্যাসি, তুমি কে ?

ধীরে। নব বিবাহিত স্ত্রীর কথায় যাকে ওষুধ খাইয়ে পাগল সাব্যস্ত ক'রে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আমি তোমার সেই ছোট ভাই।

চণ্ডসিংহ। তুমি আমার ভাই ধীরসিংহ ? সত্য বল নারি, রাজা নারায়ণসিংহ তোমার গর্ভজাত সন্তান ?

রাজ্যেশ্বরী। হ্যাঁ মহারাজ, আমি ওর মা।

নারায়ণ। তুমি আমার গর্ভধারিণী মা। তাই তোমায় দেখে জগৎ-সংসার ভুলে যাই, তাই বুঝি তোমার একটি কটাক্ষে আমার হাতের উদ্যত চাবুক মাটিতে প'ড়ে যায়, তাই বুঝি আমার মাথাটা তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়। মা—মা—মা!

রাজ্যেশ্বরী। খোকা—খোকা—(বক্ষে ধারণ)

চণ্ডসিংহ। ভাই—ভাই—

ধীরে। দাদা—দাদা—(চণ্ডসিংহের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল) ব্যস, এবার আমার কাজ শেষ। এইবার আমায় বিদায় দাও।

কল্যাণী ও শ্যামরাওয়ের প্রবেশ।

শ্যামরাও। তা কি হয়? এক কথায় এখান থেকে বিদায় পাওয়া যায়? এখানে একপাত খেয়ে যেতে হবে। ও দেওয়ানজি, হাঁ ক'রে দেখ্‌ছেন কি? দিন—দিন, চার হাত এক ক'রে দিন।

রাজীব। এসো মা কল্যাণি! আজ শুভদিনে আমার একমাত্র কন্যাকে আমি মহারাজ নারায়ণসিংহের হাতে সমর্পণ করলাম। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন। (কল্যাণীকে নারায়ণসিংহের হস্তে সম্প্রদান করিলেন)

রাজ্যেশ্বরী। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হ'য়ে শান্তিতে প্রজাপালন কর।

চণ্ডসিংহ। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দীর্ঘজীবী হও। আর আশীর্ব্বাদস্বরূপ দিচ্ছি তোমায় অবন্তিপুরের রাজসিংহাসন। আজ থেকে তুমি শুধু শ্রীপুরের রাজা নও, শ্রীপুর অবন্তিপুর উভয় রাজ্যের রাজা—রাজাধিরাজ নারায়ণসিংহ।

(নারায়ণসিংহ ও কল্যাণী সকলকে প্রণাম করিল,
সকলে আশীর্ব্বাদ করিল)

যবনিকা।